



বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১



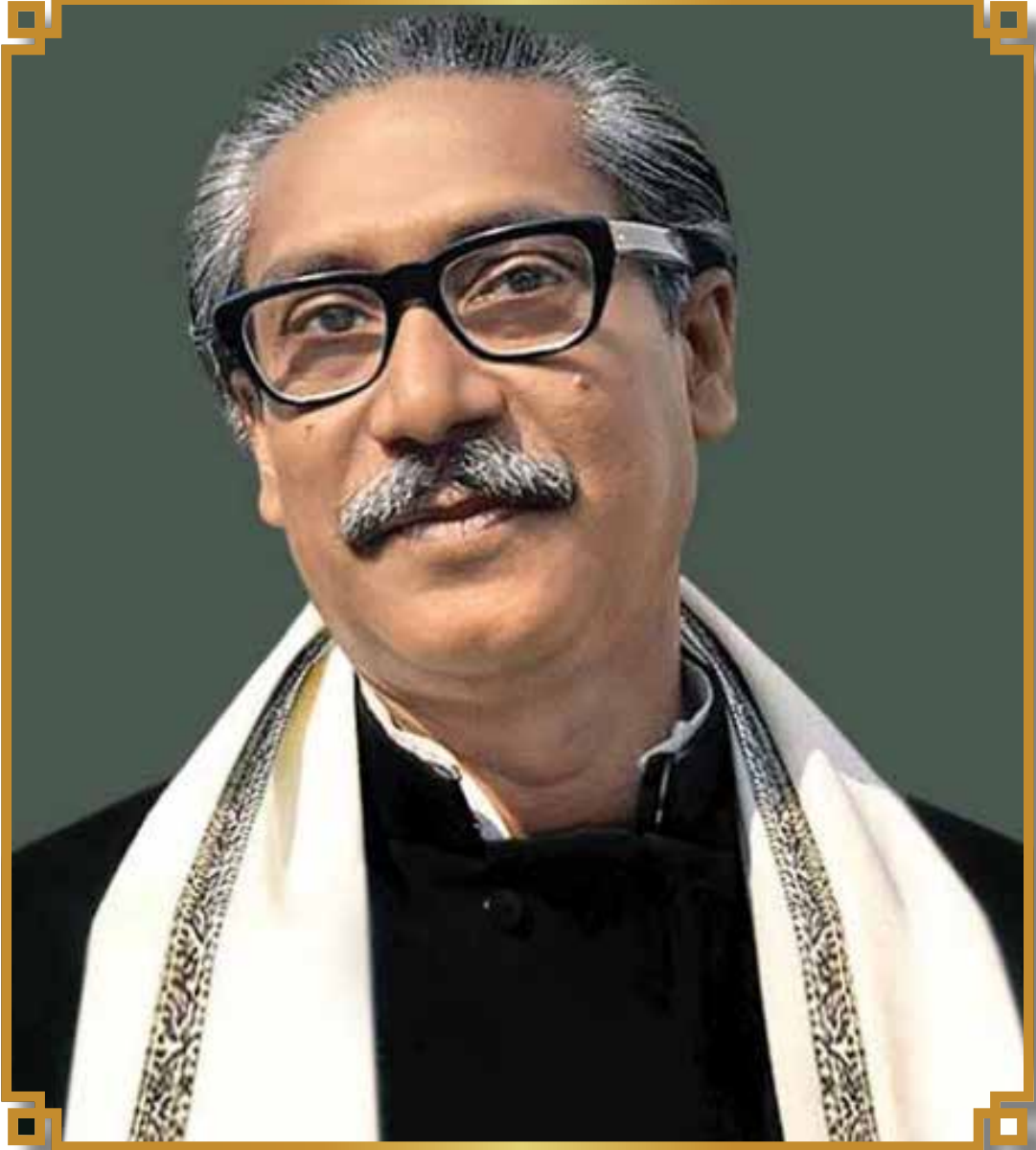
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১



বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন





মুজিববর্ষ ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতি

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	বাণী	৬
২.	মুখবন্ধ	৯
৩.	কমিশনের সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী	১২
৪.	কমিশন গঠন ও বর্তমান অবস্থা	১৩
৫.	প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি কমিশনের অর্জনসমূহ	১৪
৬.	বিগত দুই অর্থবছরের তুলনামূলক কার্যক্রম	১৫
৭.	মোবাইল অপারেটরদের বিটিএস (BTS) এবং মোবাইল হ্যান্ডসেটের পরিসংখ্যান	১৬
৮.	ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা	১৭
৯.	বিটিআরসি'র কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ	১৮
১০.	সাংগঠনিক কাঠামো	১৯
১১.	প্রশাসন বিভাগ	২১
১২.	সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ	৩১
১৩.	স্পেকট্রাম বিভাগ	৪৩
১৪.	ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস্ বিভাগ	৭৩
১৫.	লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ	১১৭
১৬.	অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ	১৪৫
১৭.	মিডিয়া কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিকেশন উইং	১৫৭
১৮.	এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট	১৭৩
১৯.	ছবি গ্যালারি	১৮৫
২০.	উপসংহার	১৯২



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এখন আর স্বপ্ন নয়, যা অতিবাস্তব। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের আওয়াজ আমরা আন্তর্জাতিকভাবে শুনতে পাচ্ছি। তার প্রস্তুতিও আমরা গ্রহণ করছি, যেনো আমাদের দেশের মানুষ পিছিয়ে না থাকে। গুজবে কান দেয়া যাবে না, তথ্যের সঠিকতা যাচাই করতে হবে।

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



বাণী



ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION

মন্ত্রী

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দেশব্যাপি সম্প্রসারিত উচ্চগতির বিস্তীর্ণ ডিজিটাল সংযুক্তির পথ বেয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাইলফলক স্পর্শ করেছে। ডিজিটাল কর্মসূচির অভাবনীয় সাফল্য, অর্জন ও অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এখন বাস্তবতা। জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল সাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রত্যয়দীপ্ত অঙ্গিকার নিয়ে ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর নির্বাচনী ইশতেহারে জননেত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে এগিয়ে যাওয়ার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রোডম্যাপ ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচি শতশত বছরের পশ্চাৎপদতা অতিক্রম করে গত ১৩ বছরে বাংলাদেশকে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি পাণ্টে দিয়েছে চিরচেনা বাংলাদেশ, অভাবনীয় রূপান্তর ঘটেছে মানুষের জীবনযাত্রার। অনাহার, অর্ধাহার, দারিদ্র এবং অনুন্নত যোগাযোগসহ অভাব, মঙ্গা আর অপতুলতার মতো শব্দগুলো আজ হারিয়ে যেতে বসেছে ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই জনপদ থেকে। বঙ্গবন্ধু কন্যার মমতাময়ী হাতের ছোঁয়ায় ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপান্তরের স্থপতি প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদের সুচিন্তিত দিক নির্দেশনায় চিরায়ত দুঃখিনী বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল, ডিজিটাল দুনিয়ার অহংকার। জাতি হিসেবে আমরা ধন্য।

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল সংযুক্তির মহাসড়ক নির্মাণ, ডিজিটাল ডিভাইস উদ্ভাবন, উৎপাদন ও রপ্তানি এবং ডিজিটাল ডিভাইসের সহজ লভ্যতা নিশ্চিতকরণ। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ডিজিটাল সংযুক্তি অপরিহার্য। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) বিগত বছরের কর্মকাণ্ড এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার তথ্যচিত্রসহ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে জনগণ এই খাতের কার্যক্রম ও অগ্রগতি সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবে। আমি বিশ্বাস করি, এই প্রকাশনা দেশের টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের অগ্রগতির সর্বশেষ তথ্য-চিত্রসহ আর্থ-সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনে ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগে সময়োপযোগী দিক নির্দেশনা প্রদানে সক্ষম হবে।

২০০৮ সালে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়ার যে স্বপ্ন ছিল গত ১৩ বছরে তার অনেকাংশ পূরণ হয়েছে। বর্তমানে শতভাগ মানুষের হাতের নাগালে মোবাইল ফোন এবং শতভাগ এলাকা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায়। ২০০৮ সালে মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ছিল চার কোটি ৬০ লাখ, জুন ২০২১ সালে এ সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ১৭ কোটি ৬৪ লাখে। সে সময় ইন্টারনেট গ্রাহক ছিল মাত্র ৮০ লাখ, বর্তমানে যার সংখ্যা ১২ কোটি ৯ লাখ। টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত লাইসেন্স ছিল যেখানে ৬০৮টি, বর্তমানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে যার সংখ্যা ৩,৩৯৬ টি। স্মার্টফোন ব্যবহার করছে প্রায় ৫.৯২ কোটি গ্রাহক। অন্যদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হাজার হাজার তরুণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ফাইবার অপটিক ক্যাবল সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল, হাওর, বিল, চর, পাহাড়, উপকূলীয় ও দ্বীপ এলাকায় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশে ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন ও রপ্তানি শুরু হয়েছে। সারা দেশকে ফোরজি মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণ, তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ স্থাপন এবং ফাইভজি চালুর বিষয়ে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ তা বাস্তবায়নে কার্যক্রম শুরু করেছে।


২০২১ সালের মধ্যে ফাইভজি যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে দেশ। প্রযুক্তির এ উৎকর্ষে শিল্পবিপ্লবে আসবে গতি। আস্থা বাড়বে বিনিয়োগেও। জীবন ধারায় দেখা দেবে আমূল পরিবর্তন। প্রয়োজনীয় যেকোনো চাহিদার বিপরীতে কাজ করবে প্রযুক্তি। সব মিলিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের মহাসড়ক হবে এ ফাইভজি নেটওয়ার্ক। মোবাইল ফোন ও নেটওয়ার্ক এখন মানুষের জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। বর্তমানে মোবাইল ফোনের বাজারের ৬৩ ভাগই দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। মোবাইল ফোন এবং এর বিভিন্ন অ্যাপস-এর ব্যবহার, উচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট, ওভার দ্যা টপ (ওটিটি) অ্যাপস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্যাটেলাইটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি দেশের জনগণের জীবনকে সহজ ও সাবলীল করেছে। আমাদের মূল লক্ষ্য সবার কাছে মানসম্মত, নিরাপদ ও সুলভ মূল্যে টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত করা। এদেশের মেধাবী, তারুণ্যদীপ্ত ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ প্রতিটি গ্রাম ডিজিটাল গ্রামে রূপান্তর প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে চালু হয়েছে, যার মাধ্যমে ঘরে বসেই তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা নিচ্ছে প্রান্তিক মানুষ, ঘরে বসে পাচ্ছে টেলিমেডিসিন সেবা, সেই সাথে শহরের ন্যায় গ্রামেও ডিজিটাল প্রযুক্তির সম্প্রসারণ হয়েছে।

দেশে মোবাইল প্রযুক্তিকে আরো সুরক্ষিত করতে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে (আঙুলের ছাপ) সিম নিবন্ধনের পাশাপাশি মোবাইল হ্যান্ডসেট নিবন্ধনের জন্য চালু হয়েছে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর)। এতে সিম ও মোবাইল হ্যান্ডসেট নিবন্ধন পূর্ণাঙ্গভাবে ডিজিটলাইজড হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সাইবার অপরাধ প্রবণতা কমান পাশাপাশি অবৈধ হ্যান্ডসেট বন্ধের ফলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পথ তৈরি হয়েছে। ইতোমধ্যে চালু হয়েছে সারাদেশের জন্য একই মূল্যে ব্রডব্যান্ড 'এক দেশ এক রেট' সেবা। আমি আশা করছি, প্রযুক্তির বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সফটওয়্যার ও ডিজিটাল ডিভাইস প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও উদ্ভাবকদের ফাইভজি'র সাথে সম্পৃক্ত প্রযুক্তি তথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস, বিগ ডেটা, আইওটি ও ব্লকচেইন প্রযুক্তির ওপর নিজেদেরকে আরো দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।

আমি জেনে অত্যন্ত খুশি হয়েছি, প্রতিষ্ঠার পর থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত বিটিআরসি প্রায় ৬৫ হাজার কোটি টাকার অধিক রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে। নীতি নির্ধারক, অপারেটর, স্টেকহোল্ডার, উদ্যোক্তা, বিশেষজ্ঞসহ দেশের নাগরিকের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ বিটিআরসি'র চলার পথকে আরো আলোকিত করবে-এ আমার প্রত্যাশা।

আমি বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ প্রকাশনার সর্বাসীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক


(মোস্তাফা জব্বার)



মো খলিলুর রহমান

সচিব

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিপ্লবে शामिल হওয়ার দূরদর্শী চিন্তা থেকে সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি জাতিসংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ লাভের প্রচেষ্টা চালান। এ সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী স্যাটেলাইটের অরবিট/ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দে সমন্বয় ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণে সহযোগিতা করে থাকে।

বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ আইটিইউ'র সদস্যপদ লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় তিনি উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। ডিজিটাল বিপ্লবে शामिल হওয়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত ও বাস্তবায়িত উদ্যোগগুলোই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মূল প্রেরণা। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার আধুনিক রূপ এই ডিজিটাল বাংলাদেশ। মানুষের জীবন সহজ, আরামদায়ক ও নিরাপদ করতে প্রযুক্তি অবদান রাখছে বহুমাত্রিক। জীবনের মুখ্য অনুষ্ণ হয়ে উঠেছে মোবাইল, ইন্টারনেট আর স্যাটেলাইট প্রযুক্তি। বাড়ছে জিডিপি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের বা ডিজিটাল বিপ্লবের এই সময়ে টেলিযোগাযোগ সেবা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। টেলিযোগাযোগের অপরিসীম শক্তি, প্রভাব এবং অবদানের কথা বিবেচনা করে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ দিতে বাংলাদেশ সরকার যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। সরকারের গৃহীত সেসব নীতিমালার আলোকে বিটিআরসি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে টেলিযোগাযোগ সেবা পৌঁছে দেবার অভিপ্রায়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ভূমিকা অগ্রগণ্য। দেশের প্রায় সবক'টি উপজেলাকে আনা হয়েছে মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায়।

টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ১৭ কোটি ৬৪ লক্ষ এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ১২ কোটি ৯ লক্ষ উন্নীত হয়েছে। ২০১৮ সালের ১২ মে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ৫৭তম স্যাটেলাইট এলিট ক্লাবের সদস্য হয়। দেশের সবগুলো টেলিভিশন চ্যানেল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ব্যবহার করে সম্প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০২১ সালের শেষদিকে বাংলাদেশ ফাইভজি যুগে প্রবেশ করবে। জাতীয় উন্নয়নে ডিজিটাল বাংলাদেশ মডেল সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত এবং প্রশংসিত। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অন্যতম নেতৃস্থানীয় সংস্থা হিসেবে কাজ করছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন।

দেশের অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে টেলিযোগাযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের তরুণদের এগিয়ে থাকতে আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই), মেশিন লার্নিং, ব্লকচেইন, বিগ ডেটা, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) এর মতো আধুনিক বিষয়গুলো শেখার ওপর নজর দিতে হবে। বাংলাদেশের সম্পদ হলো তরুণ জনশক্তি। তাঁরা তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ হলে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। এ খাতে দেশের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হবে।

বিটিআরসি'র বিগত অর্থবছরের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের অর্জন ও কর্মকাণ্ডের সচিত্র বিবরণ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরে প্রকাশিত প্রতিবেদনটির অংশ হতে পেরে আমি আনন্দ ও গর্ব অনুভব করছি। আর এই উপলক্ষ্যে আমি বিটিআরসি এবং এর গ্রাহক, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, বিভিন্ন অপারেটর ও লাইসেন্সধারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই অকৃত্রিম অভিনন্দন এবং বিটিআরসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

(মো: খলিলুর রহমান)



মুখবন্ধ



শ্যাম সুন্দর সিকদার
চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব)
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবসান, প্রতিযোগিতামূলক বাজারমুখী ব্যবস্থা প্রণয়ন, নতুন নতুন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রবর্তন এবং টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগে অগ্রহী দেশি-বিদেশিদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে বিটিআরসি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে টেলিযোগাযোগ খাত ঈর্ষণীয় সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞানের উন্নয়নের সাথে সাথে টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রের কৌশল ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন এসেছে। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা, দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবা পৌঁছানো এবং সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বিটিআরসি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিটিআরসি'র বিগত দিনের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ, অর্জন ও সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরে প্রকাশিত হলো বার্ষিক প্রতিবেদন। প্রতিবেদনটি প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত। আর এই উপলক্ষে আমি টেলিযোগাযোগ খাতের সকল সম্মানিত গ্রাহক, অংশীজন, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, বিভাগ, বিভিন্ন অপারেটর ও লাইসেন্সধারীসহ অংশীজনদের জানাই অকৃত্রিম অভিনন্দন এবং বিটিআরসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

ডিজিটাল যুগের জনগোষ্ঠী হিসেবে রূপান্তরিত উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রযুক্তি জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রজন্ম, ডিজিটাল সমাজ ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি সর্বোপরি একটি উন্নত দেশ গঠনে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রযুক্তির অভূতপূর্ব প্রসার ও ব্যবহারের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মানুষের আয় ও কর্মসংস্থান, বেড়েছে জীবনমান ও স্বাচ্ছন্দ্য, সাশ্রয় হচ্ছে সময় ও অর্থ। একই সঙ্গে বেড়েছে দেশের রাজস্ব আয়, বেড়েছে বিনিয়োগ ও জিডিপি। সমন্বয়যোগ্য নীতিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়নের ফলে টেলিযোগাযোগ খাতে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এ খাত থেকে সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আহরিত হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বরাবরের মতো বিটিআরসি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

বায়োমেট্রিক সিম নিবন্ধনের পাশাপাশি ইতোমধ্যে মোবাইল হ্যাণ্ডসেট নিবন্ধনের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বিটিআরসিতে NOC Automation and IMEI Database (NAID) সিস্টেম স্থাপন করার ফলে এখন গ্রাহক নিজের মোবাইলেই যাচাই করতে পারছে তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল হ্যাণ্ডসেটটি বিটিআরসিতে নিবন্ধনকৃত কিনা। যার ফলে সে বাজার থেকে বৈধ ও অবৈধ মোবাইল সেট বুঝে ক্রয় করতে সক্ষম হচ্ছে। এছাড়াও গ্রাহক বাজার থেকে স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ এবং ঝুঁকিমুক্ত মোবাইল সেট ক্রয় করতে সক্ষম হচ্ছে। একইসাথে এ পদক্ষেপ গ্রহণের সুফল হিসেবে সংশ্লিষ্ট খাতে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বিটিআরসি কর্তৃক প্রবর্তিত বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া অর্থাৎ Central Biometrics Verification Monitoring Platform (CBVMP) প্রকল্পটি তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক পুরস্কার 'World Summit on the Information Society Prizes 2021' প্রতিযোগিতার Action Line C5 ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হয়ে WSIS Winner পুরস্কার ২০২১ অর্জন করেছে, যা দেশের জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। WSIS ফোরামের প্রধান লক্ষ্য হলো উন্নয়নশীল বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধি করে ধনী-দরিদ্র দেশগুলির মাঝে ডিজিটাল বিভাজন দূর করা এবং Action Line C5-এর মূল প্রতিপাদ্য হলো Building Confidence and Security in the Use of ICTs। জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ITU-এর অধীন WSIS কর্তৃপক্ষ ২০১২ সাল থেকে এই পুরস্কার দিয়ে আসছে, যাতে এ পর্যন্ত তিন লাখেরও বেশি অংশীদার অংশ নিয়েছে।

২০০২ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিটিআরসি দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের কারিগরি অবকাঠামো উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলছে। বর্তমানে কমিশনের মোট জনবল ৩৩৪ জন। অপরদিকে বিভিন্ন লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩,৩৯৬ টি। বিটিআরসি'র ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে দেশের প্রায় শতভাগ জনগোষ্ঠী এবং ভৌগোলিক এলাকা মোবাইল টেলিফোন নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। বর্তমানে দেশে ১৭ কোটির অধিক মোবাইল সিম সক্রিয় রয়েছে, যা দেশের মোট জনসংখ্যার অনুপাতের প্রায় সমান। বর্তমানে ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২.০৯ কোটি এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ৭০.৫৪%। বিগত এক বছরে মোবাইল ফোন গ্রাহক বৃদ্ধি পেয়েছে ০১ কোটি ৫২ লক্ষ, ইন্টারনেটের গ্রাহক বৃদ্ধি পেয়েছে ৭০ লক্ষ এর অধিক। ডেটাভিত্তিক সেবায় 3G গ্রাহক সংখ্যা ০৪ কোটি ৮৩ হাজার এবং 4G গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ০৬ কোটি। আর্থিক লেনদেনের জন্য প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর না করে জনগণ ডিজিটাল পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। আর এ অগ্রগতির চালিকাশক্তি নিঃসন্দেহে উন্নত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা। স্মার্টফোনের ব্যবহার বৃদ্ধি ও উচ্চ গতিসম্পন্ন 4G ইন্টারনেট সেবা সম্প্রসারণের ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, খাদ্য, পরিবহন, উৎপাদন, নিরাপত্তা, জ্বালানি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সরকারি ও বেসরকারি পরিষেবায় উন্নত ই-সেবা এবং ই-গভর্নেন্স জনগণের আরও নাগালের মধ্যে এসেছে।

কোভিড-১৯ অতিমারির মধ্যে দেশে প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটেছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু পর গত অর্ধবছরে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহার বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ এবং ইন্টারনেট গ্রাহক বেড়েছে ০১ কোটির বেশি। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও টেলিমেডিসিন সেবা, ই-লার্নিং, অনলাইন প্রশিক্ষণ, বাণিজ্যিক সভা-সম্মেলন প্রভৃতি খাতে Artificial Intelligence (AI) ও Big Data'র প্রয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে বিটিআরসি বর্তমানে গ্রাহকস্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি মানসম্মত, নির্ভরযোগ্য, সুলভ ও আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে লাইসেন্স গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং-এ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি কর্মদক্ষতার ছাপ রাখছে। মানসম্মত টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন বিভাগ ও জেলায় আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে ড্রাইভ টেস্ট পরিচালনা করা হচ্ছে এবং কোন অপারেটরের সেবার মানে ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে আইন ও বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের নেটওয়ার্ক এবং সেবার বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ, গ্রাহকসেবার মান যাচাই, সরকারি রাজস্ব স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে যাচাইসহ প্রয়োজনীয় সূচকসমূহ সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের সুযোগ রেখে বিটিআরসি'তে একটি সমন্বিত 'Telecom Monitoring System (TMS)' স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে। গ্রাহককেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা এবং অভিযোগ দাখিল সহজ করতে চালু করা হয়েছে বিটিআরসি'র কল সেন্টার (শর্টকোড ১০০)। এছাড়া নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বর, ডাকযোগে ও ই-মেইল এবং বিটিআরসি ওয়েবসাইটের গ্রাহক কর্নারের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

সাইবার নিরাপত্তা বিধানে কন্টেন্ট, এ্যাপ্লিকেশনস্ ও ওয়েবসাইট/লিংক, ব্লগ মনিটরিং জোরদারের পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে দ্রুত, কার্যকর ও সমন্বয়যোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। অবৈধ আন্তর্জাতিক কল নিয়ন্ত্রণে র‍্যাব, পুলিশ ও বিটিআরসি'র সমন্বয়ে উচ্চতর মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে এবং অভিযান জোরদার করা হয়েছে। অপারেটরদের ব্যান্ডউইথ মনিটরিং, সিমবক্স ডিটেকশন পদ্ধতি, সেলফ রেগুলেশন পদ্ধতিতে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে অবৈধ আন্তর্জাতিক কল শনাক্তের পাশাপাশি তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সীমান্তে সৃষ্ট ট্রাস বর্ডার ইন্টারফেয়ারেন্স সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মধ্যস্থতাসহ চুক্তির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তবে কিছু সমস্যা ইতোমধ্যে সমাধান করা হয়েছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবায় “এক দেশ এক রোট” চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ১৪ টি প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট উৎপাদনের/ সংযোজনের জন্য “Mobile Phone Handset Manufacturer and Vendor Enlistment” সনদ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত প্রতিটি মোবাইল হ্যান্ডসেটের বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অবৈধভাবে মোবাইল হ্যান্ডসেট আমদানি বন্ধ করা, সরকারের রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি, জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়াবলি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতঃ সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে একটি কেন্দ্রীয় NEIR (National Equipment Identity Register) সিস্টেম চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনায় “২০২১-২৩ সালের মধ্যে ফাইভজি চালু করা হবে” মর্মে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আশার কথা হচ্ছে, ২০২১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে দেশে ফাইভজি সেবা চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক ২২টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ অপারেটর ও লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরকারের বকেয়া পাওনা আদায়ে পাবলিক ডিমান্ডস্ রিকভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ অনুসারে মামলাসহ কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রসারের পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি খাতে রাজস্ব আদায় করে জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রেও বিটিআরসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকারি নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কমিশন বর্তমান নিয়ন্ত্রণ কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের পাশাপাশি বিদ্যমান কিছু ব্যবস্থার পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পরিশেষে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ মহোদয়ের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনায় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীর সুযোগ্য ও গতিশীল তত্ত্বাবধানে টেলিযোগাযোগ সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বিটিআরসি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিটিআরসি সর্বোচ্চ ঐকান্তিকতা, দক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে যাবে এবং সর্বোপরি জনস্বার্থ সম্মুন্নত রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে প্রত্যেকে যার যার অবস্থান থেকে স্বীয় দায়িত্ব পালন ও ঐক্যবদ্ধভাবে অবদান রাখবেন বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

(শ্যাম সুন্দর সিকদার)

কমিশনের সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং সুসংহত করার লক্ষ্যে, বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, যুক্তিসংগত ব্যয়নির্ভর ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান এবং এই সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ ও অবসানকল্পে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১-এর অধীনে ২০০২ সালে ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত আইনে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারণ করে দেয়া হয়:

ক

বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং সুসংহত করতে পারে এমন একটি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুশৃঙ্খল উন্নয়ন এবং তাতে উৎসাহ দান;

খ

বাংলাদেশের বিরাজমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা অনুসারে যতদূর সম্ভব বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, যুক্তিসংগত ব্যয়-নির্ভর ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা ও ইন্টারনেট সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা;

গ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রতিযোগিতা করার মত একটি নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা ও ইন্টারনেট সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;

ঘ

টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ ও অবসান, প্রতিযোগিতামূলক এবং বাজারমুখী ব্যবস্থার উপর ক্রমবর্ধমান হারে নির্ভরতা অর্জন এবং সংগতি রেখে যথাযথ ক্ষেত্রে কমিশনের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা এবং

ঙ

নতুন নতুন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রবর্তন এবং দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ করার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

কমিশন গঠন ও বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে একটি স্বাধীন কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন) জারি করা হয়। উক্ত আইনের আওতায় ৩১/০১/২০০২ তারিখে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে যার মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ খাতে সেবা প্রদানে গতি সঞ্চার হয়।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১-এর ১০ (১) উপধারা অনুযায়ী ২০২০-২০২১ সময়ে কমিশনে কর্মরত কমিশনারগণের নামের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১	জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার	চেয়ারম্যান
২	জনাব সুব্রত রায় মৈত্র	ভাইস-চেয়ারম্যান
৩	প্রকৌশলী মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ	কমিশনার
৪	জনাব আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন	কমিশনার
৫	প্রকৌশলী এ.কে.এম শহীদুজ্জামান	কমিশনার

টেলিযোগাযোগ আইনে কমিশনের বিভিন্ন দায়িত্বের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন, পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা প্রদান সম্পর্কিত সমুদয় বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ। এ ছাড়া রয়েছে টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণকারী গ্রাহকের উপর আরোপিত চার্জ নির্ধারণ, সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং মান সংক্রান্ত বিষয়ে জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও তাঁদের প্রয়োজন সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, সেবা প্রদানকারীর পক্ষ থেকে বিদ্যমান অথবা পীড়নমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং গণবিরোধী কার্যকলাপ দূরীকরণে কমিশন দায়বদ্ধ।

কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১-এর ৬ (৯) উপধারায় কমিশনের স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীল মোহরের বিধান রাখা হয়েছে। উক্ত আইনে কমিশন কর্তৃক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জনের ও অধিকারে রাখায়, হস্তান্তরের ক্ষমতা, চুক্তি সম্পাদনের অধিকার এবং টেলিযোগাযোগ আইনের ভিত্তিতে অন্যান্য কার্য সম্পাদন ও উদ্যোগ গ্রহণ করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১০ (সংশোধিত) পাস হয়েছে। সংশোধিত আইনে সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করলে, বৈধপথে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ কল আদান প্রদান না করলে, রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী কোন কাজে টেলিযোগাযোগ যন্ত্রাংশ ব্যবহার করলে বা যন্ত্রপাতির মালিকানা হস্তান্তর করলে সর্বোচ্চ ৩শ' কোটি টাকার জরিমানা অথবা ১০ বছরের কারাদন্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে।

আইন অনুযায়ী কোন টেলিযোগাযোগ অপারেটরের বিরুদ্ধে ৩শ' কোটি টাকার প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করার পরও আইনের লঙ্ঘন অব্যাহত থাকলে প্রতিদিনের জন্য আরও ১ কোটি টাকার প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হবে। আইনে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১শ' কোটি টাকার প্রশাসনিক জরিমানা এবং অনধিক ৫ বছরের কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ সংশোধনের পর টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত যে কোনো নতুন লাইসেন্স দিতে সরকারের অনুমোদন নিতে হয়। একই সঙ্গে লাইসেন্স বাতিল বা কোম্পানির কোন অংশের মালিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও সরকারের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন। উল্লেখ্য পূর্বে অপারেটরদের বিভিন্ন ট্যারিফ, কলচার্জ এবং অন্যান্য চার্জ বিটিআরসি'র মাধ্যমে অনুমোদনের বিধান থাকলেও সংশোধনীর ফলে সরকারের কাছ থেকে এ বিষয়ে অনুমোদন নিতে হয়। এক্ষেত্রে সরকার ৬০ (ষাট) দিন সময় নিয়ে এ বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত জানাতে পারবে।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত কমিশনের অর্জনসমূহ

ন্যাশনাল টেলিকম পলিসি, ১৯৯৮-এর ৪.২ ধারায় সরকার কর্তৃক সংসদীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে একটি স্বাধীন রেগুলেটরি কমিশন গঠনের কথা বলা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আধুনিক প্রযুক্তি ও সেবার সাথে সামঞ্জস্য রেখে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১’ প্রণীত হয়। উক্ত আইন বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ৩১ জানুয়ারি, ২০০২ তারিখে একটি স্বাধীন কমিশন হিসেবে ‘বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন’ প্রতিষ্ঠা করে।

এক নজরে বিটিআরসি’র শুরু ২০০২-২০০৩ এবং ২০২০-২০২১ পর্যন্ত তুলনামূলক কার্যক্রমের চিত্র :

ক্রমিক নং	বিষয়	২০০২-২০০৩	জুন, ২০২১
১	টেলিডেনসিটি	০.৫৪%	১০৩.৬৯%
২	ইন্টারনেট ডেনসিটি	০.১%	৭০.৫৪%
৩	থ্রিজি মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা	--	০৪ কোটি ৮৩ হাজার
৪	ফোরজি মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা	-	৫.৯২ কোটি
৫	ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা	১ লক্ষ	১২.০৯ কোটি
৬	ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ মূল্য (প্রতি এমবিপিএস)	১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা	৩৫০ টাকা
৭	নেটওয়ার্ক কভারেজ	৫০ জেলা	৬৪ জেলা
৮	বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৩৯ টি	৩,৩৯৬ টি
৯	রাজস্ব আদায় (কোটিতে)	১২০.০৭	৬৫,১৭৯.২৪

বিগত দুই অর্থবছরের তুলনামূলক কার্যক্রম

নং	বিষয়	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১
১	টেলিডেনসিটি	৯৬.০৫%	১০৩.৬৯%
২	ইন্টারনেট ডেনসিটি	৬১.০৭%	৭০.৫৪%
৩	ত্রিজি মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা	০৫ কোটি ০৭ লক্ষ	০৪ কোটি ৮৩ হাজার
৪	ফোরজি মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা	০৩ কোটি ৫২ লক্ষ	৫ কোটি ৯২ লক্ষ
৫	ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা	১০ কোটি ৩৪ লক্ষ	১২ কোটি ৯ লক্ষ
৬	ব্যান্ডউইথ ক্যাপাসিটি	১,৭৯২.৮১ জিবিপিএস	২৭১০.৩৬ জিবিপিএস
৭	ব্যান্ডউইথ ব্যবহার	১,৫৫৮.২৩ জিবিপিএস	২৪৬৫.০৩ জিবিপিএস
৮	অপটিক্যাল ফাইবার বিস্তৃতি	১ লক্ষ ৩৪ হাজার কি. মি.	১ লক্ষ ৩৭ হাজার কি. মি.
৯	ভয়েস কল চার্জ (গড়/টাকা)	০.৪৫ টাকা	০.৪৫ টাকা
১০	ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের মূল্য (প্রতি এমবিপিএস)	৬০০ টাকা	৩৫০ টাকা
১১	মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটি সংখ্যা	৪,০০.০০০ টি	১,৪১,৪৩০ টি
১২	ভিওআইপি অভিযানের সংখ্যা	২১ টি	১১ টি
১৩	গ্রাহক অভিযোগ সংখ্যা	৫,৫৫,৬৫৩	১৮,১৯৫
১৪	গ্রাহক অভিযোগ প্রতিকারের হার	৯৮.১৬%	৭৩.৮৯%

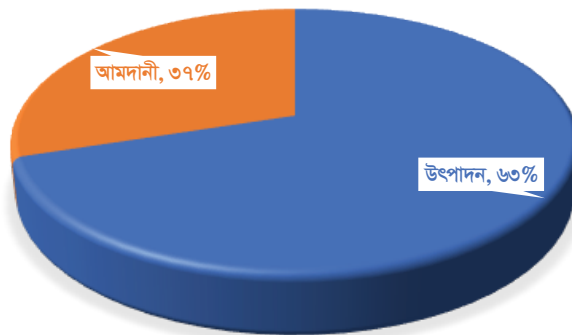
মোবাইল অপারেটর বিটিএস (BTS) সাইট সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	অপারেটর নাম	স্থাপনকৃত সাইটের সংখ্যা	2G নেটওয়ার্কের মোট বিটিএস (BTS)	3G নেটওয়ার্কের মোট বিটিএস (NodeB)	4G নেটওয়ার্কের মোট বিটিএস (eNodeB)
১	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিমিটেড	১০,৪১৮	১০,৪১৮	৯,৫০২	৯,৩৬৫
২	রবি আজিয়াটা লিমিটেড	১৩,৬৭৫	১৩,৬৪৪	১১,৩৭০	১৩,৫৩৩
৩	গ্রামীণফোন লিমিটেড	১৭,৪৪২	১৬,০০৬	১৬,৩৪৭	১৬,১৪৬
৪	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	৫,৪৩৭	৫,৪৩৪	৪,৬৪৭	৩,২৭৪
সর্বমোট =		৪৬,৯৭২	৪৫,৫০২	৪১,৮৬৬	৪২,৩১৮

২০২০-২০২১ অর্থবছরে দেশে উৎপাদনকৃত এবং আমদানিকৃত মোবাইল ফোনের মোট সংখ্যা

ফোন	উৎপাদন	আমদানি
২ জি বার ফোন	১,৫২,৪৫,৩০৩	১,২৭,৩১,৮৭৭
৩ জি স্মার্ট ফোন	৭,৫৫,২২৩	১,১৮,৪২০
৪ জি স্মার্ট ফোন	১,০০,৭৬,৭৫৮	২২,৫৭,৬৫৫
মোট =	২,৬০,৭৭,২৮৪	১,৫১,০৭,৯৫২

২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমদানিকৃত এবং উৎপাদনকৃত মোবাইল হ্যান্ডসেটের তুলনা



ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

৫ম প্রজন্মের ফাইভজি মোবাইল সেবা চালুকরণ

টেলিকম মনিটরিং সিস্টেম চালুকরণ

প্রান্তিক পর্যায়ে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সম্প্রসারণ

সাইবার সিকিউরিটি সেল শক্তিশালীকরণ

ইউনিফাইড লাইসেন্সিং গাইডলাইন প্রণয়ন

বিটিআরসি'র কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ



International Telecommunication Union (ITU)



Asia Pacific Telecommunity



Commonwealth Telecommunication Organisation



Global System for Mobile Communication Association



The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

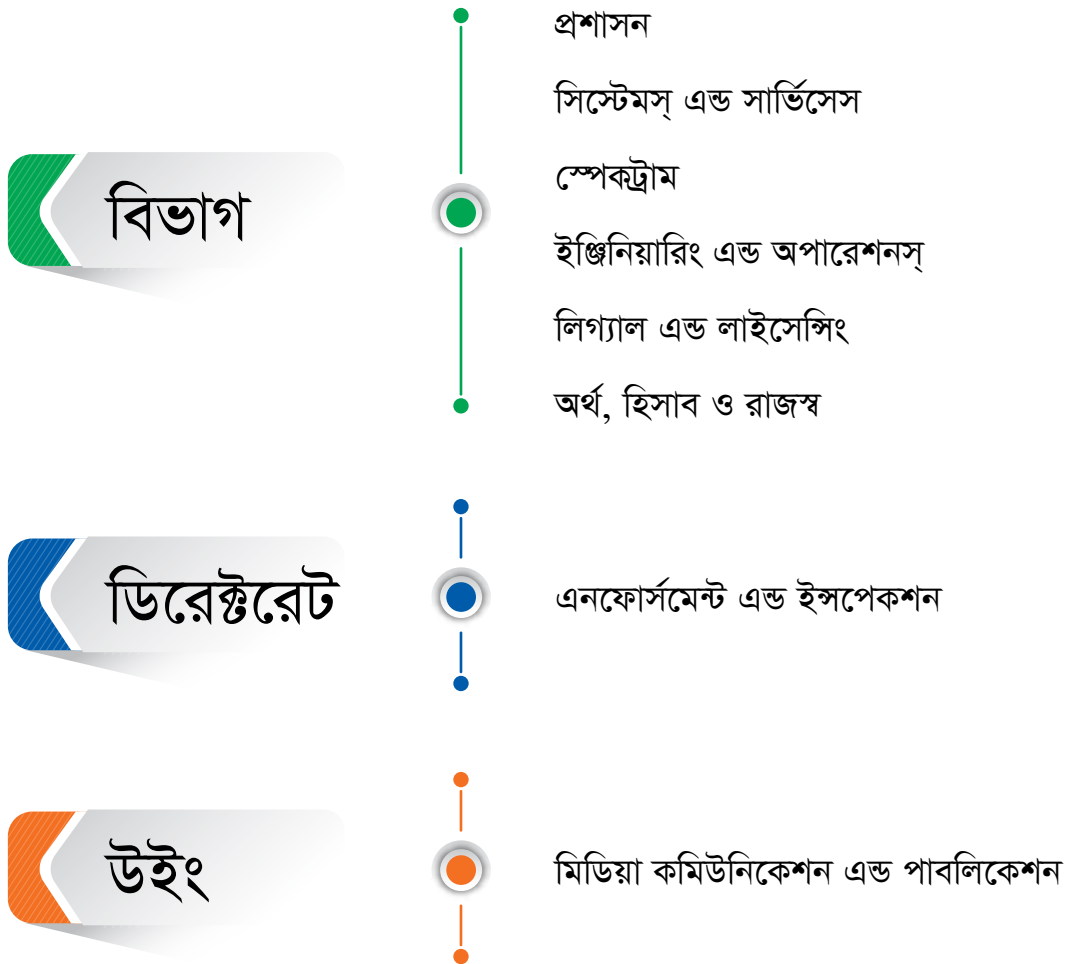


The Asia Pacific Network Information Centre

সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বর্তমানে ৬ (ছয়) টি বিভাগ, ১ (এক) টি ডিরেক্টরেট ও ১ (এক) টি উইং-এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন



বাংলাদেশ

টেলিকমিউনিকেশন
BTRC
কমিশন

যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ



প্রশাসন বিভাগ

কমিশনের জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, প্রশিক্ষণ, সভা-সেমিনার আয়োজন, অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ, যানবাহন ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ, আইটি সংক্রান্ত কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা, ভাণ্ডার ব্যবস্থাপনা, প্রটোকল সেবা, ডেসপাস নিয়ন্ত্রণ এবং কমিশনের অন্য বিভাগসমূহের প্রশাসনিক চাহিদা মিটানোসহ কমিশনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন প্রশাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাবতীয় কল্যাণের বিষয়ে প্রশাসন বিভাগ কাজ করে থাকে।

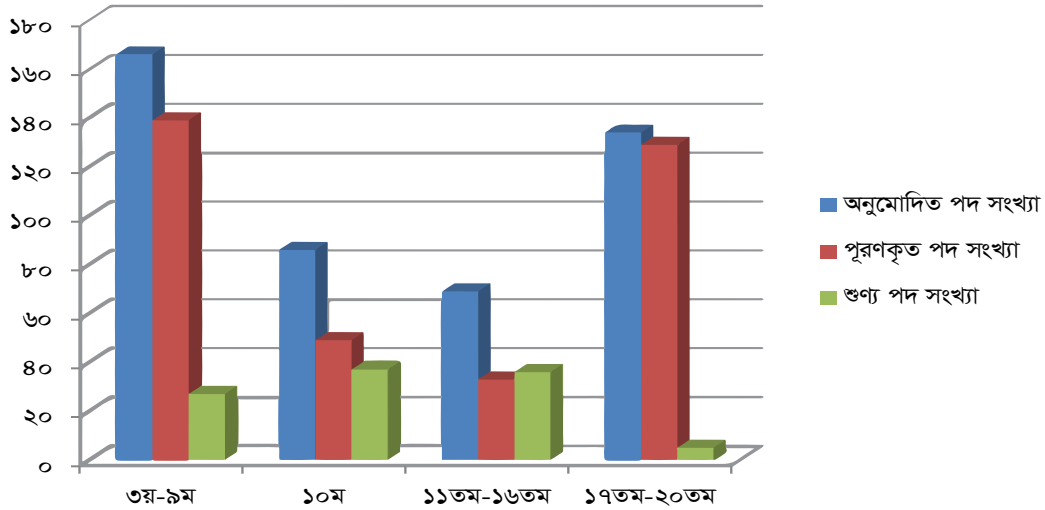
১। জনবল

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) তে ৪৫৫ (চারশত পঞ্চাশ) টি পদ সম্বলিত একটি অর্গানোগ্রাম রয়েছে। নিচে ৩০ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কমিশনের বর্তমান জনবলের বিবরণ উল্লেখ করা হলো :

ছক-১.১ : বিটিআরসি'র অনুমোদিত ৪৫৫ টি পদের বিপরীতে পূরণকৃত ও শূন্য পদের বিবরণ (৩০ জুন/২০২১ খ্রি.)

নং	পদের নাম	গ্রেড	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	পূরণকৃত পদ সংখ্যা	শূন্য পদ সংখ্যা
১	চেয়ারম্যান	-	০১	০১	-
২	ভাইস-চেয়ারম্যান	-	০১	০১	-
৩	কমিশনার	-	০৩	০৩	-
৪	মহা-পরিচালক	৩য়	০৬	০৬	-
৫	কমিশন সচিব	৪র্থ	০১	০১	-
৬	পরিচালক	৪র্থ	১৩	১১	০২
৭	উপ-পরিচালক	৫ম	৩৮	৩২	০৬
৮	সিনিয়র সহকারী পরিচালক/সহকারী পরিচালক	৬ষ্ঠ/৯ম	৯১	৭৮ (৪০/৩৮)	১৩
৯	সহকারী পরিচালক	৯ম	১১	০৫	০৬
১০	একান্ত সচিব	৯ম	০১	০১	-
১১	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০ম	০৪	০৪	-
১২	উপ-সহকারী পরিচালক	১০ম	৭১	৩৭	৩৪
১৩	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১০ম/১১তম	১০	০৭	০৩
১৪	স্টোর অফিসার	১০ম	০১	০১	-
১৫	ব্যক্তিগত সহকারী	১১তম/১২তম	১৫	০৬	০৯
১৬	অডিটর	১১তম	০১	০১	-
১৭	রিপোর্টার	১১তম	০১	০১	-
১৮	ফটোগ্রাফার	১১তম	০৩	০২	০১
১৯	অফিস সহকারী/প্রশাসনিক সহকারী/কম্পিউটার অপারেটর	১১তম/১৩তম	১৮	১৩	০৫
২০	ড্রাফটসম্যান	১১তম	০২	০২	-
২১	প্রটোকল এ্যাসিস্ট্যান্ট	১১তম	০১	০১	-
২২	সহকারী স্টোর কিপার	১১তম	০১	-	০১
২৩	অভ্যর্থনাকারী/পিএবিএক্স অপারেটর	১১তম	০২	-	০২
২৪	আইটি/সিকিউরিটি সহকারী	১১তম	০৬	০৫	০১
২৫	ল্যাব এ্যাসিস্টেন্ট	১১তম	০২	-	০২
২৬	হিসাবরক্ষক	১৩তম	০৩	০১	০২
২৭	ক্যাশিয়ার	১৩তম	০১	০১	-
২৮	ট্রান্সপোর্ট পুল মেকানিক	১৪তম	০১	-	০১
২৯	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৬তম	১১	-	১১
৩০	লাইব্রেরি এ্যাসিস্টেন্ট	১৬তম	০১	-	০১

নং	পদের নাম	গ্রেড	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	পূরণকৃত পদ সংখ্যা	শূণ্য পদ সংখ্যা
৩১	ড্রাইভার	১৬তম/১৫তম	৪২	৪২	-
৩২	ড্রাইভার কমন সার্ভিস	১৬তম/১৫তম	১০	০৮	০২
৩৩	রেকর্ড কিপার	১৮তম	০১	০১	-
৩৪	বার্তা বাহক (ডেসপাস রাইডার)	১৮তম	০৫	০৩	০২
৩৫	ইলেকট্রিশিয়ান/টেকনিশিয়ান	১৮তম	০১	০১	-
৩৬	ফটোকপিয়ার অপারেটর	১৯তম	০১	০১	-
৩৭	পাম্প, লিফট, জেনারেটর অপারেটর	১৯তম	০২	০২	-
৩৮	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২০তম	০৬	০৬	-
৩৯	অফিস সহায়ক (টি বার এ্যাসিঃ)	২০তম	০৬	০৬	-
৪০	অফিস সহায়ক (এমএলএসএস)	২০তম	৪২	৪২	-
আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগ					
৪১	প্লাম্বার	সর্বসাকুল্যে ১৫,৮০০/-	০১	-	০১
৪২	অফিস সহায়ক	সর্বসাকুল্যে ১৫,৫৫০/-	১৫	১৫	-
৪৩	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	সর্বসাকুল্যে ১৫,৫৫০/-	০২	০২	-
সর্বমোট =			৪৫৫	৩৫০	১০৫

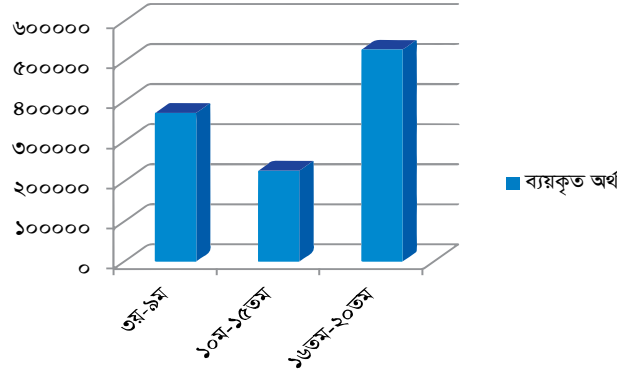


চিত্র-১.১ : গ্রেডভিত্তিক পদ সংখ্যার বর্তমান অবস্থা

২। কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

- কমিশনের কাজের প্রকৃতি/ধরণ অনুযায়ী কমিশনের কর্মকর্তাদের প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানা এবং দ্রুত যোগাযোগ করার প্রয়োজনে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধার্থে কমিশনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা দেয়া হয়েছে এবং অফিসের ভিতরে সার্বক্ষণিক ওয়াইফাই (Wi-Fi) সুবিধাও বিদ্যমান রয়েছে।
- সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে যাতায়াতের জন্য কমিশন হতে যানবাহন সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে।
- সরকারের পরিপত্র অনুযায়ী কমিশনের প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাদের আবাসিক টেলিফোন সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।

- কমিশনের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কল্যাণ তহবিল হতে চিকিৎসা/শিক্ষা/বিবাহ/প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি ব্যয় নির্বাহের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবেদনের ভিত্তিতে সর্বমোট ৭১ (একাত্তর) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ১১,২৭,০০০.০০ (এগার লক্ষ সাতাশ হাজার) টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
- কমিশনের কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিনোদন ও ক্রীড়া সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কমিশন কর্তৃক বার্ষিক বনভোজন এবং আন্তঃ বিভাগীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়ে থাকে।



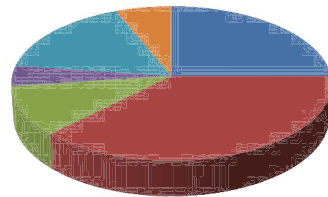
লেখচিত্র-১.২ : কমিশনের কল্যাণে ব্যয়কৃত অর্থ

৩। দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ

- কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কাজের মান উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরপিএটিসি), জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (এনএপিডি), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) ও ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।
- দক্ষতা ও মান উন্নয়নের জন্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কমিশনের ৫ম-২০তম গ্রেডের সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) জন কর্মচারীকে দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৫ (পনেরো) টি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা ও মান উন্নয়নের জন্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৩ (তেরো) টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে কমিশনের ৩য়-২০তম গ্রেডের সর্বমোট ৩৬২ (তিনশত বাষট্টি) জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর প্রাদুর্ভাবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কমিশনের কোন প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে পাঠানো সম্ভব হয়নি। তবে বিশ্বের বিভিন্ন টেলিকম সংগঠন/সংস্থাসমূহ ITU, APT, CTO ও SATRC-এর বিভিন্ন অনলাইন সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণে কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের সর্বমোট ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৪। যানবাহন ব্যবস্থাপনা

কমিশনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর অফিস যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রশাসন বিভাগ সদা সচেষ্ট। কমিশনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক যানবাহন ক্রয়, বরাদ্দ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম প্রশাসন বিভাগ করে থাকে। এছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে তরঙ্গ পরিবীক্ষণ এবং কোয়ালিটি অব সার্ভিস কার্যক্রমে ব্যবহৃত যানবাহন গুলোও প্রশাসন বিভাগ হতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। কমিশনের যানবাহন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য একজন পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ০১ (এক) জন উপ-পরিচালক, ০১ (এক) জন সিনিয়র সহকারী পরিচালকসহ মোট ০৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন।



লেখচিত্র-১.৩ : কমিশনের যানবাহনের সংখ্যা

৫। আগারগাঁওস্থ প্রশাসনিক এলাকায় কমিশনের নিজস্ব জমিতে অফিস ভবন নির্মাণ

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের অফিস ভবন নির্মাণের জন্য গত ১৫/০৭/২০০৮ তারিখে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় প্লট নং-“ই-৫/এ”-এর ১ একর জায়গা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত উক্ত জায়গায় কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য ‘বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ প্রকল্প’ শিরোনামে একটি প্রকল্প প্রস্তাব করা হলে প্রকল্পটি গত ১০/০৪/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২০২৬৫.২৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১ এপ্রিল’ ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর’ ২০২১ পর্যন্ত। বাস্তবায়নাধীন কমিশনের নিজস্ব ভবনটি ২টি পূর্ণ ও ১টি সেমি বেইজমেন্টসহ ১২ তলা ভবন হবে যার মোট ফ্লোর স্পেস ৩৯৫২০.৬২ বর্গমিটার (৪,৬৬,২৬০ বর্গফুট)। এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রশাসনিক আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিটিআরসি ও গণপূর্ত অধিদপ্তর সমন্বিতভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করছে। “TCEL-NDE Joint Venture” নামক প্রতিষ্ঠানটি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান।
- “TCEL-NDE Joint Venture” প্রতিষ্ঠানটি কার্যাদেশ পাওয়ার পর সাইট পরিষ্কার করে প্রকল্পের মূলধারা কাজের ৪১৬ টি Shore Pile-এর কাজ এবং মাটি কাটার কাজ সম্পাদন করেছে। পরবর্তীতে পুরো প্রকল্প জায়গার raft foundation-এর কাজ সম্পাদন করেছে। প্রকল্পের জায়গার raft foundation-এর ঢালাইয়ের পরে Basement-1 roof, Basement-2 roof এবং Semi Basement roof ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের জায়গার Semi Basement roof ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরে Ground Floor roof ঢালাইয়ের কার্যক্রম গত ০৭/০১/২০২০ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৫/০৬/২০২০ তারিখে Fourth Floor roof ঢালাইয়ের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করে নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ১২/০৭/২০২০ তারিখে Fifth Floor roof ঢালাইয়ের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে গত ২৭/০৭/২০২০ তারিখে Sixth Floor roof ঢালাই, গত ২৯/০৮/২০২০ তারিখে Seventh Floor roof ঢালাই, গত ১৩/০৯/২০২০ তারিখে Eighth Floor roof ঢালাই, গত ২৮/০৯/২০২০ তারিখে Ninth Floor roof ঢালাই, গত ১৩/১০/২০২০ তারিখে Tenth Floor roof ঢালাই এবং সর্বশেষ গত ১৪/১২/২০২০ তারিখে Eleventh Floor roof ঢালাইয়ের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও সর্বশেষ ১১/০১/২০২১ তারিখে ওভারহেড পানির ট্যাংক এবং রুফ টপ ঢালাইয়ের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আরএডিপি’তে বরাদ্দকৃত ৪০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্পের কাজের জন্য ছাড়করণ হয় এবং আরএডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে ২৯৬৮.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা ২০২০-২০২১ অর্থবছরের মোট ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে খরচের শতকরা ৯৮.৯৩%। প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দ কাজের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত সকল কার্যসমূহ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি শতকরা ৭২.৪৬ ভাগ (৭২.৪৬%)।



চিত্র-১.১ : কমিশনের নিজস্ব ভবনের আর্কিটেকচারাল ভিউ

৬। তথ্য প্রদানকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯-এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পক্ষে তথ্য প্রদানের জন্য একজন কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ আইন অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে চাহিত তথ্য প্রদান করে থাকেন। এছাড়া উক্ত কার্যক্রমের সাথে জড়িত কমিশনের পক্ষে একজন তথ্য প্রদানকারী বিকল্প কর্মকর্তা রয়েছেন। কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী এবং তথ্য প্রদানকারী বিকল্প কর্মকর্তাগণ হলেন :

তথ্য প্রদানকারী /দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

কর্মকর্তার নাম	ঠিকানা	
	অফিস	বাসা
জিয়ান শাহ কবির উপ-পরিচালক সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০। ফোনঃ +৮৮০২-৯৬১১১১১, এক্স-৪২১ ফ্যাক্সঃ +৮৮০২-২২৩৩৮৬৬৭৭ মোবাইলঃ +৮৮০১৫৫২২০২৭১৯ ই-মেইলঃ zianshah@btrc.gov.bd	ফ্ল্যাট # এ-৯, বাসা # ৫৯, রোড # ১৫/এ (নতুন) ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

তথ্য প্রদানকারী বিকল্প কর্মকর্তা

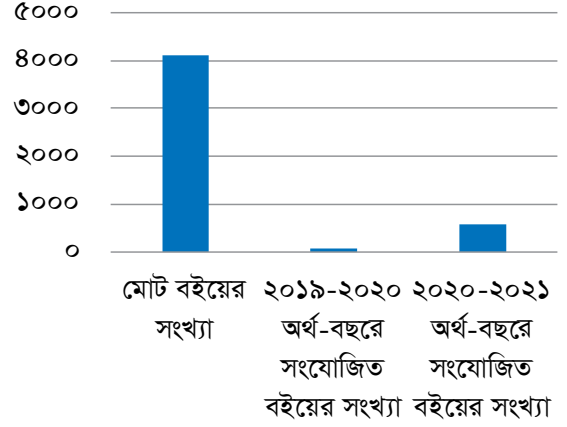
কর্মকর্তার নাম	ঠিকানা	
	অফিস	বাসা
মোঃ জাকির হোসেন খাঁন উপ-পরিচালক মিডিয়া কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিকেশন উইং	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০। ফোনঃ +৮৮০২৯৬১১১১১, এক্স-২৪২ ফ্যাক্সঃ +৮৮০২-২২৩৩৮৬৬৭৭ মোবাইলঃ +৮৮০১৫৫২২০২৮৪০ ই-মেইলঃ zakirkhan@btrc.gov.bd	হাজী মঞ্জিল ৩৩০, দক্ষিণ বাসাবো ঢাকা-১২১৯

৭। গ্রন্থাগার

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ৬ষ্ঠ তলায় একটি আধুনিক সজ্জিত গ্রন্থাগার/পাঠাগার রয়েছে। গ্রন্থাগারটি প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। বিটিআরসি'র সুসজ্জিত পাঠাগারটি “ডিজিটাল লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন রিসোর্স সেন্টার” হিসেবে অধিক পরিচিত।
- বিটিআরসি ডিজিটাল লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন রিসোর্স সেন্টারে কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের চাহিদার বিপরীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই/ম্যাগাজিন রয়েছে। এছাড়াও দেশি-বিদেশি সাম্প্রতিক প্রকাশিত সাময়িকীসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় সকল দৈনিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারে রাখা হয়। কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারে পড়াশুনা ও তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বই সংযোজনের মাধ্যমে বিটিআরসি'র ডিজিটাল লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন রিসোর্স সেন্টারকে সমৃদ্ধ করা হয়ে থাকে। কমিশনের কর্মকর্তাদের দেশি-বিদেশি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকালে প্রাপ্ত বই/রিসার্চ পেপার এবং উক্ত বই/রিসার্চ পেপার পরবর্তীতে কমিশনের লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন রিসোর্স সেন্টারে জমা দেয়ার মাধ্যমে গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধ হয়েছে।

□ বর্তমানে টেকনিক্যাল/সাধারণ শ্রেণির দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ৪,১০৯ টি বই ও ম্যাগাজিন লাইব্রেরির রেজিস্টারে ও ই-লাইব্রেরিতে তালিকাভুক্ত রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক ক্রয়কৃত মোট ৫৬৯ টি বই লাইব্রেরির রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত হয়েছে। কমিশনের প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রমের সাথে সংগতি রেখে গ্রন্থাগারে পুস্তকসমূহ সু-সজ্জিতভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

□ কমিশনের লাইব্রেরিতে নতুন নতুন প্রযুক্তি সংক্রান্ত এবং পুরানো সংকলনসমূহের নতুন প্রকাশিত পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য প্রশাসন বিভাগ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।



লেখচিত্র-১.৪ : কমিশনের গ্রন্থাগারে বইয়ের বর্তমান চিত্র

৮। বঙ্গবন্ধু কর্ণার

কমিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং আগত দর্শনার্থীদের নিকট স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আত্মজীবনী, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান চর্চার জন্য ৬ষ্ঠ তলায় অবস্থিত লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। গত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। কমিশনে নতুন স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্ণারে কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং আগত অতিথিদের মাঝে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আত্মজীবনী, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞান চর্চার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আত্মজীবনী, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কিত সর্বমোট ১২৬ (একশত ছাব্বিশ) টি বই ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া ভবিষ্যত এর পরিধি আরও বৃদ্ধি করার বিষয়ে প্রশাসন বিভাগের পরিকল্পনা রয়েছে।



চিত্র-১.২ : কমিশনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্ণার

৯। কমিশনের তথ্য প্রযুক্তি (IT) শাখা

কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা হল তথ্য প্রযুক্তি (IT) শাখা। কমিশনের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন কার্যক্রম নিরাপদ, নিরবচ্ছিন্ন ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য আইটি শাখা সর্বদা একনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। আইটি শাখায় আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তির সংযোজনের পাশাপাশি তথ্যসমূহকে অধিক নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে কমিশন নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই শাখা হতে দৈনন্দিন আইটি সেবা প্রদানের পাশাপাশি কমিশনে কর্মরত সকল গ্রেডভুক্ত কর্মচারীগণের সার্বক্ষণিক আইটি সংশ্লিষ্ট পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ই-সেবাসমূহ কমিশনে বাস্তবায়নে লক্ষ্যে আইটি শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে আইটি শাখায় ০১ (এক) জন সিনিয়র সহকারী পরিচালক, ০১ (এক) জন সহকারী পরিচালক, ০২ (দুই) জন উপ-সহকারী পরিচালক, ০১ (এক) জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ০৫ (পাঁচ) জন আইটি/সিকিউরিটি সহকারী কর্মরত আছেন।



চিত্র-১.৩ : কমিশনের তথ্য প্রযুক্তি (IT) শাখার কর্মযজ্ঞের সংক্ষিপ্ত রূপ

কমিশনের সেবাসমূহ অধিকতর জনবান্ধব, সহজ ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে আইটি শাখা হতে ই-নথি সিস্টেমের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ নিয়মিত সম্পাদন করা হয় :

- কমিশনের ই-নথি সিস্টেমের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Aspire to Innovate (a2i) এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা।
- ই-নথি ব্যবহারকারীদের নথি সিস্টেম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা।
- কমিশনের বিভিন্ন গ্রেডভুক্ত কর্মচারীগণের ই-নথি ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- কমিশনের যোগদান/বদলি জনিত কারণে বিভিন্ন গ্রেডভুক্ত কর্মচারীগণের নথি সিস্টেম হতে অন্তর্ভুক্ত/ অব্যাহতি করণ।

- (ঙ) ই-নথি সিস্টেমের আপডেটসমূহ বিভিন্ন বিভাগ/শাখার ফোকাল পয়েন্টগণের মাধ্যমে সকলকে অবহিত করণ।
- (চ) কমিশনের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার চাহিদা অনুযায়ী ই-নথি সিস্টেমে ব্যবহারকারীগণের কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি ও প্রেরণ করা।

আইটি শাখা হতে কমিশনের বিভিন্ন খেডের কর্মচারীগণের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক ও যুগোপযোগী আইসিটি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়মিত বিভিন্ন সিস্টেম সংযোজন, হালনাগাদ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মনিটরিং করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে :

- কমিশনের সকল বিভাগ/শাখাকে আইটি বিষয়ক পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান।
- ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানারসহ নানাবিধ হার্ডওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ।
- কমিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.btrc.gov.bd) এর রক্ষণাবেক্ষণ।
- কমিশনের নিজস্ব Mail Server এবং Email Security Gateway সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- কমিশনের প্রতিটি তলায় সার্বক্ষণিক LAN ও Wi-Fi Network তত্ত্বাবধান।
- কমিশনের Web Server, SIP Server, Antivirus Server পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- বিভিন্ন বিভাগের ব্যবহৃত সার্ভারসমূহ পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- কমিশনের Voice E1 & Internet Fiber Connectivity-এর পর্যবেক্ষণ করা।
- সার্ভার রুমসমূহের পাওয়ার সিস্টেম পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- দাপ্তরিক কাজে কথোপকথনের জন্য ব্যবহৃত IP PABX System রক্ষণাবেক্ষণ।
- Security Surveillance System পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- কমিশনের প্রয়োজন অনুযায়ী আইটি যন্ত্রাংশসমূহ ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সরকারের গৃহীত বিভিন্ন ই-সার্ভিসসমূহ কমিশনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ ও সার্বিক সহায়তা প্রদান।
- কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ-এ আইটি সহায়তা প্রদান।
- সরকারের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার মনোনীত সভায় উপস্থিত হয়ে আইটি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান।
- সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্য হয়ে সহায়তা প্রদান।

এছাড়াও কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যমান ইন্টারনেটভিত্তিক সেবাসমূহ আরও যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে আইটি শাখা হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

১০। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আইটি শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- (ক) কমিশনের দাপ্তরিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ সভা এবং সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জরুরী সভা পরিচালনার জন্য কমিশনের প্রধান সভাকক্ষে (কক্ষ নং- ৭১১) ব্যবহারের জন্য ১৩ (তেরো) টি Delegate Unit, ০১ (এক) টি Controller সহ ০১ (এক) টি Conference System ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়াও Video Conference পরিচালনার জন্য ০১ (এক) টি Conference Camera ক্রয় করা হয়েছে, যা Delegate Unit ও Controller-এর সাথে সমন্বিত ভাবে কাজ করে।
- (খ) কমিশনার মহোদয়গণের দাপ্তরিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ সভা পরিচালনার নিমিত্তে কমিশন সভাকক্ষের (কক্ষ নং-৭০৬) জন্য একটি Video Conference System ক্রয় করা হয়েছে।
- (গ) কমিশনের অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ককে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে ০১ (এক) টি Firewall ও ০১ (এক) টি ব্যাকআপ DNS Server ক্রয় করা হয়েছে।
- (ঘ) কমিশনের স্পেকট্রাম বিভাগের মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ০৩ (তিন) টি ল্যাপটপ ক্রয় করা হয়েছে।

কমিশনের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কার্যক্রম মূল্যায়ন

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁদের সম্পাদিত কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রশংসনীয় কাজের জন্য প্রতি অর্থবছরের ন্যায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরেও গ্রেড ০১ - গ্রেড ১০ পর্যন্ত কর্মচারীদের মধ্যে হতে ০১ (এক) জন এবং গ্রেড ১১ - গ্রেড ২০ পর্যন্ত কর্মচারীদের মধ্যে হতে ০১ (এক) জন কর্মচারীকে মনোনয়নপূর্বক পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সেরা কর্মচারী (২০২০-২০২১) (গ্রেড-১ হতে গ্রেড-১০)



ড. শামসুজ্জোহা
উপ-পরিচালক

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস্ বিভাগ, বিটিআরসি।

সেরা কর্মচারী (২০২০-২০২১) (গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-২০)



তানভীর আহমেদ
আইটি/সিকিউরিটি সহকারী
প্রশাসন বিভাগ, বিটিআরসি।



সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ

দেশের ক্রমবর্ধমান টেলিযোগাযোগ খাতকে সঠিক পথে পরিচালনার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা এবং এই খাতে গ্রাহকদের অধিকার সমুল্লত রাখতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং এর সফল বাস্তবায়নে বিটিআরসি ইতোমধ্যে একটি জনবান্ধব সংস্থা হিসেবে দেশে এবং বিদেশে পরিচিতি লাভ করেছে। কমিশনের সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ সার্বক্ষণিক টেলিযোগাযোগ ও মূল্য সংযোজিত সেবা (Value Added Services) এবং যুগোপযোগী ট্যারিফ অনুমোদনের মাধ্যমে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এ খাতকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও এ বিভাগ টেলিকম অপারেটরদের সার্ভিস মনিটরিং, মার্কেট কমিউনিকেশন পর্যালোচনা, প্রমোশনাল কার্যক্রম মনিটর, বিভিন্ন সরকারি সংস্থা/দপ্তরের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রক্ষা করাসহ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে দেশব্যাপী এসএমএস প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকে। টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দেশাবলী ও নিয়মাবলী প্রণয়নের মাধ্যমে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক বাজার গড়ে তোলা, নতুন নতুন সেবার প্রবর্তন এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক ক্ষেত্র তৈরি করা সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। টেলিযোগাযোগ খাতের লাইসেন্সধারী, ভেন্ডর এবং তৃতীয় পক্ষীয় সেবাদাতা ও গ্রাহক তথা টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ গ্রহণের মাধ্যমে উদ্ভূত বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তি এই বিভাগ হতে করা হয়। টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ তথা ITU, APT, CTO, ICANN, IGF, GSMA ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করাসহ সভা, সমাবেশ, কর্মশালা, সেমিনার, ফোরাম ইত্যাদি পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১। সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিসের যৌক্তিক সার্ভিস ও ট্যারিফ নির্ধারণ

টেলিযোগাযোগ গ্রাহকদের ভোক্তা স্বার্থ, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক বাজার গড়ে তোলা এবং প্রান্তিক পর্যায়ের গ্রাহকদের জন্য যৌক্তিক ও সশ্রয়ী মূল্যে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কমিশনের তত্ত্বাবধানে Cost Model-এর মাধ্যমে মোবাইল ফোন অপারেটরসমূহের বিভিন্ন সার্ভিসের ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত এই ট্যারিফের মধ্যেই তাদের সেবা প্রদান করে থাকে। কমিশন থেকে মোবাইল অপারেটরদের জন্য ভয়েস এবং এসএমএসের মূল্য নির্ধারণ করে দিলেও ডাটার ক্ষেত্রে কমিশন Cost Modelling সম্পন্ন করে নতুন ট্যারিফ দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। নিম্নে মোবাইল ফোন অপারেটরসমূহের ভয়েস এবং এসএমএস সার্ভিসের ট্যারিফ চার্ট প্রদান করা হলো :

SL	Description		Existing Tariff (Excluding VAT & all other charges)	Previous Tariff (Excluding VAT & all other charges)
1	Voice	Maximum Tariff	BDT 2.00/min (Any-net)	BDT 2.00/min (Any-net)
		Minimum Tariff	BDT 0.45/min (Any-net)	BDT 0.25/min (On-net) BDT 0.60/min (Off-net)
2	SMS	Maximum Tariff	BDT 0.50/SMS	BDT 0.50/SMS

ছক ২.১ : ভয়েস এবং এসএমএস সার্ভিসের ট্যারিফ চার্ট

২। মূল্য সংযোজিত সেবা (VAS)

টেলিযোগাযোগ সেবা খাতে উৎকর্ষ সাধন, নতুন প্রযুক্তিকে স্থান করে দেয়া, জীবন যাত্রাকে প্রযুক্তির সহায়তায় সহজ করে তোলা ও গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করতে নতুন নতুন মূল্য সংযোজিত সেবা প্রবর্তনের জন্য এ বিভাগ কাজ করে থাকে। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে টেলিযোগাযোগ অপারেটররা তাদের মূল সেবার গন্ডি ছাড়িয়ে মূল্য সংযোজিত সেবা প্রদানের মাধ্যমে সেবা ও

ব্যবসাকে আর্ন্তজাতিক মানে নিয়ে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে পুরানো ও প্রথাগত মূল্য সংযোজিত সেবাসমূহ প্রদান করার জন্য অনেক তৃতীয় পক্ষীয় সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেখানে মেধার উৎকর্ষতা যেমন নিশ্চিত করা যাচ্ছে তেমনি গড়ে উঠেছে দেশীয় উদ্যোক্তা। অন্যদিকে লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে সর্বোপরি গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে বাজারে নিয়ে আসছে নতুন নতুন গবেষণালব্ধ সেবা। মূল্য সংযোজিত সেবা প্রদানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে TVAS Registration Certificate গ্রহণ করতে হয়। কমিশনের লিগ্যাল ও লাইসেন্সিং বিভাগ হতে এটি প্রদান করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের পত্রে উল্লেখিত মোবাইল অপারেটর মূল্য সংযোজন সেবার ট্যারিফ চার্ট অনুযায়ী সকল আবেদনের ট্যারিফের সামঞ্জস্যতা পর্যালোচনা করে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে ট্যারিফের অনুমোদন দেয়া হয়। ইতোপূর্বে এসএমএসভিত্তিক মূল্য সংযোজিত সেবার প্রচলন থাকলেও ইদানিং এসএমএস-এর পাশাপাশি আইভিআর, ইউএসএসডি, এপিআই, অ্যাপ্লিকেশন, ওয়াপ, অডিও-ভিডিও স্ট্রিমিং, ভিডিও অন ডিমান্ড, গেমিং ইত্যাদিভিত্তিক সেবা দেশে বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ যাবত সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ হতে ১১৫টি এসএমএস সার্ভিস, ৬০টি আইভিআর সার্ভিস, ১৬১টি ওয়াপ/অ্যাপ সার্ভিস ও ৩১টি অন্যান্য (গেমিং, স্ট্রিমিং ইত্যাদি) সার্ভিসের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বিটিআরসি'র অনুমোদিত মূল্য সংযোজিত সেবা সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(ক) মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS)



মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এই সেবার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক নাগরিককে মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। ভয়েস এবং এসএমএস সার্ভিসের মত USSD(Unstructured Supplementary Service Data) সার্ভিসের জন্য নেটওয়ার্ক কম্পোনেন্ট (Core network equipment, Access network equipment), বার্ষিক স্পেকট্রাম ফি, লাইসেন্স ফি, রেভিনিউ শেয়ারিংসহ অন্যান্য Cost Component জড়িত। মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ MFS প্রোভাইডারগণের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সেবা প্রদান করতে পারে। সে লক্ষ্যে সম্প্রতি বিটিআরসি হতে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশনায় ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের জন্য Session Based USSD-এর চার্জ ধার্য করা হয়েছে। এ ধরনের সকল চার্জ বাজার ও পরিস্থিতি বিবেচনায় সময় সময় পরিবর্তনের দরকার হলে সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস ডিভিশন সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তা সম্পন্ন করে থাকে।

নিম্নলিখিত ছকে Successful Revenue Generating এবং Successful Non-Revenue Generating Transaction-এর চার্জ উল্লেখ করা হলো :

SL	Description	Charge in BDT (per session excluding VAT, SD, Tax)
1	Successful Revenue Generating Transaction	BDT 0.85
2	Successful Non-Revenue Generating Transaction	BDT 0.40

উল্লেখ্য যে, নির্ধারিত চার্জ সঠিকভাবে আরোপ করা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিতভাবে কমিশন হতে নিরীক্ষণ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সময় সভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের কর্মকর্তা/প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে থাকেন। এর ফলে বিটিআরসি'র সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার সুসম্পর্ক তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

(খ) কল-সেন্টারভিত্তিক ইনফরমেশন/হেল্প লাইন

এ সার্ভিসের মাধ্যমে মোবাইল অপারেটরসমূহ গ্রাহকদেরকে স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, আইন ইত্যাদি সংক্রান্ত সেবা প্রদান করে থাকে। এই ধরনের সেবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা কল সেন্টারের মাধ্যমে সেবা প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। গ্রাহক স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত মোবাইল অপারেটরগণ সংশ্লিষ্ট হেল্পলাইনসমূহ সঠিকভাবে পরিচালনা করছে কিনা তা সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ সার্বক্ষণিকভাবে তদারকি করে থাকে।

(গ) ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেম (VTS)

ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেম (ভিটিএস) এর মাধ্যমে গাড়িতে জিপিএস ট্র্যাকিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে গাড়ির অবস্থান সনাক্ত করাসহ গাড়ির লাইভ ট্র্যাকিং, ইঞ্জিন কন্ট্রোল, এলার্ট (স্পিড ভায়োলেশন এলার্ট, ডোর ওপেন এলার্ট, ডিভাইস রিমুভাল এলার্ট, ডেসটিনেশন এলার্ট, ইঞ্জিন অন/অফ এলার্ট ইত্যাদি), নোটিফিকেশন (ডোর লক, এসি অন/অফ ইত্যাদি), ফ্যুয়েল মনিটরিং, ট্রাভেল হিস্টরি মনিটরিং, জিও ফেন্স, ডেইলি সামারি এসএমএস ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং ভেহিক্যাল/যানবাহন সম্পর্কিত তথ্য ইন্টারনেট বা বিশেষায়িত সফটওয়্যারের মাধ্যমে গুগল ম্যাপ এ পর্যবেক্ষণ করা যায়। গ্রাহক মোবাইল সিমভিত্তিক জিপিআরএস প্রযুক্তির মাধ্যমে এই তথ্য গ্রাহকের ব্যক্তিগত কম্পিউটার ও মুঠোফোনের মাধ্যমে জানতে পারে। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস)ভিত্তিক ট্র্যাকিং সার্ভিস প্রদানের পূর্বে কমিশন হতে ট্যারিফের অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ জিপিএস ছাড়াও লোকেশন বেইজড সার্ভিস (এলবিএস) টেকনোলজি ব্যবহার করে একরূপ ট্র্যাকিং সার্ভিস দিয়ে থাকে। গত ২৬/১১/২০২০ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ হতে ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সার্ভিসের ট্যারিফ অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সার্ভিস প্রোভাইডারদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত ট্যারিফ অনুমোদন প্রদান করা হচ্ছে।

(ঘ) আইপিটিভি ও ভিডিও অন ডিমান্ড সার্ভিস (IPTV and Video-on-Demand Service)

ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিভিশন সার্ভিস (IPTV) এর মাধ্যমে টেলিভিশন সম্প্রচারসমূহ ও অন্যান্য ভিডিও কন্টেন্টসমূহ TCP/IP প্রটোকল ব্যবহার করে Browser বা Application-এর মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে সকল ধরনের IPভিত্তিক ডাটা সার্ভিস (Streaming Service, IPTV, Video-on-Demand ইত্যাদি) ইন্টারনেট এবং টেলিযোগাযোগ ডাটা সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণ্য হবে এবং আইএসপি (ISP) অপারেটররা এ ধরনের সকল সেবা প্রদান করতে পারবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, কমিশন সকল Internet Service Provider (ISP) লাইসেন্সধারী অপারেটররা কেবলমাত্র কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে Streaming Service, IPTV, Video-on-Demand ইত্যাদি সেবা প্রদান করতে পারবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। IPTV এবং Video-on-Demand সার্ভিসের জন্য প্রয়োজনীয় ট্যারিফ নির্ধারণের বিষয়টি ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে বিধায় অদ্যাবধি IPTV এবং Video-on-Demand সার্ভিসের বাণিজ্যিকভাবে অনুমোদন প্রদান করা হয় নি। তবে আইএসপিসমূহের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ থেকে শর্তসাপেক্ষে পরীক্ষামূলকভাবে IPTV-এর সার্ভিস প্রদানের অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে মোট ৫৭টি আইএসপি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরীক্ষামূলকভাবে IPTV ও তন্মধ্যে ২৬টি আইএসপি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শর্তসাপেক্ষে পরীক্ষামূলকভাবে Video-on-Demand সার্ভিস প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

(ঙ) অ্যাপসভিত্তিক কলিং সার্ভিস (App Based Calling Service)

IPTSP গাইডলাইন অনুযায়ী IPTSP লাইসেন্সধারীগণ IP based Internet and/or managed IP based network(s) এর মাধ্যমে পিসি হতে ফোন, ফোন হতে পিসি, ফোন হতে ফোন অথবা অন্যান্য আইপি টেলিফোনি নির্ভর ভয়েস সার্ভিস সংশ্লিষ্ট ডিভাইস এ আইপি বেইজড টেলিফোনি সেবা প্রদান করতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শর্ত সাপেক্ষে ১২টি Nationwide IPTSP কে অ্যাপ বেইজড কলিং সার্ভিস প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

SI	Name of IPTSP
1	Amber IT Limited
2	Metro Net Bangladesh Limited
3	Link 3 Technologies Limited
4	BDCOM Online Limited
5	Inter Cloud (Brilliant Connect)
6	BTS Communications (BD) Limited
7	Race Online Limited
8	Systems Solutions and Development Technologies Limited (SSD-TECH)
9	ADN Telecom Limited
10	Agni Systems Limited
11	BTCL
12	ICC Communications Limited

ছক ২.২ : অ্যাপসভিত্তিক কলিং সার্ভিস প্রদানের অনুমোদনপ্রাপ্ত আইপিটিএসপি অপারেটরের তালিকা

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ইন্টারক্লাউড নামক IPTSP অপারেটর ব্রিলিয়ান্ট কানেক্ট নামক Apps-এর মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে Calling Service প্রদান করছে।

৩। টেলিযোগাযোগ খাতের পরিচালন-পদ্ধতি (ডিরেক্টিভস্, গাইডলাইনস্ ইত্যাদি) প্রণয়ন

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১-এর ৩১ (২) (ত)-ধারা অনুযায়ী টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রেখে গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধির জন্য লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিশন হতে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে। বিটিআরসি'র পক্ষে বিভিন্ন ধরনের ডিরেক্টিভস্, গাইডলাইনস্ এবং অন্যান্য নীতি-নির্ধারণী দলিলাদি তৈরি করে থাকে সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ। সাম্প্রতিক সময়ে বিটিআরসি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত গাইডলাইন, ডিরেক্টিভ ইত্যাদির প্রয়োগসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(ক) গ্রাহক নিবন্ধন প্রক্রিয়া

সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গত ১৬ই ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ হতে দেশব্যাপী পরিচালিত বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে মোবাইল ফোনের গ্রাহক পুনঃনিবন্ধন কার্যক্রম গত ৩১ মে, ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত ভেরিফিকেশন কার্যক্রম মনিটরিং এবং প্রয়োজন মোতাবেক উক্ত সিস্টেমে রেগুলেটরি বিভিন্ন টুলস প্রয়োগ করার জন্য কমিশনে একটি সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়। বিটিআরসি কার্যালয়ে অবস্থিত একটি নির্ধারিত কক্ষে উক্ত সেন্ট্রাল সিস্টেমের ডাটা সেন্টার (ডিসি) এবং তেজগাঁও এ অবস্থিত বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেডের ডাটা সেন্টারে ডিজাস্টার রিকভারি (ডিআর) সার্ভার স্থাপন করা হয়। গত ১৬ জুন, ২০১৭ তারিখে উক্ত সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম সম্পূর্ণরূপে চালু করা হয়েছে। এর ফলে সকল মোবাইল অপারেটরের সিম/রিম রেজিস্ট্রেশন, রি-রেজিস্ট্রেশন, ডি-এক্টিভেশন, রিপ্লেসমেন্ট, মালিকানা পরিবর্তনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে এবং কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে সিম/রিম সংক্রান্ত নির্ধারিত বিধি বিধান আরোপ করার ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গত ৩০-০৬-২০২১ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ৩০ কোটি ১৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ৮৫৪ টি সিম বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

(খ) মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি (MNP)

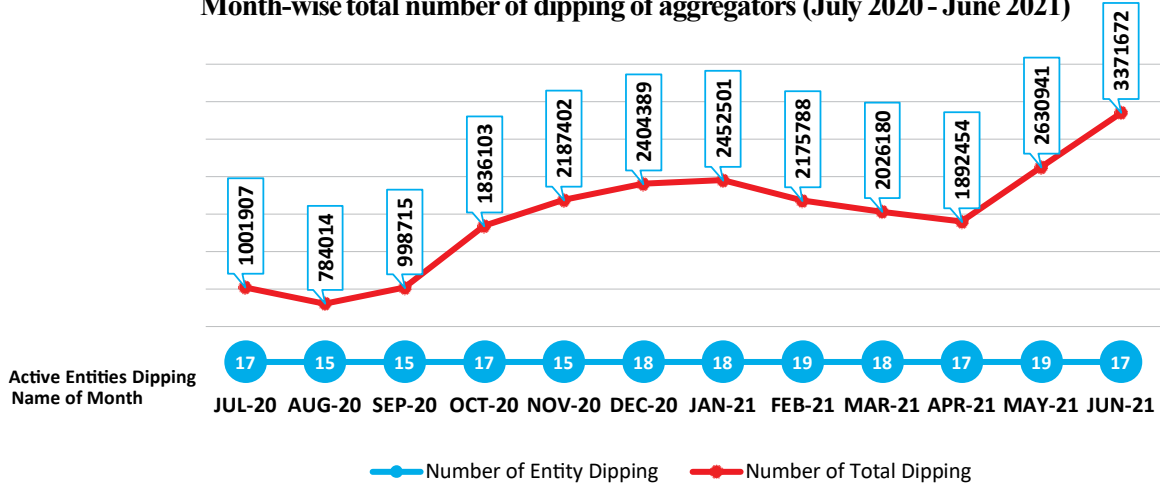
গ্রাহকের ব্যবহৃত যে কোনো অপারেটরের মোবাইল নাম্বার অপরিবর্তিত রেখে অন্য কোন অপারেটরে সংযোগটি স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াকে মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি (এমএনপি) বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সরকার টেলিযোগাযোগ সেবার অবকাঠামো উন্নয়ন, মোবাইল ফোন গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান এবং মোবাইল ফোন অপারেটরদের মধ্যে স্বচ্ছ প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন গত ২০১৭ সালে মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই ফলশ্রুতিতে গত ৩০ নভেম্বর ২০১৭ সালে বিটিআরসি কর্তৃক ইনফোজিলিয়ন টেলিটেক বিডি লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানকে এমএনপি সেবা পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি গত ১লা অক্টোবর, ২০১৮ থেকে এমএনপি সার্ভিসটি বাণিজ্যিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সর্বমোট কতজন গ্রাহক সফলভাবে অপারেটর পরিবর্তন করেছে, তা নিম্নের ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

Donor and Recipient Wise Porting Report (1st July 2020 - 30 June 2021)					
Recipient	Donor				
	Teletalk	Grameenphone	Robi	Banglalink	Total
Teletalk	0	1257	2002	889	4148
Grameenphone	720	0	24861	12762	38343
Robi	2100	34604	0	42369	79073
Banglalink	320	4950	14596	0	19866
Total Porting	3140	40811	41459	56020	141430

ছক ২.৩ : ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গ্রাহকদের অপারেটর পরিবর্তনের পরিসংখ্যান

A2P SMS-এর ক্ষেত্রে, মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি (এমএনপি) এর কারণে পরিবর্তিত নম্বরে গ্রাহকের ব্যাংকিং লেনদেন, ভেরিফিকেশন কোড, ওটিপি ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার A2P এসএমএস প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এমএনপি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সকল এসএমএস এগ্রিগেটরদের ডিপিং করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সর্বমোট ডিপিং-এর একটি পরিসংখ্যান নিম্নের লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

Month-wise total number of dipping of aggregators (July 2020 - June 2021)



(গ) তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা (Significant Market Power- SMP)

গত ৯/১২/২০১৮ইং তারিখে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবিধানমালা অনুযায়ী খুচরা মোবাইল সেবা সংশ্লিষ্ট বাজারের কোন সেবা প্রদানকারী প্রবিধানমালায় উল্লেখিত ০৩ (তিন) টি নির্ণায়কের (গ্রাহক সংখ্যা, অর্জিত বার্ষিক রাজস্ব এবং কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত তরঙ্গসহ অন্যান্য সম্পদ) মধ্যে যে কোনো একটি নির্ণায়কের ভিত্তিতে মোট বাজারের কমপক্ষে ৪০ (চল্লিশ) শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করলে তা উক্ত বাজারের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটরদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচালনাকারী নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত কমিটির সুপারিশ ২২৩তম কমিশন সভায় উপস্থাপিত হলে উপরোল্লিখিত ০৩ (তিন) টি নির্ণায়ক বিবেচনায় গ্রামীণফোন লিমিটেডকে তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচালনাকারী হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। গত ১৯/০৩/২০১৯ ইং তারিখে খুচরা মোবাইল সেবা সংশ্লিষ্ট বাজার 'তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতাসম্পন্ন' পরিচালনাকারী হিসেবে গ্রামীণফোন লিমিটেডকে করণীয় ও বর্জনীয় তালিকা প্রেরণ করা হয়। এরপর গত ১২/০৫/২০১৯ ইং তারিখে গ্রামীণফোন লিমিটেডকে খুচরা মোবাইল সেবা সংশ্লিষ্ট বাজার 'তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতাসম্পন্ন' পরিচালনাকারীর প্রতি কতিপয় পালনীয় নির্দেশ সংক্রান্ত নোটিশ প্রদান করা হয় এবং গত ৩০/০৫/২০১৯ইং তারিখে গ্রামীণফোন লিমিটেডকে খুচরা মোবাইল সেবা সংশ্লিষ্ট বাজার 'তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতাসম্পন্ন' পরিচালনাকারী হিসেবে কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। গ্রামীণফোন বিটিআরসি'র জারিকৃত পত্রটি পুনরায় বিবেচনার জন্য মহামান্য কোর্টে রিট করে। মহামান্য কোর্ট গ্রামীণফোনের ২৭/০৫/২০১৯ইং তারিখের পত্র এবং এসএমপি গেজেটের ধারা ৯(২)(ক) কে বিবেচনায় নিয়ে এসএমপি অপারেটর গ্রামীণফোন লিমিটেডকে পুনরায় নির্দেশনা দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেয়। হাইকোর্টের উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের কর্মকর্তাগণ গ্রামীণফোনের সাথে কয়েক দফা আলোচনায় বসে এবং বাজার বিশ্লেষণ করে সকল তথ্য উপাত্ত কমিশনের ২৩৯তম সভায় উপস্থাপন করলে গ্রামীণফোন লিমিটেডকে এসএমপি অপারেটর হিসেবে এমএনপি লকিং পিরিয়ড, সার্ভিস/প্যাকেজ-এর অনুমোদন, Mobile Termination Rate(MTR) সংক্রান্ত বিষয়ে বিধি নিষেধ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২১ জুন, ২০২০ইং তারিখে এমএনপি লকিং পিরিয়ড, সার্ভিস/ প্যাকেজের অনুমোদন এবং ২৮ জুন, ২০২০ইং তারিখে MTR সংশ্লিষ্ট ডিরেক্টিভস (নির্দেশনা) এসএমপি অপারেটরসহ সকল মোবাইল অপারেটর বরাবর জারি করা হয়।

৪। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন-এর সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ উপরে উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ ছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে যার চুম্বক অংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

(ক) জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম

বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় বিটিআরসি এবং টেলিযোগাযোগ লাইসেন্সধারী অপারেটরগণ সর্বদা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ, দূর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিচার বিভাগ ইত্যাদি দপ্তর/সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করে আসছে। এই ধরনের কাজের অংশ হিসেবে কল ডিটেইল রেকর্ড (সিডিআর), সাবস্ক্রাইবারস অ্যাকুইজিশন ফর্ম, লোকেশন বেইজড ট্র্যাকিং, ভিওআইপি/অবৈধ টেলিযোগাযোগ সার্ভিস চিহ্নিতকরণ, অনির্ধারিত সংযোগ সিম বিচ্ছিন্নকরণ ইত্যাদি কাজে এ বিভাগ হতে সহায়তা/তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

(খ) ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত

সরকার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে বিভিন্ন কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণ করায় দেশের টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। যার ফলে দেশের সকল পর্যায়ের মানুষ টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি সেবা/ সুবিধা পাচ্ছে। টেলিযোগাযোগ খাতের এ উন্নতির ফলে দেশের মানুষ বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি সেবা সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার

উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বহুল ব্যবহার কতিপয় মানুষকে এর অপব্যবহারের সুযোগ করে দিচ্ছে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে যাতে জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিঘ্ন না ঘটতে পারে সে লক্ষ্যে আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ বিটিআরসি'র সাথে একত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। নিরাপদ ইন্টারনেটের জন্য বিটিআরসি কর্তৃক ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন, টেলিভিশন, ফেসবুক ও ম্যাগাজিনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়ে থাকে।

দেশের সামগ্রিক ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বাহ্যিক সাইবার হামলা প্রতিহত, ম্যালওয়্যার প্রতিহত, তথ্য সুরক্ষার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ, সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করার কার্যক্রম গ্রহণ, আইটি অবকাঠামো পরিবীক্ষণ করণ সহ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকার বিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী, সামাজিক, পর্নোগ্রাফিক, সাংস্কৃতিক কিংবা ধর্মীয় বিষয়ে উস্কানীমূলক কনটেন্টসহ বিভিন্ন অপপ্রচার রোধে বিটিআরসি কর্তৃক “ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল” গঠন করা হয়েছে।

এছাড়া টেলিযোগাযোগ সেक्टरের সামগ্রিক ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission-Computer Security Incident Response Team (BTRC-CSIRT) গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়, টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি ও টেলিযোগাযোগ সেक्टरের গুরুত্বপূর্ণ লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে BTRC-CSIRT নামক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। BTRC-CSIRT কমিটি বিটিআরসি'র লাইসেন্স প্রাপ্ত অপারেটর এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সাইবার নিরাপত্তা রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, জাতীয় নিরাপত্তার হুমকিস্বরূপ সাইবার এ্যাটাক পর্যবেক্ষণ ও এ বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহায়তা প্রদান করবে।

(গ) জনসচেতনতা সম্পর্কিত কার্যক্রম

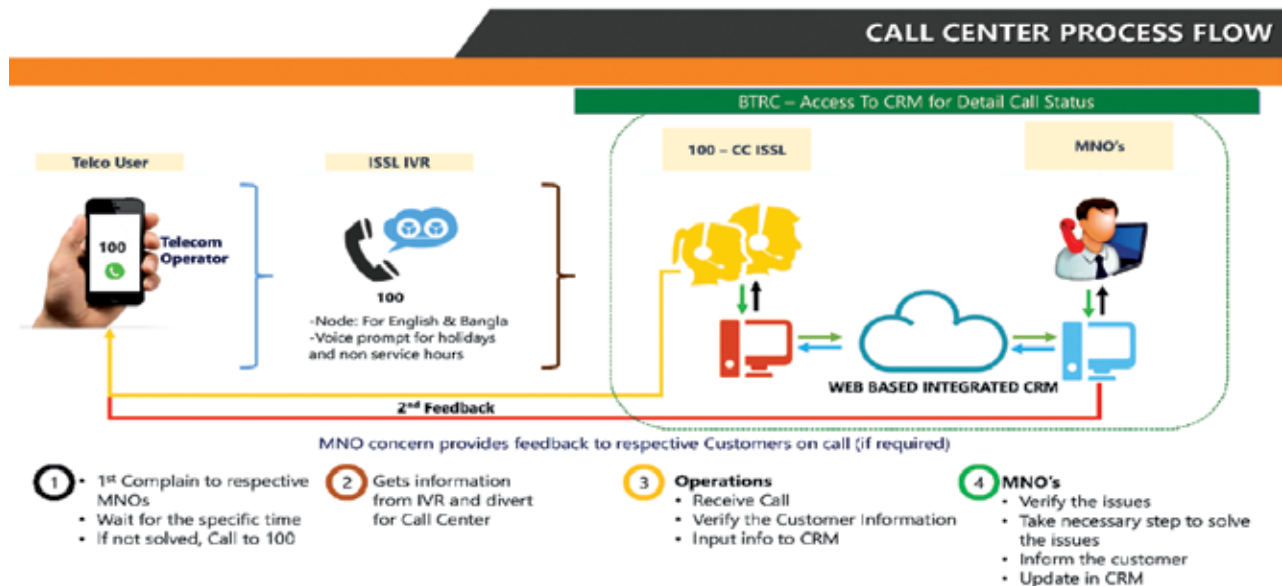
জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষামূলক/সেবামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিটিআরসি'র সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি, আর্ন্তজাতিক, বহুজাতিক, সেবামূলক, শিক্ষামূলক দপ্তর/সংস্থার নিকট থেকে প্রাপ্ত অনুরোধ বিবেচনাকরতঃ গুরুত্বপূর্ণ (শুধুমাত্র জাতীয় পর্যায়ের বিষয়াবলী/কার্যক্রম-এর ক্ষেত্রে) এসএমএস সারাদেশে/সকল গ্রাহকের নিকট বিনামূল্যে প্রেরণের ব্যবস্থা করে থাকে। তবে এক্ষেত্রে মোবাইল অপারেটরসমূহের প্রদত্ত সহযোগিতা ও ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা প্রশংসার দাবীদার।

(ঘ) অভিযোগ ব্যবস্থাপনা টাঙ্কফোর্স

টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় টেলিযোগাযোগ অপারেটরসমূহের নানাবিধ সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অপারেটরসমূহের সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রাহক পর্যায়ে অভিযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব অভিযোগ যথাযথভাবে গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য এক্সেস নেটওয়ার্ক সার্ভিস অপারেটরসমূহের নিজস্ব গ্রাহক সেবা কেন্দ্র বা কাস্টমার কেয়ার সেন্টার রয়েছে। টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণকারীগণ তাদের সমস্যা সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক সেবা কেন্দ্র বা কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে অভিযোগ প্রদান করে থাকেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অভিযোগ সমাধান করা না হলে বা সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারীকে অভিযোগ করে গ্রাহক উপেক্ষিত হলে সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক কাস্টমার কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হয়। শর্টকোড (১০০) এবং ওয়েব বক্স হতে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্বয়ংক্রিয় এই ব্যবস্থা চালু করা হয়। উক্ত শর্টকোডে সরাসরি কল করে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত গ্রাহকগণ টেলিযোগাযোগ সেবা সংশ্লিষ্ট যে কোনো অনিষ্পন্ন অভিযোগ অথবা পরামর্শ বিটিআরসি'র নিকট দাখিল করতে পারেন। শর্টকোড ‘১০০’-এর মাধ্যমে বিটিআরসি'র অভিযোগ গ্রহণ পদ্ধতিটি একটি সমন্বিত যোগাযোগী সংযোজন। নিম্নে অভিযোগের তালিকা দেয়া হলো :

Category Name	July'20	Aug'20	Sep'20	Oct'20	Nov'20	Dec'20	Jan'21	Feb'21	Mar'21	Apr'21	May'21	June'21	Grand Total
Data Speed	50	72	187	177	110	89	133	92	113	109	169	699	2000
Data Volume Issue	15	23	62	63	44	39	43	33	44	48	30	187	631
Disconnected Call	2	8	9	7	11	7	8	2	13	94	54	21	236
Fraudulent Activities	3	4	10	8	8	13	27	20	21	19	22	10	165
Incoming & outgoing call / SMS related issue	18	51	78	71	69	50	59	40	51	38	66	47	638
License Issue	1	5	5	2	2	2	2	2	1	6	4	16	48
MFS/ Banking					1	1			1				3
Miscellaneous	65	131	359	209	147	96	125	129	88	66	88	86	1589
MNP	34	88	133	131	91	70	77	73	91	48	39	84	959
Package Migration	15	27	33	29	13	20	23	20	10	20	12	167	389
Quality of service	124	251	766	460	440	354	388	300	505	426	408	645	5067
Quiz/ Prize/ Award issue	3	6	13	7	14	8	6	1	1		8	10	77
Recharge/ Billing	8	13	63	52	49	50	33	29	18	27	22	806	1170
Sim Bar	108	117	260	189	165	160	174	114	133	192	127	153	1892
Sim Ownership	3	6	14	18	14	9	15	14	16	6	2	7	124
Sim Registration	13	31	69	61	32	29	48	43	55	41	48	48	518
Social Media & Cyber Complaint	13	20	32	19	33	24	27	32	27	20	19	22	288
Tariff Related Complain	5	11	78	29	47	23	23	21	33	25	33	326	654
Unauthorized Handset-NEIR	4	9	7	4	10	6	2	1	1	3	12	27	86
Unlicensed ISP	1	5	5	2	4	5	9	4	1	1	6	60	103
Unsolicited Calls/SMS	16	15	68	39	42	24	36	30	13	37	55	36	411
Value Added Service (VAS)	17	42	128	58	57	72	74	55	52	51	43	129	778
Grand Total	518	935	2379	1635	1403	1151	1332	1055	1288	1277	1267	3586	17826

ছক ২.৪ : শর্টকোড '১০০'-এর মাধ্যমে গৃহীত অভিযোগের পরিসংখ্যান



অভিযোগ গ্রহণের পদ্ধতি ও পরিসংখ্যান :

Name of the Medium	How a plaintiff can reach the Medium	Available during time period
Short code-100	Call 100 by using any Bangladeshi number	24 Hours 7 days in a week (24/7)
Complaint Box	Complaint Box in BTRC Website	24 Hours 7 days in a week (24/7)

ছক ২.৫ : অভিযোগ গ্রহণের পদ্ধতি

Duration	Complaint Received	Complaint Resolved	Complaint Pending	Resolution
1 July 2020 to 30 June 2021	17845	14448	3397	80.96%

ছক ২.৬ : ২০২০-২১ অর্থবছরে বিটিআরসি'র শর্টকোড '১০০'-এর মাধ্যমে গৃহীত অভিযোগ ও প্রতিকার

(ঙ) সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (SOF)

বিগত ১৪/১২/২০১৪ তারিখে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১-এর ২১ (ক) এর বিধান অনুযায়ী দেশের টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধা বর্ধিত এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নসহ দূর্যোগ মোকাবেলা বা ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত বিশেষ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বর্ণিত তহবিলের আওতায় নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহে অর্থায়ন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে।

- ১। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “দুর্গম এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (Connected Bangladesh)” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এখন পর্যন্ত ১৭১.৪৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- ২। টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “হাওর ও দ্বীপাঞ্চলে উচ্চ গতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড বরাবর এখন পর্যন্ত ২৪৭.৮২১৬ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- ৩। বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এখন পর্যন্ত ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এছাড়া “বাংলাদেশের প্রত্যন্ত দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন জনপদ ও স্থাপনায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট- ১-এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সংযোগ স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এখন পর্যন্ত ১৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- ৪। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “হাওর, বাওর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধা বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wifi) সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এখন পর্যন্ত ৫৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- ৫। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “সুবিধাবর্ধিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ প্রকল্প” বাস্তবায়নের জন্য এখন পর্যন্ত ৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(চ) আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন রেট হ্রাস

International Gateway (IGW) অপারেটরসমূহ সর্বদাই সরকার নির্ধারিত সীমার মধ্যে তাদের কল পরিচালনা করে থাকে। ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সরাসরি কোন কারণ না থাকলেও সাম্প্রতিককালে এ ব্যবসায় অনেকে আগ্রহী হওয়ায় প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে IGW ব্যবসায়ের self sustainability বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তাই প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার সাথে সংগতি রাখতে গিয়ে IGW সমূহ বাংলাদেশে প্রতি মিনিট আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশনের চার্জ নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশ কম রেটে টার্মিনেট করছে, যা দীর্ঘমেয়াদে এই সেক্টরে টেকসই ব্যবসার পরিপন্থী। এমন পরিস্থিতির প্রকৃত কারণ অবৈধপথে কল-টার্মিনেট করার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দেয়া। এ ধরনের অসম প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে IGW লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। উল্লিখিত কারণসমূহ বিবেচনা করে কমিশন হতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অনুমোদন নিয়ে আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন রেট সর্বনিম্ন ০.০০৬ মার্কিন ডলার/মিনিট নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও সর্বনিম্ন কল টার্মিনেশন রেট ০.০০৬ মার্কিন ডলার/মিনিটের ভিত্তিতে রেভিনিউ শেয়ার হবে মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে।

(ছ) Cost Modelling

টেলিযোগাযোগ খাতে ব্যাপক উন্নয়নের ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি টেলিকম সেবা প্রদান করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে ২০১০ সালে 2G সার্ভিসের ভয়েস কলের জন্য ITU কর্তৃক Cost Modelling করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে 4G সার্ভিস চালু হয়েছে। এছাড়া ইন্টারনেটের চাহিদাও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রাহক পর্যায়ে ট্যারিফ হ্রাসের লক্ষ্যে Submarine Cable(BSCCL)/ ITC এবং IIG'র ব্যান্ডউইথের পেনিট্রেশন বৃদ্ধির জন্য গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেট মূল্য বারংবার হ্রাস করা হয়েছে। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে, ইন্টারনেটের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের জন্য Submarine Cable (BSCCL)/ ITC এবং IIG'র ব্যান্ডউইথ মূল্যই শুধু পরিমাপক নয়; ব্যান্ডউইথ মূল্য ছাড়াও নেটওয়ার্ক কম্পোনেন্ট (Core network equipment, Access network equipment), ট্রান্সমিশন কস্ট (NTTN cost, Transmission equipment), বার্ষিক স্পেকট্রাম ফি, লাইসেন্স ফি, রেভিনিউ শেয়ারিংসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত। সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় ইন্টারনেট Cost Modelling-এর গুরুত্ব অনুধাবন করে বিটিআরসি হতে Cost Modelling সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য ২০১০ সালের ন্যায় আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের নিকট হতে ইন্টারনেট Cost Modelling বিষয় সহায়তা প্রাপ্তির প্রচেষ্টা শুরু করা হয়। তারই ফলশ্রুতিতে ITU'র সাথে এতদসংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং পরবর্তীতে ITU-এর বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদের সহায়তায় ২০১৭ সালে ভয়েস সার্ভিসের মত ডাটা সার্ভিসের জন্য Cost Modelling করা হয় যা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও টেলিকম খাতে শৃঙ্খলা আনয়নে এনটিটিএন অপারেটরদের জন্য সমন্বিত ট্যারিফ নির্ধারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।



স্পেকট্রাম বিভাগ

স্পেকট্রাম বিভাগ

ভূমিকা

সময়ের সাথে সাথে নিত্য নতুন বেতার যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে বেতার তরঙ্গের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেতার তরঙ্গ ব্যবহারের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে বিশ্বায়কভাবে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে একে অপরের সাথে যোগাযোগ বেতার তরঙ্গ ব্যতীত কোনভাবেই সম্ভব হতো না। বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে টেলিভিশনে ছবি দেখা, রেডিও-তে বিভিন্ন অনুষ্ঠান শ্রবণ করা, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক বেতারযন্ত্র চালু বা বন্ধ করা যায় অনায়াসে। এছাড়া বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে অনলাইন মিটিং, কোন ঔষধ প্রস্তুত কক্ষে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কণিকা গণনা করা, সার্জারি কক্ষ থেকে ভিডিও ক্লিপ ধারণ ও তা নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ করা হয়ে থাকে। আমরা যে স্যাটেলাইটের কথা শুনি তাতেও বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে আবহাওয়ার খবর নেয়া, উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গবেষণা, বন্য প্রাণীর বিচরণ পর্যবেক্ষণ, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) ব্যবহার করে স্থান নির্ণয়, পৃথিবী পৃষ্ঠ নিরীক্ষণ করতে ও পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের ছবি তোলা, নিউক্লিয়ার মনিটরিং, রাডার ইমেজিং, ফটোগ্রাফি ও শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যায়।

এতক্ষণ যে বেতার তরঙ্গের কথা বলা হলো, পৃথিবীব্যাপী এই বেতার তরঙ্গের নীতিনির্ধারণী কার্যক্রম সম্পন্ন হয় ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) কর্তৃক, যার সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে অবস্থিত। পৃথিবীর সকল দেশের মতো বাংলাদেশেও এই তরঙ্গ ব্যবস্থাপনার কাজটি রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠান তথা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) হতে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কাজের পাশাপাশি বেতার তরঙ্গ ব্যবস্থাপনার কাজটি সুনির্দিষ্টভাবে কমিশনের স্পেকট্রাম বিভাগ হতে তদারকি করা হয়।

বেতার তরঙ্গ একটি সীমাবদ্ধ এবং সীমিত জাতীয় সম্পদ। তাই এই তরঙ্গের যথাযথ সর্বোচ্চ ব্যবহার, তরঙ্গ ব্যবহারকারীদের মধ্যে ইন্টারফেরেন্স সৃষ্টি না হওয়া, তরঙ্গের অবৈধ ব্যবহার সনাক্তকরণ এবং কোথায় কি ধরনের বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহার হচ্ছে তা জানার জন্য স্পেকট্রাম বিভাগ হতে নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বেতার তরঙ্গ ছাড়া আমরা এক মুহূর্ত কল্পনা করতে পারিনা। তাই বেতার তরঙ্গের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য চাহিদা, উচ্চতর তরঙ্গ এবং নতুন নতুন তরঙ্গকে ব্যবহার যোগ্য করা ও বরাদ্দের নীতিমালা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সুষ্ঠু, সঠিক ও দ্রুত কার্য সম্পাদনের জন্য এর আধুনিকায়নের বিষয়ে স্পেকট্রাম বিভাগ শুরু থেকে স্বপ্রণোদিতভাবে কাজ করে আসছে। যেহেতু এর উপরেই বহুলাংশে নির্ভর করছে টেলিযোগাযোগ খাতের ভবিষ্যত সম্প্রসারণ।

স্পেকট্রাম বিভাগের ০৩ (তিন) টি শাখা রয়েছে-

- ১) স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট
- ২) স্পেকট্রাম মনিটরিং এবং
- ৩) রেডিও কমিউনিকেশন স্ট্যাডি এন্ড রিসার্চ



১। স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট

তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কাজ কমিশনের এই শাখা করে থাকে। নিম্নে স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট শাখার কার্যক্রমসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় বেতার তরঙ্গ বরাদ্দ বা বাতিল করা।
২. বরাদ্দকৃত বেতার তরঙ্গে পরিচালিত বেতারযন্ত্রের কাস্টম ছাড়পত্র প্রদান ও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান।
৩. বেতারযন্ত্র আমদানি বা উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সনদপত্র প্রদান।
৪. ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল প্রস্তুতকরণ এবং সময়ের সাথে তা সংস্কারকরণ।
৫. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ সহ সকল স্যাটেলাইট ও টেরেস্ট্রিয়াল রেডিও কমিউনিকেশন সার্ভিস প্রদানে তরঙ্গ বরাদ্দ করা।
৬. Direct to Home (DTH) সেবা প্রদানের জন্য তরঙ্গ বরাদ্দ এবং আর্থস্টেশন ও বেতার যন্ত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান।
৭. এছাড়া Automated Spectrum Management System (ASMS), NOC Automation and IMEI Database System (NAID) প্রণয়ন, National Equipment Identity Register (NEIR) চালু করা, ইত্যাদি।

১.১। দেশে বিদ্যমান টেরেস্ট্রিয়াল সেবা

আইটিইউ কর্তৃক প্রণীত রেডিও রেগুলেশন অনুযায়ী স্পেস রেডিও কমিউনিকেশন বা রেডিও এ্যাক্সেসমি ব্যতীত অন্য সকল ধরনের বেতার যোগাযোগ টেরেস্ট্রিয়াল বেতার যোগাযোগ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে যে সকল টেরেস্ট্রিয়াল রেডিও কমিউনিকেশন সার্ভিস প্রচলিত রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১.১.১। ২-জি ও ৩-জি সেলুলার মোবাইল সার্ভিস

গত শতাব্দির শেষ দশকে দেশে সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিসের প্রবর্তনের সময় থেকে ৮২৫-৮৪৫/৮৭০-৮৯০, ৮৮৫-৮৯০/৯৩০-৯৩৫, ৮৯০-৯১৫/৯৩৫-৯৬০ ও ১৭১০-১৭৮৫/১৮০৫-১৮৮০ মেগাহার্স ব্যান্ডের তরঙ্গ 2G প্রযুক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহকগণ ভয়েজ কলের পাশাপাশি নিম্নগতির ডাটা সার্ভিস ব্যবহার করতে পারেন। উচ্চগতি সম্পন্ন মোবাইল ব্রডব্যান্ড সার্ভিসকে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে 3G প্রযুক্তির দ্বারা সেবা প্রদানের জন্য ০৫ (পাঁচ) টি মোবাইল ফোন অপারেটরের অনুকূলে ১৯২০-১৯৮০/২১১০-২১৭০ মেগাহার্স ব্যান্ড হতে ৩৫ মেগাহার্স তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বিটিআরসি'র স্পেকট্রাম বিভাগের সর্বাঙ্গিক সহযোগিতার ফলে অধিকাংশ 3G মোবাইল ফোন অপারেটর নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তাদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সক্ষম হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের সকল জেলা শহর সহ অন্যান্য অঞ্চলেও 2G মোবাইল ফোন সেবার পাশাপাশি 3G মোবাইল ফোন সেবাও পাওয়া যাচ্ছে। 3G গ্রাহকগণ উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার সহ মোবাইলে টিভি দেখা, ভিডিও কনফারেন্সিং, ভিডিও অন ডিমান্ড সেবা গ্রহণ করছেন।

১.১.২। দেশে ৪-জি/এলটিই সার্ভিসের প্রবর্তন

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান বিকাশ বিবেচনা করে বাংলাদেশেও 4G/LTE সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে গ্রামীণফোন লি., রবি আজিয়াটা লি., বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লি. এবং টেলিটক বাংলাদেশ লি. এর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রণীত গাইডলাইন অনুযায়ী লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটরগণ প্রথম পর্যায়ে লাইসেন্স প্রাপ্তির ০৯ (নয়) মাসের মধ্যে সকল বিভাগীয় শহরে, দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৪ (চব্বিশ) মাসের মধ্যে ৩০ শতাংশ জেলা শহরে এবং তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ৩৬ (ছত্রিশ) মাসের মধ্যে দেশের সকল জেলা শহরে 4G/LTE নেটওয়ার্ক স্থাপন করবে। দেশের জনসাধারণ যেন 4G/LTE প্রযুক্তির সেবা গ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে ৯০০, ১৮০০ এবং ২১০০ মে. হা. ব্যান্ডের অবরাদ্দকৃত তরঙ্গ অবমুক্তকরণের লক্ষ্যে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে এ সকল ব্যান্ডের নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও অপারেটরদের মাঝে ইতোমধ্যে বরাদ্দকৃত ৯০০ ও ১৮০০ মে. হা. ব্যান্ড তরঙ্গে টেকনোলজি নিউট্রালিটি প্রদান করা হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে

গ্রহণযোগ্য মানের মোবাইল সেবা প্রদানে অপারেটরসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তরঙ্গের পরিমাণ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম। এ পরিপ্রেক্ষিতে, গত ৮ মার্চ ২০২১ তারিখে একটি প্রতিযোগিতামূলক তরঙ্গ নিলাম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১৮০০ মেগাহার্ত ব্যান্ড থেকে ৭.৪ মেগাহার্ত ও ২১০০ মেগাহার্ত ব্যান্ড থেকে ২০ মেগাহার্ত তরঙ্গ ৫ বছর ৭ মাস ২ দিনের জন্য গ্রামীণফোন, রবি ও বাংলালিংকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এটি অদ্যাবধি বাংলাদেশের সফলতম তরঙ্গ নিলাম, যেখানে নিলামে প্রস্তাবিত সম্পূর্ণ তরঙ্গ পরিকল্পনা মাফিক বরাদ্দ করা গেছে। নিলাম কার্যক্রমের প্রতিটি অংশে সরকার ও বিটিআরসি হতে সুউচ্চ কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এই নিলামকে অন্যতম সফল স্পেকট্রাম নিলাম হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। সরকারের উল্লেখযোগ্য আয়ের পাশাপাশি গ্রাহক সেবার মান গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত করতে রেডিও স্পেকট্রাম অকশন-২০২১-এর মধ্যে দিয়ে যুক্ত নতুন স্পেকট্রাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। 4G/LTE সেবা প্রবর্তনের ফলে দেশের প্রত্যন্ত ও দূর্গম অঞ্চলের জনসাধারণ হাইস্পিড মোবাইল ব্রডব্যান্ড সার্ভিসের সুবিধা উপভোগ করতে পারবে যা সরকারকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

১.১.৩। ৮০০, ৯০০, ১৮০০, ও ২১০০ মেগাহার্ত ব্যান্ডে Technology Neutrality সুবিধা প্রদান

দেশের মোবাইল ফোন অপারেটরদের অনুকূলে ইতোপূর্বে বরাদ্দকৃত ৮০০, ৯০০ ও ১৮০০ মেগাহার্ত ব্যান্ডে তরঙ্গে Technology Neutrality সুবিধা অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। 2G তরঙ্গসমূহ Technology Neutrality-তে রূপান্তরের ফলে তরঙ্গের Spectral efficiency বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অপারেটরসমূহ স্বল্প বিনিয়োগে একই ব্যান্ডে 2G, 3G এবং 4G/LTE সেবা দিতে পারছে। বর্তমানে 2G/3G সেলুলার মোবাইল ফোন সেবাদানকারী অপারেটরসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তরঙ্গের পরিমাণ নিম্নরূপ :

অপারেটরের নাম	তরঙ্গ Technology Neutrality তে রূপান্তরিত করা হয় নাই	তরঙ্গ Technology Neutrality তে রূপান্তরিত করা হয়েছে		
	৮০০ মেগাহার্ত ব্যান্ড (মেগাহার্ত)	৯০০ মেগাহার্ত ব্যান্ড (মেগাহার্ত)	১৮০০ মেগাহার্ত ব্যান্ড (মেগাহার্ত)	২১০০ মেগাহার্ত ব্যান্ড (মেগাহার্ত)
গ্রামীণফোন লি.	-	৭.৪	২০	২০
রবি আজিয়াটা লি.	-	৯	২০	১৫
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লি.	-	৫	২০	১৫
টেলিটক বাংলাদেশ লি.	-	৫.২	১০	১০
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লি.	৮.৮২ (ঢাকা সেন্ট্রাল জোনের জন্য), ৬.৩০ (ঢাকা সেন্ট্রাল জোন ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশের জন্য)	-	-	-

ছক ৩.১ : মোবাইল ফোন অপারেটরদের অনুকূলে ৮০০, ৯০০, ১৮০০ ও ২১০০ মেগাহার্ত ব্যান্ডে তরঙ্গ বরাদ্দের তালিকা

১.১.৪। ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার

বিটিআরসি হতে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) লাইসেন্স প্রাপ্ত ১৪টি প্রতিষ্ঠান তরঙ্গ বরাদ্দ নিয়ে ডাটা কমিউনিকেশন-এর জন্য ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদান করে আসছিল। পরবর্তীতে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্পেকট্রাম বিভাগ হতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের তরঙ্গ বাতিল ও প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেবার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	Tx (MHz)	Rx (MHz)	UL/DL	বরাদ্দকৃত ফ্রিকোয়েন্সি (MHz)
১	বাংলাদেশ ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ লি.	৮০৬-৮১৬	৮৪৭-৮৫৭	১০/১০	২০
২	এক্সনেট লি.	৫৫০০-৫৫৬০	৫৬০০-৫৬৬০	৬০/৬০	১২০
৩	এডিএন টেলিকম লি.	৩৪৭৭-৩৪৮৪	৩৫৭৭-৩৫৮৪	৭/৭	১৪
		৫৬৭০-৫৬৮৫			১৫
৪	বিডিকম অনলাইন লি.	৫৬৬০-৫৬৭০			১০
মোট =					১৯৪

ছক ৩.২ : ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের তালিকা

উল্লেখ্য তরঙ্গ ব্যবহারকারী সকল আইএসপি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট থেকে বিটিআরসি নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রতিমাসে একটি প্রতিবেদন গ্রহণ করা হয়ে থাকে। উক্ত প্রতিবেদন থেকে আইএসপি প্রতিষ্ঠানসমূহের তরঙ্গ ব্যবহার সংক্রান্ত অপারেশনাল দিকসমূহের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে। এক্ষেত্রে তরঙ্গের সঠিক ব্যবহারে ব্যর্থ ওয়্যারলেস আইএসপি সমূহ চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে সরকারি নির্দেশনা মতে অব্যবহৃত তরঙ্গ ফেরতের মাধ্যমে সুষ্ঠু তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উপরে বর্ণিত লাইসেন্স ব্যান্ড তরঙ্গ দ্বারা ওয়্যারলেস আইএসপি প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহক পর্যায়ে ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সার্ভিস, ডাটা কমিউনিকেশনস সার্ভিস, আইপি টেলিফোনি সার্ভিস, সিসি ক্যামেরা সার্ভিস, সিকিউরিটি সলিউশন এবং ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি সার্ভিস প্রদান করে থাকেন। এছাড়া লাইসেন্স ব্যান্ড ব্যতীত আইএসপি লাইসেন্সের আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে ডাটা কমিউনিকেশনের জন্য আইএসএম ব্যান্ড অর্থাৎ ২.৪০০-২.৪৮৩ এবং ৫.৭২৫-৫.৮৭৫ গিগাহার্টজ ব্যান্ড থেকে তরঙ্গ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়ে থাকে।

১.১.৫। ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল

বেতার তরঙ্গ সীমিত সম্পদ হলেও এর প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের পরিসর ব্যাপক। পৃথিবীর সকল দেশেই ইহার চাহিদা অনেক বেশি। কিন্তু একই তরঙ্গ বিভিন্ন দেশে বা বিভিন্ন প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা হলে তরঙ্গে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এহেন পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) কর্তৃক নির্ধারিত এলাকায় প্রযুক্তিভিত্তিক তরঙ্গ ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি দেশেরই তরঙ্গ বরাদ্দের পরিকল্পনা থাকে। উক্ত পরিকল্পনাই ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল (এনএফএটি) নামে পরিচিত। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) প্রতিষ্ঠার পরে ২০০৪ সালে বিশ্ব-ব্যাংকের সহায়তায় “স্ট্রেংদেনিং দি রেগুলেটরি ক্যাপাসিটি অব বিটিআরসি” নামক প্রকল্পের অর্থায়নে যুক্তরাজ্যভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইন্টারকানেক্ট কমিউনিকেশনস-এর সাহায্যে প্রথমবারের মত ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু প্রযুক্তির পরিবর্তনের কারণে এবং বেতার তরঙ্গের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য ২০১০ সালে যুক্তরাজ্যভিত্তিক অপর একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হেলিয়াস টেকনোলজি লি. এর সহায়তায় ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন প্ল্যান সংশোধন করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আইটিইউ-এর বিশেষজ্ঞের সহায়তায় তৃতীয়বারের মত এনএফএপি সংস্কার করা হয়। আইটিইউ-এর রেডিও রেগুলেশন অনুযায়ী এনএফএপি’তে ৯ কিলোহার্টজ থেকে ২৭৫ গিগাহার্টজ পর্যন্ত তরঙ্গ ব্যান্ডকে বিভিন্ন প্রযুক্তিতে ব্যবহারের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তরঙ্গ ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন আবেদনকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এনএফএপিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করার মাধ্যমে তরঙ্গের যথাযথ ও যুগোপযোগী ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। নিচে ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিলের উদাহরণ দেওয়া হল :

401-406 MHz				
Allocation to services by ITU			National Allocations	Usage
Region 1	Region 2	Region 3		
401-402 METEOROLOGICAL AIDS (space-to-Earth) EXPLORATION-SATELLITE (Earth-to-space) METEOROLOGICAL-SATELLITE (Earth-to-space) aeronautical mobile	SPACE OPERATION EARTH Fixed Mobile except		401-402 (CIVIL) METEOROLOGICAL AIDS SPACE OPERATION (space-to-Earth) EARTH EXPLORATION-SATELLITE (Earth-to-space) METEOROLOGICAL-SATELLITE (Earth-to-space) Fixed Mobile except aeronautical mobile	1. Collection of meteorological data for weather forecasts and severe storm prediction, collection of ozone level data. 2. Direct data readout from balloon-borne radiosonde 3. Direct data readout from descending dropsonde 4. Ranging signal reception at balloon-borne receive 5. Ultra low power SRD medical implant in 401 – 406 MHz and 402 – 405 MHz 6. Simplex operation mode low power PMR in 401 – 406 MHz in land mobile service
402-403 METEOROLOGICAL AIDS EXPLORATION-SATELLITE (Earth-to-space) METEOROLOGICAL-SATELLITE (Earth-to-space) aeronautical mobile	EARTH Fixed Mobile except		402-403 (SHRD) METEOROLOGICAL AIDS EARTH EXPLORATION-SATELLITE (Earth-to-space) METEOROLOGICAL-SATELLITE (Earth-to-space) Fixed Mobile except aeronautical mobile	1. Collection of meteorological data for weather forecasts and severe storm prediction, collection of ozone level data 2. Direct data readout from balloon-borne radiosonde 3. Direct data readout from descending dropsonde 4. Ranging signal reception at balloon-borne receive 5. Ultra low power SRD medical implant in 401 – 406 MHz and 402 – 405 MHz 6. Simplex operation mode low power PMR in 401 – 406 MHz in land mobile service
403-406 METEOROLOGICAL AIDS aeronautical mobile	Fixed Mobile except 5.265		403-406 (SHRD) METEOROLOGICAL AIDS Fixed Mobile except aeronautical mobile 5.265	1. Collection of meteorological data for weather forecasts and severe storm prediction, collection of ozone level data 2. Direct data readout from balloon-borne radiosonde 3. Direct data readout from descending dropsonde 4. Ranging signal reception at balloon-borne receive 5. Ultra low power SRD medical implant in 401 – 406 MHz and 402 – 405 MHz 6. Simplex operation mode low power PMR in 401 – 406 MHz in land mobile service

১.১.৬। তরঙ্গ বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রম

তরঙ্গ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত দরখাস্ত ফর্ম পূরণপূর্বক তরঙ্গ বরাদ্দ ফি ও সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ কমিশনে আবেদন করতে হয়। পরবর্তীতে উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এনএফএপি পর্যালোচনা করে তরঙ্গ বরাদ্দের বিষয়ে মতামতের জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১-এর ৫৬(১) ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সংস্থা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিটিআরসি'র প্রতিনিধিসহ ১৩ (তের) জন নিয়ে গঠিত স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এসএমসি) এর সভায় উত্থাপন করা হয়ে থাকে। কমিশনের স্পেকট্রাম বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার উক্ত কমিটির আহবায়ক ও পরিচালক, স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট উহার সদস্য-সচিব। এসএমসি সভার সুপারিশক্রমে বিষয়টি কমিশন সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ অনুযায়ী তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদানের একক এখতিয়ার কমিশনের। কমিশনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আবেদনকারীর অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দ করা হয়। গত অর্থবছরের ২৭ জানুয়ারি ২০২১, ১৬ মার্চ ২০২১, ০৬ মে ২০২১ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ০৪ (চার) টি এসএমসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থার অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১.১.৬.১। তরঙ্গ নিলাম (মার্চ ২০২১)

বর্তমানে ৯০০ মেগাহার্টজ, ১৮০০ মেগাহার্টজ ও ২১০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডে লাইসেন্সপ্রাপ্ত মোবাইল অপারেটরগণ মোবাইল সেবা প্রদান করছে। বর্ণিত ব্যান্ডসমূহে কমিশন হতে ২০১৭-১৮ সালে প্রযুক্তি নিরপেক্ষতা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে যে কোনো ব্যান্ডে প্রয়োজন অনুযায়ী ২এ, ৩এ বা ৪এ/ খএওউ প্রযুক্তির মোবাইল সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর ফলে তৎকালীন সময়ে মোবাইল নেটওয়ার্কের স্পেকট্রাল ইফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য মানের মোবাইল সেবা প্রদানে অপারেটরসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তরঙ্গের পরিমাণ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ৮ মার্চ ২০২১ তারিখে একটি প্রতিযোগিতামূলক নিলাম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১৮০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড থেকে ৭.৪ মেগাহার্টজ ও ২১০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড থেকে ২০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ ৫ বছর ৭ মাস ০২ দিনের জন্য গ্রামীনফোন, রবি ও বাংলালিংকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। নিলামে নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী ১৫ বছরের জন্য এই তরঙ্গের মূল্য ভ্যাট সহ ৯৬৫.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, বাংলাদেশী টাকায় যার পরিমাণ ৮, ১৮৭.৫৩/- কোটি টাকা। ২এ লাইসেন্স মেয়াদে অর্থাৎ এই তরঙ্গ ৫ বছর ৭ মাস ০২ দিনের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বিধায় ৭.৫% ভ্যাটসহ তরঙ্গের মূল্য বাবদ আয় ৩০৫২.১৯/- কোটি টাকা হবে। মোবাইল অপারেটরগণ ইতোমধ্যে প্রথম কিস্তির ৬৯২ কোটি টাকা বিটিআরসিতে জমা প্রদান করেছে। বাকি টাকা সমান ৫ কিস্তিতে আগামী ৫ বছরের মধ্যে কমিশনে নির্ধারিত উপায়ে জমা প্রদান করবে।

১.১.৭। মোবাইল হ্যান্ডসেট আমদানিকরণ

বিটিআরসি প্রতিষ্ঠা হবার পূর্বে BTTB বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ খাত নিয়ন্ত্রণ করত। তৎকালীন সময়ে BTTB Wireless Telegraphy Act, 1993 As Adapted by the Bangladesh order, 1972, এর মাধ্যমে “License to Possess wireless Telecography Apparatus such as Transmitters, Components, etc.” নামে এই লাইসেন্স প্রদান করত। এছাড়াও “BTTB”এর ছাড়পত্র ছাড়া কেউ বেতার যন্ত্র আমদানি করতে পারবে না” উল্লেখ পূর্বক উক্ত লাইসেন্স প্রদান করা হত। সে অনুযায়ী লাইসেন্সধারী কোন প্রতিষ্ঠান মোবাইল ফোনের ছাড়পত্র চেয়ে আবেদন করলে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ধীন তরঙ্গ ও বেতারের কার্যালয় হতে কাষ্টমস পয়েন্ট থেকে খালাশের লক্ষ্যে ছাড়পত্র প্রদান করা হত। তখন মোবাইল ফোন আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা সীমিত ছিল এবং খালাশের ছাড়পত্র প্রদানকালে আবেদনপত্রের সহিত Proforma Invoice এবং মোবাইলফোনের ক্যাটালগের পরীক্ষা করা হত। পরবর্তীতে বিটিআরসি প্রতিষ্ঠা হবার পরে ২০০৩ সাল থেকে তৎকালীন BTTB হতে প্রদত্ত লাইসেন্স বিটিআরসি হতে “ডিলার পজেশন এবং রেডিও কমিউনিকেশন ভেভর লাইসেন্স” নামে নবায়নে প্রক্রিয়াকরণ শুরু হয়। তবে ঐ সময় মূল লাইসেন্সের ফর্ম চূড়ান্ত ছিলনা বিধায় প্রদত্ত পত্রকেই সাময়িক লাইসেন্স হিসাবে বিবেচনা করা হত। পরবর্তীতে ২য় বিশেষ কমিশন সভা-২০০৮ এ ডিলার পজেশন ও ভেভর লাইসেন্সের মূল ফর্মটি অনুমোদন করা হয় এবং ২০০৮ সাল থেকে মূল লাইসেন্সটি প্রদান শুরু হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত-২০১০) এর আওতায় লাইসেন্স প্রদানের প্রবিধান না থাকায় ১০২তম কমিশন সভায় Radio Communication সরঞ্জাম আমদানি ও বাজারে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে অগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ভেভর লাইসেন্সের পরিবর্তে লাইসেন্সের পূর্ব শর্ত

প্রতিপালন সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানসমূহকে তালিকাভুক্তি (Enlisted) করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই অনুযায়ী “Radio Equipment Importer & Vendor Enlistment Certificate” এর আওতায় মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট/অন্যান্য বেতারযন্ত্র আমদানিকারকদের নিবন্ধিত করা হয়। উক্ত “Radio Equipment Importer & Vendor Enlistment Certificate” এর মাধ্যমে সকল বেতার যন্ত্র তথা HF, VHF, UHF, Walkie-Talkie, Base/Repeater, Cellular Mobile Phone, Fixed Wireless Phone ইত্যাদি যন্ত্রপাতি আমদানির অনুমতির জন্য প্রদান করা হয়। যার মধ্যে Cellular mobile phone একটি আইটেম মাত্র।

১.১.৭.১। Radio Equipment Importer & Vendor আমদানিকারক হিসাবে তালিকাভুক্তির এবং নবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি

Radio Equipment Importer & Vendor আমদানিকারক হিসাবে তালিকাভুক্তি সনদ গ্রহণ এবং উক্ত সনদ বার্ষিকভাবে নবায়নের জন্য পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত ডকুমেন্টসসহ আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে প্রেরিত তথ্যাদি সঠিকভাবে বিবেচিত হলে কমিশন প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শক দল প্রেরণ করবে। পরিদর্শক দলের সন্তোষজনক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তালিকাভুক্তি ফি বাবদ সরকারি রাজস্ব পরিশোধের জন্য ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা + ১৫% ভ্যাটসহ একটি ডিমান্ড নোট জারি করা হবে। উক্ত ডিমান্ড নোটে উল্লিখিত সরকারি রাজস্ব পরিশোধ সাপেক্ষে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বর্ণিত তালিকাভুক্তি সনদ প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, Radio Equipment Importer & Vendor আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে ০২ (দুই) বছর মেয়াদে তালিকাভুক্তি সনদ প্রদান করা হয়। তবে প্রতি ০১ বছর পূর্ণ হওয়ায় পর হালনাগাদ সকল কাগজ-পত্রাদি জমা দিতে হবে।

১.১.৮। ইন্টারনেট অব থিংস্ (IoT)

সাম্প্রতিককালে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তির কল্যাণে ব্যাপক রূপান্তর সাধিত হয়েছে। প্রযুক্তির এই ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষের ক্ষেত্রে সর্বশেষ সংযোজন হিসেবে ইন্টারনেট অফ থিংস্ (IoT) কে উল্লেখ করা যায়। IoT ডিভাইসসমূহ SIM (Subscriber Identity Module) যুক্ত অথবা SIM বিহীন সেন্সর (Sensor) ডিভাইস। উক্ত সেন্সরসমূহ ডাটা সংগ্রহের জন্য মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে অথবা SRD (Short Range Device), ISM (Industrial, Scientific & Medical) তরঙ্গ ব্যবহার করে থাকে। SIM যুক্ত IoT ডিভাইসের পাশাপাশি SIM বিহীন IoT ডিভাইসসমূহ ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশের ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি এ্যালোকেশন প্ল্যান (এনএফএপি) অনুযায়ী এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের IoT ডিভাইসের বিস্তার বিবেচনা করে ৪৩৩.০৫-৪৩৪.৭৯ মেগাহার্টজ, ৮৬৬-৮৬৮ মেগাহার্টজ, ৯২২-৯২৫ মেগাহার্টজ, ২৪০০-২৪৮৩.৫ মেগাহার্টজ, ৫৯২৫-৫৮৭৫ মেগাহার্টজ তরঙ্গসমূহকে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সম্প্রতি স্পেকট্রাম বিভাগ থেকে বাংলাদেশে IoT ডিভাইস আমদানির নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.১.৮.১। IoT ডিভাইস আমদানিকারক হিসাবে তালিকাভুক্তি এবং নবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি

IoT ডিভাইস বাণিজ্যিকভাবে আমদানিকারক ও সরবরাহ হিসাবে তালিকাভুক্তি সনদ গ্রহণ এবং উক্ত সনদ বার্ষিকভাবে নবায়নের জন্য পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত ডকুমেন্টসসহ আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে প্রেরিত তথ্যাদি সঠিকভাবে বিবেচিত হলে কমিশন প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শক দল প্রেরণ করবে। পরিদর্শক দলের সন্তোষজনক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তালিকাভুক্তি ফি বাবদ সরকারি রাজস্ব পরিশোধের জন্য ২৫০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা + ১৫% ভ্যাটসহ একটি ডিমান্ড নোট জারি করা হবে। উক্ত ডিমান্ড নোটে উল্লিখিত সরকারি রাজস্ব পরিশোধ সাপেক্ষে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বর্ণিত তালিকাভুক্তি সনদ প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, ব্যবহারকারী নিজে IoT ডিভাইস আমদানি অনাপত্তি পত্র (NOC) গ্রহণের জন্য তালিকাভুক্তি ফি প্রদান করে তালিকাভুক্তি সনদ গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা নেই। তবে ১৫% ভ্যাটসহ আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি ও আবেদন ফরম ফি বাবদ যথাক্রমে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এবং ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা প্রদান করতে হবে। IoT ডিভাইস আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে ০১ (এক) বছর মেয়াদে তালিকাভুক্তি সনদ প্রদান করা হয়। যা প্রতি বছর নবায়নযোগ্য।

১.১.৯। স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ

বর্তমানে দেশে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেটের বাজার প্রায় ১০ (দশ) হাজার কোটির টাকার। বিপুল পরিমাণ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে চলে যাওয়া রোধ করতে দেশের অভ্যন্তরে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট তৈরির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ একটি সমায়োপযোগী পদক্ষেপ বিবেচনা করে বিটিআরসি ইতোমধ্যে স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট উৎপাদনের/সংযোজনের জন্য একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট তৈরির জন্য আর্থহী প্রতিষ্ঠানকে “Mobile Phone Handset Manufacturer and Vendor Enlistment” সনদ প্রদান করছে।

১.১.৯.১। স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট প্রস্তুতকারক এবং ভেন্ডর তালিকাভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি

স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন, উৎপাদন, বাজারজাত করণের জন্য ‘এ’ ক্যাটাগরি ও ‘বি’ ক্যাটাগরি Enlistment সনদের জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পরিশিষ্ট-২ এ বর্ণিত তথ্য/ডকুমেন্ট নেওয়া প্রয়োজন। ক্যাটাগরি ‘এ’ প্রতিষ্ঠানের Testing Lab-এর মাধ্যমে ক্যাটাগরি ‘বি’ প্রতিষ্ঠানের হ্যান্ডসেটের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্পাদিত কার্যক্রমের সকল তথ্য (যেমন : আবেদন প্রাপ্তির তারিখ, টেস্টের নাম, নমুনা যন্ত্রাংশের সংখ্যা, টেস্টের তারিখ, রিপোর্ট প্রস্তুতের তারিখ, রিপোর্ট প্রদানের তারিখ ইত্যাদি) রেজিষ্টারের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করবে। এতদসংক্রান্ত ব্যাপারে কোন আপত্তি বিটিআরসি’র কাছে উত্থাপিত হলে বিটিআরসি উক্ত রেজিষ্টারে সংরক্ষিত তথ্যের ভিত্তিতে ন্যায্যতার মাধ্যমে সকলের অধিকার সংরক্ষণ করবে।

মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট প্রস্তুতকারক (Manufacturer) এবং ভেন্ডর তালিকাভুক্তি ফি ও তালিকাভুক্তি বার্ষিক নবায়ন ফি

- ক) ‘এ’ ক্যাটাগরি সনদের তালিকাভুক্তি ফি : ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) + ১৫% ভ্যাট
এনলিষ্টমেন্ট নবায়ন ফি : ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ টাকা) + ১৫% ভ্যাট (বার্ষিক)
- খ) ‘বি’ ক্যাটাগরি সনদের তালিকাভুক্তি ফি : ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ টাকা) + ১৫% ভ্যাট
এনলিষ্টমেন্ট নবায়ন ফি : ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ টাকা) + ১৫% ভ্যাট (বার্ষিক)

মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট প্রস্তুতকারক (Manufacturer) এবং ভেন্ডর তালিকাভুক্তির মেয়াদ ও নবায়ন

Mobile Handset Manufacturer and Vendor Enlistment সনদ ০৩ (তিন) বছরের জন্য প্রদান করা হয়, যা প্রতিবছর নবায়ন করতে হবে। তবে প্রতি ০১ বছর পূর্ণ হওয়ার পর হালনাগাদ সকল কাগজ-পত্রাদি জমা দিতে হবে এবং ০৩ বছর পূর্ণ হওয়ার ০১ মাস পূর্বে হালনাগাদ সকল কাগজ-পত্রাদিসহ (‘এ’ ক্যাটাগরি ও ‘বি’ ক্যাটাগরি Enlistment সনদের জন্য পরিশিষ্ট-২ এ বর্ণিত যে সকল তথ্য/ডকুমেন্টের ক্ষেত্রে হালনাগাদ/বার্ষিক নবায়ন প্রয়োজন হয়) নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে।

পরিশিষ্ট-১

IoT ডিভাইস আমদানিকারক এবং Radio Equipment Importer & Vendor Enlistment সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত তথ্য/ডকুমেন্ট জমা দিতে হবে :

১. হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি (সত্যায়িত)।
২. হালনাগাদ আমদানি নিবন্ধন সনদপত্রের ফটোকপি (সত্যায়িত)।
৩. সর্বশেষ আয়কর প্রদানের সনদপত্রের ফটোকপি ও একই সাথে হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের রশিদ বা ব্যাখ্যা প্রদান (সত্যায়িত)।
৪. মূল্য সংযোজন কর সনদপত্রের ফটোকপি (সত্যায়িত)।
৫. ব্যাংক সলভেন্সি (Sound & Solvent) সনদপত্র (বর্তমান)। ফটোকপি হলে সত্যায়িত হতে হবে।

৬. লিমিটেড কোম্পানি ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন ও আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশন-এর ফটোকপি (সত্যায়িত)।
অথবা, ব্যক্তি মালিকানার ক্ষেত্রে প্রোপাইটারশিপ সার্টিফিকেট, অথাৎ (নোটারি পাবলিক থেকে “২০০/- টাকার স্ট্যাম্প হলফ নামা” এর মূলকপি)। অথবা, পার্টনারশিপের ক্ষেত্রে Registrar of Joint Stock Companies & Firms, Bangladesh হতে রেজিস্ট্রিকৃত সনদের ফটোকপি (সত্যায়িত)।
৭. সংস্থায় কর্মরত (যে কোনো একজন) টেকনিক্যাল জনবলের জীবন বৃত্তান্ত, নিয়োগকৃত হলে নিয়োগ পত্র।
৮. কোম্পানি বা ফার্মের ক্ষেত্রে MD/CEO-এর ছবি এবং প্রোপাইটারশিপের ক্ষেত্রে মালিকের সত্যায়িত ছবি।
৯. কোম্পানি বা ফার্মের ক্ষেত্রে MD/CEO প্রোপাইটারশিপ-এর ক্ষেত্রে মালিকের জাতীয়পরিচয় সত্যায়িত অনুলিপিদাখিল করতে হবে।

পরিশিষ্ট-২

স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন, উৎপাদন, বাজারজাতকরণের জন্য Enlistment সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত তথ্য/ডকুমেন্ট জমা দিতে হবে :

১. হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি (সত্যায়িত)।
২. হাল নাগাদ আমদানি নিবন্ধন সনদপত্রের ফটোকপি (সত্যায়িত)।
৩. সর্বশেষ আয়কর প্রদানের সনদপত্রের ফটোকপি ও একই সাথে হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের রশিদ বা ব্যাখ্যা প্রদান (সত্যায়িত)।
৪. মূল্য সংযোজন কর সনদপত্রের ফটোকপি (সত্যায়িত)।
৫. ব্যাংক সলভেন্সি (Sound & Solvent) সনদপত্র (বর্তমান)। ফটোকপি হলে সত্যায়িত হতে হবে।
৬. প্রতিষ্ঠানের নামে বা প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্সধারীর নামে ইতোপূর্বে “Mobile Phone Handset Manufacturer and vendor Enlistment” সনদ গ্রহণ করা হয় নাই মর্মে অঙ্গীকারনামা।
৭. লিমিটেড কোম্পানি ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন ও আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশন-এর ফটোকপি (সত্যায়িত)।
অথবা, ব্যক্তি মালিকানার ক্ষেত্রে প্রোপাইটারশিপ সার্টিফিকেট, অথাৎ (নোটারি পাবলিক থেকে “২০০/- টাকার স্ট্যাম্প হলফ নামা” এর মূলকপি)। অথবা, পার্টনারশিপের ক্ষেত্রে Registrar of Joint Stock Companies & Firms, Bangladesh হতে রেজিস্ট্রিকৃত সনদের ফটোকপি (সত্যায়িত)।
৮. প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্সধারীর সত্যায়িত ছবি দাখিল করতে হবে।
৯. প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্সধারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করতে হবে।
১০. সংস্থায় কর্মরত ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) জন টেকনিক্যাল জনবলের জীবনবৃত্তান্ত, নিয়োগকৃত হলে নিয়োগ পত্র।
১১. Bangladesh Investment Development Authority (BIDA)-এর ছাড়পত্র (সত্যায়িত)।
১২. হাল নাগাদ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আমদানি নিবন্ধন সনদপত্রের ফটোকপি (সত্যায়িত)।
১৩. পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র (সত্যায়িত)।
১৪. হাল নাগাদ রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্রের ফটোকপি (সত্যায়িত)। (শুধুমাত্র স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বা সংযোজিত মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট রপ্তানীকারকের জন্য প্রযোজ্য)
১৫. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে শুল্ক রেয়াত প্রাপ্তির সনদপত্রের ফটোকপি (সত্যায়িত)।
মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১-এর অধীনে উৎপাদনকারি বা সংযোজনকারী হিসাবে নিবন্ধন কপি (সত্যায়িত)।
১৬. উৎপাদনকারি বা সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট-এর কারিগরী মান/বিশিষ্ট সঠিকভাবে নিরূপন করার জন্য পরিশিষ্ট-৪ বর্ণিত টেস্টিং সুবিধা/টেস্টিং যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ একটি নিজস্ব Testing Lab স্থাপনের সুনির্দিষ্ট সময়কালসহ বিস্তারিত প্ল্যান (ক্যাটাগরি বি-এর জন্য প্রযোজ্য নয়)।

১৭. নিজস্ব Testing Lab টি প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি (International Accreditation for Quality Control) না পাওয়া পর্যন্ত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন Testing Lab-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তির কপি জমা দিতে হবে;
১৮. কারখানা ভবন ভাড়া কৃত হলে ভাড়ার চুক্তির কপি;

পরিশিষ্ট-৩

আইএসএম ব্যান্ডে তালিকাভুক্তি হওয়ার জন্য নীচের তথ্য/ডকুমেন্ট অত্র দপ্তরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো :

১. তরঙ্গ বরাদ্দের জন্য বিটিআরসি'র নির্ধারিত আবেদন ফরমটি যথাযথভাবে পূরণ করে প্রেরণ করতে হবে।
২. বেতার যন্ত্রের আবেদন ফর্মের ফি ৫০০ (পাঁচশত) টাকা এবং আবেদন প্রক্রিয়াকরণের ফি ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা + ১৫% ভ্যাট যা অফেরৎযোগ্য। অতএব (৫০০+৫০০০+৮২৫)=৬৩২৫/-
৩. বেতারযন্ত্র আমদানির জন্য অত্র কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক তালিকাভুক্তির ফি ৫০০০ টাকা+১৫% ভ্যাট যা অফেরৎযোগ্য। অতএব (৫০০০+৭৫০)=৫৭৫০/-
৪. সর্বমোট = ৬৩২৫ + ৫৭৫০ = ১২০৭৫/- (বার হাজার পঁচাত্তর টাকা মাত্র) (৫ বছরের জন্য এনলিস্টেড)
৫. প্রতিষ্ঠানটির ট্রেড লাইসেন্সের হালনাগাদ কপি প্রদান করতে হবে।
৬. হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স-এর ফটোকপি (সত্যায়িত)।
৭. হালনাগাদ আমদানি নিবন্ধন সনদপত্রের ফটোকপি (সত্যায়িত)।
৮. সর্বশেষ আয়কর প্রদানের সনদপত্রের ফটোকপি ও একই সাথে হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের রশিদ বা ব্যাখ্যা প্রদান (সত্যায়িত)।
৯. মূল্য সংযোজন কর সনদপত্রের ফটোকপি (সত্যায়িত)।
১০. ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট। ফটোকপি হলে সত্যায়িত হতে হবে।
১১. মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন ও আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশন-এর ফটোকপি (সত্যায়িত)।
১২. সংস্থায় কর্মরত একজন টেকনিক্যাল লোকের জীবনবৃত্তান্ত।

বিঃদ্রঃ আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানটি যদি কমিশনের অন্য লাইসেন্সধারী হয় (ভেঙের) হয় তবে ৩ নং শর্ত প্রযোজ্য নহে। শুধুমাত্র শর্ত নং-২ অনুযায়ী পে-অর্ডার দাখিল করলেই হবে।

১.১.১০। আইএসএম রেডিও সার্ভিস

দেশের ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল (এনএফএটি) অনুযায়ী ১৩.৫৫৩-১৩.৫৬৭ মেগাহার্স, ২৬.৯৫৭-২৭.২৮৩ মেগাহার্স, ৪০.৬৬৬-৪০.৭০ মেগাহার্স, ২.৪০-২.৪৮৩ গিগাহার্স এবং ৫.৭২৫-৫.৮৫০ গিগাহার্স ব্যান্ডের তরঙ্গ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সায়েন্টিফিক ও মেডিকেল (আইএসএম) ব্যান্ড হিসাবে পরিচিত। আইটিইউ রেডিও রেগুলেশনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সায়েন্টিফিক ও মেডিকেল (আইএসএম) এর কার্যক্রমের নিমিত্তে ব্যবহারের জন্য এই তরঙ্গ ডি-রেগুলেটেড ব্যান্ড হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু টেলিযোগাযোগের জন্য এই তরঙ্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্ত সাপেক্ষে বিটিআরসি থেকে অনুমতি প্রদান করা হয়ে থাকে। টেলিকম অপারেটর, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, সরকারি/বেসরকারি অফিস, ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক রেডিও লিংকের জন্য এই তরঙ্গ শেয়ার্ড ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানের জন্য ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারগণ কর্তৃক ২.৪০-২.৪৮৩ গিগাহার্স তরঙ্গ বহুলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কমিশন হতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সায়েন্টিফিক ও মেডিকেল (আইএসএম) এর কার্যক্রমের নিমিত্তে ব্যবহারের জন্য একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উক্ত নির্দেশিকায় শুধুমাত্র ২.৪-২.৪৮৩ ও ৫.৭২৫-৫.৮৫০ গিগাহার্স তরঙ্গ দ্বারা সার্ভিস প্রদানের বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় স্বল্প পাল্লা এবং কম শক্তিসম্পন্ন বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ আছে যার ফলে ব্যবহার ইচ্ছুক আবেদনকারী এই ব্যান্ড সম্পর্কে সম্মক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে। আইএসএম ব্যান্ডে তালিকাভুক্তি সনদের জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পরিশিষ্ট-৩ এ বর্ণিত তথ্য/ডকুমেন্ট নেওয়া প্রয়োজন।

Vendor/IoT/ISM এবং স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট প্রস্তুতকারক ও ভেডর সনদধারীর বর্তমান সংখ্যা নিম্নের ছকে তুলে ধরা হলো :

ক্যাটাগরি	সনদধারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মন্তব্য
Radio Equipment Importer & Vendor Enlistment	৪০৪	
IoT Device Importer Enlistment	৭৮	
Mobile Handset Manufacturer and Vendor Enlistment	১৩	বর্তমানে ৯টি আগ্রহী প্রতিষ্ঠান উক্ত ভেডর তালিকাভুক্তি সনদ চেয়ে বিটিআরসি বরাবর আবেদন করেছে, যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
আইএসএম	১১০	

১.১.১১। প্রফেশনাল মোবাইল রেডিও সার্ভিস

প্রফেশনাল মোবাইল রেডিও সার্ভিস যাকে সংক্ষেপে “পিএমআর” বলা হয়ে থাকে। প্রফেশনাল মোবাইল রেডিও ইংল্যান্ডে প্রাইভেট মোবাইল রেডিও, উত্তর আমেরিকায় ল্যান্ড মোবাইল রেডিও নামেও পরিচিত, যা মূলতঃ মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত বেতার যোগাযোগ পদ্ধতি। প্রফেশনাল মোবাইল রেডিও সার্ভিস একটি দ্বি-মুখী বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) রেগুলেশন ও বাংলাদেশের ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল (এনএফএটি) অনুযায়ী এইচএফ (৩-৩০ মেগাহার্টজ) ব্যান্ড ও ভিএইচএফ (৩০-৩০০ মেগাহার্টজ) ব্যান্ডের তরঙ্গ প্রফেশনাল মোবাইল রেডিও সার্ভিসে ওয়াকি-টকির জন্য নির্ধারিত। তাছাড়া ইউএইচএফ (৩০০-৩০০০ মেগাহার্টজ) ব্যান্ডের কিছু অংশও প্রফেশনাল মোবাইল রেডিও সার্ভিসের জন্য ব্যবহৃত হয়।

সরকারি নিরাপত্তা সংস্থা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিজস্ব ব্যবহারের জন্য, বাংলাদেশের ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল (এনএফএটি)-এ কতিপয় তরঙ্গ ব্যান্ড আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ বীমানবাহিনী, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, কোস্ট গার্ড, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক দেশ ও দেশের মানুষের নিরাপত্তা বিধান ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে এই বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে থাকে। বর্তমানে এই সার্ভিসের জন্য ১২.৫ কিলোহার্টজ তরঙ্গ ব্যান্ডউইথ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন ব্যান্ডে আনুমানিক ২৪৩টি প্রতিষ্ঠানকে এই সার্ভিসের জন্য তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া আছে।

১.১.১২। সিটিজেন ব্যান্ড রেডিও/শর্ট বিজনেস রেডিও সার্ভিস (SBR)

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কম দূরত্বে কম কাভারেজে ব্যবহারের জন্য যে রেডিও সার্ভিস দেয়া হয় তা হলো সিটিজেন ব্যান্ড রেডিও/শর্ট বিজনেস রেডিও সার্ভিস। ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল (এনএফএটি)-এ তরঙ্গ ব্যান্ড হিসাবে সিটিজেন ব্যান্ডের জন্য ২৬-২৭ মেগাহার্টজ ও এসবিআর অর্থাৎ শর্ট বিজনেস রেডিও এর জন্য ২৪৫-২৪৬ মেগাহার্টজ তরঙ্গ শেয়ার্ড বেসিসে রিপিটার ছাড়া শুধুমাত্র ওয়াকি-টকি টু ওয়াকি-টকি যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এই সার্ভিসের জন্য ১২.৫ কিলোহার্টজ তরঙ্গ ব্যান্ডউইথ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে এই ব্যান্ডে আনুমানিক ৭৬৪টি প্রতিষ্ঠানকে এই সার্ভিসের জন্য তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া আছে।

১.১.১৩। পিএমআর এবং সিটিজেন ব্যান্ড রেডিও/শর্ট বিজনেস রেডিও সার্ভিস-এর ব্যবহার

কার্যকর, নিরবিচ্ছিন্ন ও নিরাপদ যোগাযোগের জন্য বেতার তরঙ্গ ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। সরকারি/বেসরকারি/ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, সরকারের নিরাপত্তা সংস্থাসমূহ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, জাতিসংঘ মিশন, দূতাবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেস/রিপিটার ও ওয়াকি-টকি নামক বেতার যন্ত্রের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তন্মধ্যে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই এইচএফ ব্যান্ড, ভিএইচএফ ব্যান্ড ও ইউএইচএফ ব্যান্ডে বেস ও রিপিটারসহ ওয়াকি-টকি ব্যবহার করে থাকে। এছাড়াও ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল অনুযায়ী ০২টি প্রতিষ্ঠানকে রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট এর কাজ পরিচালনার জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে ভিএইচএফ ব্যান্ডে তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। দেশের বেশির ভাগ প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে সিটিজেন ব্যান্ড রেডিও/শর্ট বিজনেস রেডিও সার্ভিস অনুমোদন দেয়া হয়। এই সব প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান কালো রং বাদে ওয়াকি-টকি ব্যবহার করে থাকে। নিম্নলিখিত সুবিধার জন্য দিন দিন পিএমআর এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে :

১. পয়েন্ট টু পয়েন্ট এবং পয়েন্ট মাল্টিপয়েন্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা
২. গোপনীয়তা রক্ষা
৩. পুশ-টু টক সুবিধা
৪. বিস্তৃত কভারেজ এরিয়া
৫. নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা
৬. এইচএফ, ভিএইচএফ ও ইউএইচএফ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে ব্যবহার
৭. সর্বোপরি নিরাপদ যোগাযোগ

১.১.১৪। ভেহিক্যালট্রাকিং সার্ভিস (VTS)

সরকারি/বেসরকারি/ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও অফিস-আদালত এর পরিবহন ব্যবস্থাকে চুরি ছিনতাই ইত্যাদি ট্রাকিং করার কাজে যে ব্যবস্থা চালু আছে তাকে ভেহিক্যালট্রাকিং সার্ভিস (VTS) বলে। আমাদের দেশে এই সার্ভিসটি ব্যবহার কিছু দিন আগে শুরু হয়। বর্তমানে ১৪টি প্রতিষ্ঠান এই সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

১.১.১৫। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি)

বিটিআরসি হতে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ তরঙ্গ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ডাটা কমিউনিকেশন জন্য ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদান করে। বিটিআরসি প্রদত্ত নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রতিমাসে তরঙ্গ ব্যবহারকারী সকল আইএসপি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট থেকে প্রতিবেদন গ্রহণ করা হয়ে থাকে। উক্ত প্রতিবেদন এর মাধ্যমে আইএসপি প্রতিষ্ঠানসমূহের তরঙ্গ ব্যবহার সংক্রান্ত অপারেশনাল দিকসমূহের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে। এক্ষেত্রে যে সকল ওয়্যারলেস আইএসপি সমূহ তরঙ্গের সঠিক ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছেনা তাদের চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে। বেতার তরঙ্গের ন্যায় সীমিত জাতীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Agni Systems Limited, Ranks ITT Limited Ges Bangladesh Internet Exchange Limited (BIEL) নামক ০৩ (তিন) টি আইএসপি অপারেটরের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অথচ অব্যবহৃত প্রায় ৪২ মে. হা. তরঙ্গ ফেরত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে সরকারি নির্দেশনা মতে অব্যবহৃত তরঙ্গ ফেরতের মাধ্যমে সুষ্ঠু তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে সরকারি নির্দেশনা এবং International Telecommunication Union (ITU) এর মতামত অনুযায়ী 5G প্রযুক্তির জন্য নির্ধারিত ব্যান্ডসমূহে বিদ্যমান অন্যান্য সার্ভিসসমূহ অন্যত্র স্থানান্তর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে ৩.৫ গিগাহার্টজ হতে ১০ (দশ) টি ওয়্যারলেস আইএসপি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তরঙ্গ ইতোমধ্যে বাতিল করা হয়েছে। এছাড়াও বিটিআরসি হতে তরঙ্গ বরাদ্দ গ্রহণের মাধ্যমে বর্তমানে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা দিচ্ছে :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	তরঙ্গ ব্যান্ড (মে. হা.)
১	বাংলাদেশ ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ লি.	৮০০
২	এডিএন টেলিকম লি.	৩৫০০
		৫৬০০
৩	বিডিকম অনলাইন লি.	৫৬০০
৪	এক্সনেট লি.	৫৬০০

ছক ৩.৩ : ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা

উপরে বর্ণিত লাইসেন্স ব্যান্ড তরঙ্গ দ্বারা ওয়্যারলেস আইএসপি প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহক পর্যায়ে ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সার্ভিস, ডাটা কমিউনিকেশন সার্ভিস, আইপি টেলিফোনি সার্ভিস, সিসি ক্যামেরা সার্ভিস, সিকিউরিটি সলিউশন এবং ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি সার্ভিস প্রদান করে থাকেন। এছাড়া লাইসেন্স ব্যান্ড ব্যতীত আইএসপি লাইসেন্সের আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে ডাটা কমিউনিকেশনের জন্য আইএসএম ব্যান্ড অর্থাৎ ২.৪০০-২.৪৮৩ গিগাহার্টজ এবং ৫.৯২৫-৫.৮৭৫ গিগাহার্টজ ব্যান্ড থেকে তরঙ্গ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়ে থাকে।

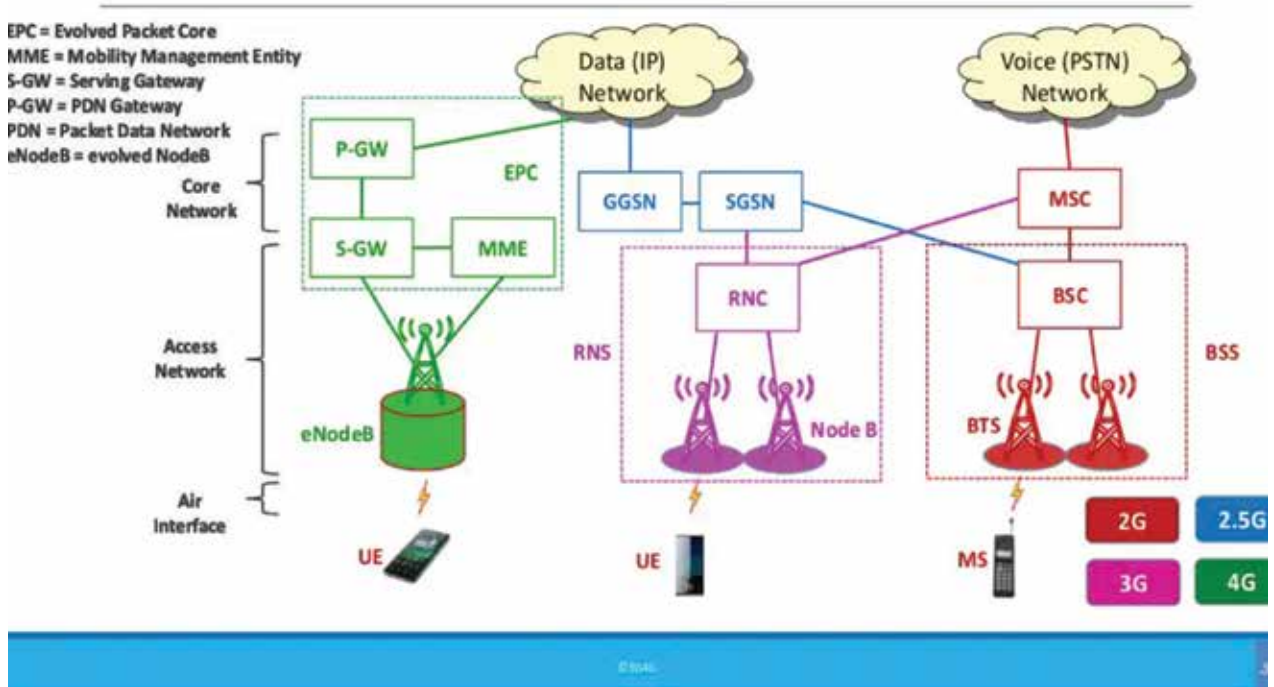
১.১.১৬। বাংলাদেশে মোবাইল প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ ও বর্তমান অবস্থা এবং ফাইভজি বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি

বাংলাদেশে মোবাইল প্রযুক্তির শুরুর দিকে তথা ১৯৯৬ সালে তিনটি অপারেটরকে বিনা মূল্যে 2G তরঙ্গ প্রদান করা হয়। ২য় প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহকগণ ভয়েজ কল এর পাশাপাশি নিম্নগতির ডাটা সার্ভিস ব্যবহার করতে পারতেন। উচ্চগতি সম্পন্ন মোবাইল ব্রডব্যান্ড সার্ভিসকে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে 3G প্রযুক্তির দ্বারা সেবা প্রদানের জন্য ০৫ (পাঁচ) টি মোবাইল ফোন অপারেটরসমূহের অনুকূলে প্রথমবারের মত প্রতিযোগিতামূলক নিলামের মাধ্যমে তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হয়। 3G গ্রাহকগণ উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার সহ মোবাইলে টিভি দেখা, ভিডিও কনফারেন্সিং, ভিডিও অন ডিমান্ড সেবা গ্রহণ করছেন।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে দেশের মোবাইল ফোন অপারেটরদের অনুকূলে ইতোপূর্বে তরঙ্গে প্রযুক্তি নিরপেক্ষতার সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে তরঙ্গের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং অপারেটরসমূহ স্বল্প বিনিয়োগে একই ব্যান্ডে অনুমোদিত প্রযুক্তি সেবা প্রদানের সুযোগ পায়।

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান বিকাশ বিবেচনা করে বাংলাদেশেও 4G/LTE সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে গ্রামীণফোন লিমিটেড, রবি আজিয়াটা লিমিটেড, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিমিটেড এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এর ফলে দেশের প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলের জনসাধারণের জন্য হাইস্পিড মোবাইল ব্রডব্যান্ড সার্ভিস ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

The '4G' LTE Network Architecture

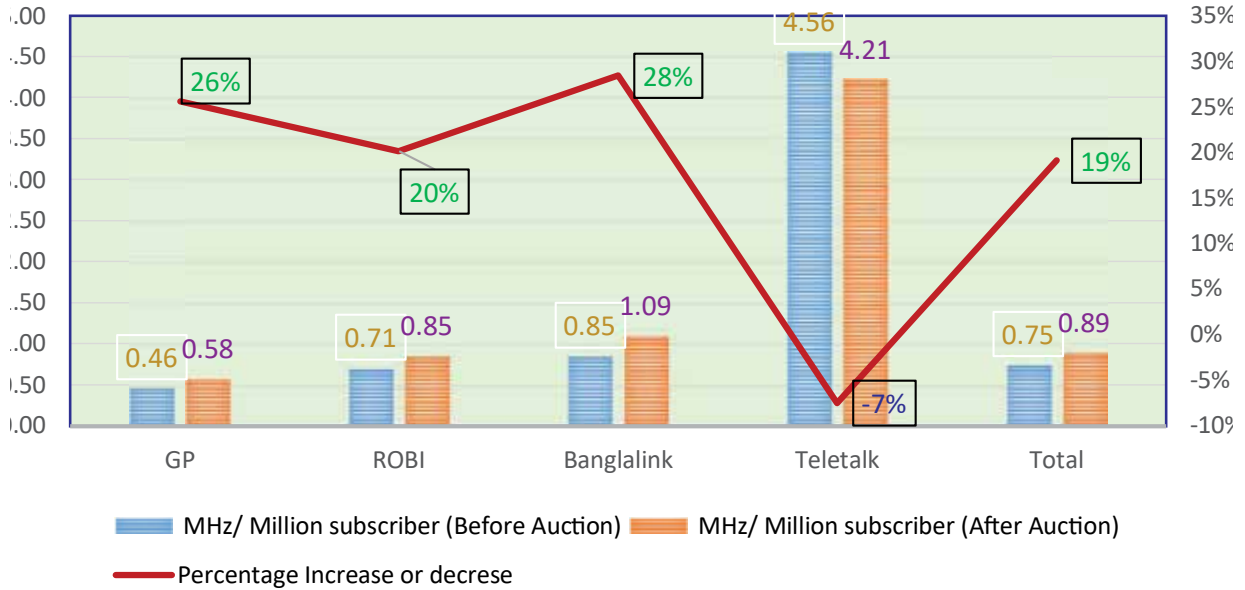


বিশ্বের বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক ও প্রযুক্তি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো 5G তথা মোবাইল ব্রডব্যান্ড, আইওটি এবং অধিক নির্ভরযোগ্য ও নিম্নতর বিলম্বের নেটওয়ার্ক তৈরির ধারণাগুলোর প্রায়োগিক দিকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে নানা মুখী সেবার বাণিজ্যিক বাস্তবায়নে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছেন যাকে “৪র্থ শিল্পবিপ্লব (4IR)” হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল বহু দেশ ইতোমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে ও পরীক্ষামূলকভাবে 5G চালু করেছে।

উল্লেখ্য, ৮ মার্চ ২০২১ তারিখে একটি প্রতিযোগিতামূলক তরঙ্গ নিলাম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১৮০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড থেকে ৭.৪ মেগাহার্টজ ও ২১০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড থেকে ২০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ ৫ বছর ৭ মাস ২ দিনের জন্য গ্রামীণফোন, রবি ও বাংলালিংকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। নিলামে নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী ১৫ বছরের জন্য এই তরঙ্গের মূল্য ভ্যাট সহ ৯৬৫.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, বাংলাদেশী টাকায় যার পরিমাণ ৮,১৮৭.৫৩/- কোটি টাকা। 2G লাইসেন্স মেয়াদে অর্থাৎ এই তরঙ্গ ৫ বছর ৭ মাস ০২ দিনের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বিধায় ৭.৫% ভ্যাট সহ তরঙ্গের মূল্য বাবদ আয় ৩০৫২.১৯/- কোটি টাকা হবে। এ তরঙ্গ নিলামের পূর্বে ১৮০০/ ২১০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডে বরাদ্দকৃত স্পেকট্রাম অপারেটর ভেদে বিক্ষিপ্ত ছিল, যা দক্ষ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার জন্য অন্তরায়। তরঙ্গ নিলামের পর বিটিআরসি'র পরিকল্পনা অনুযায়ী স্পেকট্রাম রি-অ্যারেঞ্জমেন্ট/ পুন:বন্টন এর মাধ্যমে উভয় ব্যান্ডে মোবাইল অপারেটরদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তরঙ্গ একত্রিত করা হয়েছে। উপযোগী রি-অ্যারেঞ্জমেন্ট/ পুন:বন্টন পরিকল্পনা ও দ্রুততার সাথে উহার সফল বাস্তবায়নের ফলে APEC-সহ নানা দেশি-বিদেশি টেলিযোগাযোগ ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এবং কনসোর্টিয়াম থেকে বিটিআরসি অনেক সুনাম অর্জন করেছে।

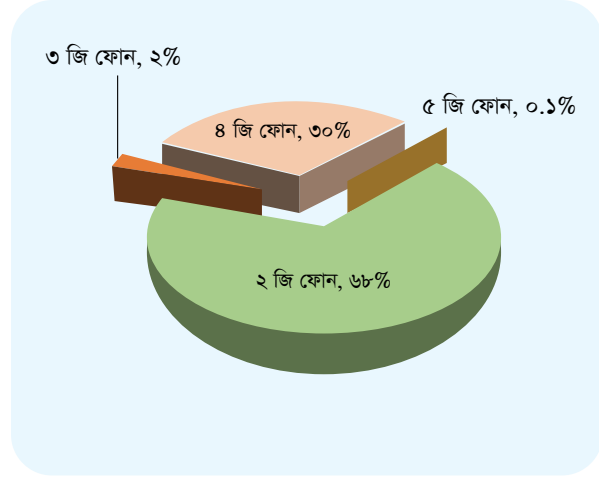
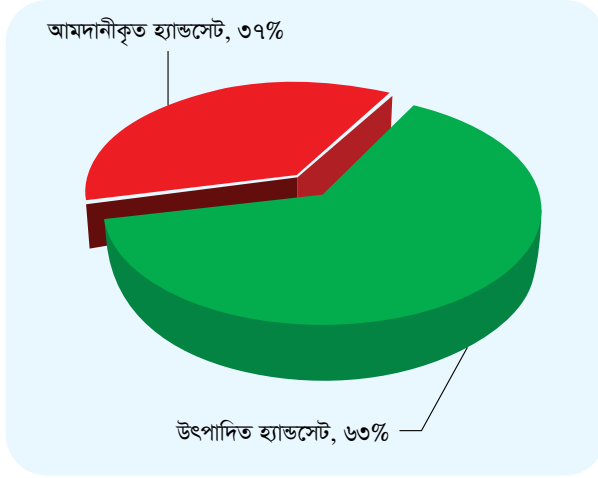
অদ্যাবধি বাংলাদেশের সফলতম তরঙ্গ নিলাম, যেখানে নিলামে প্রস্তাবিত সম্পূর্ণ তরঙ্গ পরিকল্পনা মাফিক বরাদ্দ করা গেছে। ২০১৮ সালে 4G চালুর পর হতে ধাপে ধাপে 4G মোবাইল সেবার মানকে সর্বোচ্চ উৎকর্ষতায় উন্নীত করতে সর্বশেষ তরঙ্গ নিলাম ছিল একটি মাইলফলক, যা বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশের মোবাইল ইকো-সিস্টেমের স্ট্যাণ্ডার্ডকে উন্নত করেছে এবং পরবর্তী প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তি তথা 5G চালুর দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

SPECTRUM VS SUBSCRIBER CHART (BEFORE & AFTER AUCTION 2021)



লেখচিত্র ৩.১ : ২০২১-এর স্পেকট্রাম নিলামের পর প্রতি মিলিয়ন গ্রাহকে স্পেকট্রাম প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

উল্লেখ্য, মোবাইল হ্যান্ডসেটের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশে মানসম্পন্ন মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট উৎপাদন/সংযোজন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সহজলভ্যকরণ, জাতীয় কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিমিত্ত স্থানীয়ভাবে 2G, 3G ও 4G মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন ও উৎপাদন করা হচ্ছে, যা সমায়ানুগভাবে 5G সেট প্রস্তুতেও সক্ষম হবে। পাশাপাশি, মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট ব্যতীত টেলিযোগাযোগ সেবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থানীয়ভাবে সংযোজন ও উৎপাদন কারখানা স্থাপনের নির্দেশিকা প্রণীত হতে যাচ্ছে, যা বিভিন্ন সেলুলার ও নন-সেলুলার আইওটি ডিভাইস দেশে উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।



লেখচিত্র ৩.২ : ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশে হ্যান্ডসেট সংক্রান্ত তথ্য

এরই ধারাবাহিকতায়, বাংলাদেশে 5G সেবা চালুর জন্য ২.৩ গিগাহার্টজ, ২.৬ গিগাহার্টজ ও ৩.৫ গিগাহার্টজ ব্যান্ড ৩টি নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে লাইসেন্স প্রাপ্ত ৪টি মোবাইল ফোন অপারেটরের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ তরঙ্গ রয়েছে। প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক করোনা মহামারীর প্রাদুর্ভাবে সমগ্র বিশ্ব পর্যদুস্ত এবং বিভিন্ন পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং ক্রমাগত হচ্ছে। তবে, করোনা পরিস্থিতির কারণে মোবাইল নেটওয়ার্কের ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এই চাপ মোকাবেলায় কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, 2G, 3G, 4G/ LTE এবং 5G'র জন্য আলাদা আলাদা লাইসেন্সিং গাইডলাইন না করে একটি সমন্বিত লাইসেন্স গাইডলাইন-এর খসড়া তৈরির কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে, যা কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে শীঘ্রই ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।

বর্তমানে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক ৩.৫ গিগাহার্টজ ব্যান্ডে 5G সেবা চালুর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরীক্ষামূলক কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত ফলাফল, বৈশ্বিক 5G বাস্তবায়ন এবং সরকারের নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজনীয় নীতিমালা চূড়ান্তকরণ সাপেক্ষে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত সময়কাল অনুযায়ী 5G চালু করা হবে।

১.১.১৭ | National Equipment Identity Register (NEIR)

১। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কর্তৃক জাতীয় পরিচিতি ও নিবন্ধিত সিম কার্ডের সাথে ট্যাগিং করে প্রতিটি মোবাইল ফোন নিবন্ধনের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি সেবা গ্রহণ/প্রদান নিশ্চিত করা, অবৈধভাবে উৎপাদিত/আমদানিকৃত সকল মোবাইল ফোনের ব্যবহার বন্ধ করার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত করা, ব্যবহৃত মোবাইল ফোনের চুরি ও অবৈধ ব্যবহার রোধ করা এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১লা জুলাই ২০২১ তারিখে হতে তিন মাসের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে:

(ক) গ্রাহক কর্তৃক বর্তমানে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হ্যান্ডসেটসমূহ ৩০ জুন ২০২১ তারিখের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধিত হয়েছে। ফলে ০১ জুলাই ২০২১ তারিখ হতে সেগুলো বন্ধ হবে না। ০১ জুলাই ২০২১ তারিখ হতে নতুন যে সকল মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হবে তা নেটওয়ার্কে সচল রেখে এনইআইআর এর মাধ্যমে বৈধতা যাচাই করা হচ্ছে। হ্যান্ডসেটটি বৈধ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এনইআইআর এ নিবন্ধিত হয়ে নেটওয়ার্কে সচল রাখা হচ্ছে।

- (খ) বিদেশ থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে বৈধভাবে ক্রয়কৃত অথবা উপহার প্রাপ্ত হ্যান্ডসেট এবং অন্যান্য যে সকল হ্যান্ডসেটের তথ্য এনইআইআর এ পাওয়া যাবে না সেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেটওয়ার্কে সচল করে দশ দিনের মধ্যে অনলাইনে তথ্য/দলিল প্রদান করে নিবন্ধন করার জন্য এসএমএস প্রদান করা হচ্ছে। দশ দিনের মধ্যে যথাযথভাবে নিবন্ধিত হলে উক্ত হ্যান্ডসেট বৈধ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। উক্ত সময়ের মধ্যে নিবন্ধিত না হলে হ্যান্ডসেটটি বৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে না যা গ্রাহককে “এসএমএস”-এর মাধ্যমে অবহিত করে পরীক্ষাকালীন সময়ের (তিন মাস) জন্য নেটওয়ার্কে সংযুক্ত রাখা হবে। পরীক্ষাকালীন সময় অতিবাহিত হলে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- (গ) পরীক্ষামূলক সময়কালে ডি-রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই হ্যান্ডসেট হস্তান্তর করা যাবে, অর্থাৎ যে কোনো গ্রাহক যে কোনো হ্যান্ডসেট ব্যবহার করতে পারবে।

২। উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশে মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৭.৪১ কোটি। মোবাইল ফোন গ্রাহকদের চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিবছর বিদেশ থেকে প্রায় ১.৫ কোটি মোবাইল হ্যান্ডসেট আমদানির পাশাপাশি প্রায় ২ (দুই) কোটি মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট দেশেই সংযোজন (Assemble) করা হচ্ছে। বৈধভাবে আমদানির পাশাপাশি কর ফাঁকি দিয়ে অবৈধ ভাবেও হ্যান্ডসেট দেশে আনা হচ্ছে। মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে বিটিআরসি কর্তৃক এনইআইআর স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

১.১.১৭.১। এনইআইআর স্থাপনের উদ্দেশ্যসমূহ

- (ক) জাতীয় পরিচিতি এবং নিবন্ধিত সিম কার্ডের সাথে হ্যান্ডসেটের আইএমআইআই সম্পৃক্ত করে প্রতিটি মোবাইল ফোন সেট নিবন্ধনের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রদান ও গ্রহণ নিশ্চিত করা।
- (খ) উৎপাদিত/আমদানিকৃত সকল মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট এর বৈধতা নিরূপণ করে অবৈধ সেটের ব্যবহার বন্ধ করা।
- (গ) ব্যবহৃত হ্যান্ডসেটের চুরি ও অবৈধ ব্যবহার রোধ করা।
- (ঘ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদান করা।
- ৩। উল্লেখ্য যে, এনইআইআর বাস্তবায়নের জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী গত ১৮-০২-২০২০ তারিখে একটি টেন্ডার (OSTEM-International) আহ্বান করা হয়। দরপত্র প্রস্তাব জমা প্রদানকারী ১০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ০৪টি প্রতিষ্ঠান যোগ্য বিবেচিত হয়। প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত ০৪টি প্রতিষ্ঠান হতে Proof of Concept এর মাধ্যমে ০৩টি প্রতিষ্ঠান কারিগরিভাবে যোগ্য বিবেচিত হয় এবং সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে সিনেসিস-র্যাডিসন-কম্পিউটার ওয়ার্ল্ড (জয়েন্ট ভেঞ্চার) কার্যাদেশ প্রাপ্ত হয়।
- ৪। ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত NEIR সিস্টেমে মোবাইল ফোন অপারেটর এবং NAID সিস্টেম হতে প্রাপ্ত ৬৩.৮৪ কোটি IMEI নম্বর অর্থাৎ আনুমানিক ৩১.৯১ কোটি মোবাইল হ্যান্ডসেটের ডাটার মাইগ্রেশন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
- ৫। যে কোনো মাধ্যম হতে (বিক্রয় কেন্দ্র, অনলাইন বিক্রয় কেন্দ্র, ই-কমার্স সাইট ইত্যাদি) মোবাইল হ্যান্ডসেট ক্রয়ের পূর্বে অবশ্যই হ্যান্ডসেটটির বৈধতা বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে যাচাই করবেন এবং ক্রয়কৃত হ্যান্ডসেটের ক্রয় রশিদ সংরক্ষণ করবেন। মোবাইল হ্যান্ডসেটটি বৈধ হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এনইআইআর সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়ে যাবে।

১.১.১৭.২। ব্যবহৃত মোবাইল হ্যান্ডসেট এর বর্তমান অবস্থা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া

ব্যবহৃত মোবাইল হ্যান্ডসেট এর বর্তমান অবস্থা নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে জানা যাবে।

ধাপ-১: মোবাইল হ্যান্ডসেট হতে *১৬১৬১# নম্বরে ডায়াল করুন।

ধাপ-২: স্ক্রিনে প্রদর্শিত অপশন হতে Status Check অপশন সিলেক্ট করুন।

ধাপ-৩: স্বয়ংক্রিয় ইনপুট বক্স আসলে হ্যান্ডসেট এর ১৫ ডিজিটের IMEI নম্বরটি লিখে প্রেরণ করুন।

ধাপ-৪: হ্যাঁ/না অপশন সম্মিলিত অপশন আসলে 'হ্যাঁ' Select করে নিশ্চিত করুন।

নোট: ফিরতি ম্যাসেজ এর মাধ্যমে ব্যবহৃত মোবাইল হ্যান্ডসেটের হালনাগাদ অবস্থা জানানো হবে।

১.১.১৭.৩। এনইআইআর সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে জানার ক্ষেত্রে করণীয়

এনইআইআর সম্পর্কিত কোন বিষয়ে জানার প্রয়োজন হলে বিটিআরসি'র হেল্পডেস্ক নম্বর ১০০ অথবা মোবাইল অপারেটরগণের কাস্টমার কেয়ার নম্বর ১২১ এ ডায়াল করে জানা যাবে।

গত ০১ অক্টোবর ২০২১ তারিখ হতে নেটওয়ার্কে নতুনভাবে সংযুক্ত সকল অবৈধ হ্যান্ডসেটের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা বিধান রেখে এনইআইআর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

১.১.১৮। টেরিস্ট্রিয়াল টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং

দেশে একমাত্র টেরিস্ট্রিয়াল টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং এর কার্যক্রম পরিচালনা করছে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)। এই সম্প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠানটি ডিএইচএফ ব্যান্ডে ১৭৪-২৩০ মেগাহার্তজ তরঙ্গ ব্যবহার করছে। উল্লেখ্য যে, অধিক সুবিধা সম্পন্ন ডিজিটাল ব্রডকাস্টিং সিস্টেম বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে প্রবর্তন হচ্ছে এবং এনালগ ব্রডকাস্টিং সিস্টেম অবলুপ্ত হচ্ছে। ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং সিস্টেমে তরঙ্গ দক্ষতা অধিক হওয়ায় সমপরিমাণ তরঙ্গে অধিক সংখ্যক টেলিভিশন চ্যানেল প্রদান করা যায়। এছাড়া ভবিষ্যতে এনালগ ব্রডকাস্টিং সিস্টেম নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ সকল যন্ত্রপাতির প্রস্তুত বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়সমূহ বিবেচনা করে বাংলাদেশে এনালগ থেকে ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং সিস্টেমে সুইচ ওভারের লক্ষ্যে বিটিআরসি ইউএইচএফ ব্যান্ডে ৫২২-৬১৪ মেগাহার্তজ তরঙ্গ সংরক্ষণের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এর ফলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এই তরঙ্গ ব্যবহার করে ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং সিস্টেম এর মাধ্যমে ছবি ও শব্দের উন্নততর মান, ইন্টারএক্টিভিটি, ভিডিও অন ডিমান্ড এবং ডাটাকাস্টিং সহ বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

১.১.১৯। এফএম রেডিও ব্রডকাস্টিং

বেতার সম্প্রচার এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ, সহজলভ্য ও টেকসই গণযোগাযোগ মাধ্যম যার মাধ্যমে খুব সহজেই দেশের প্রান্তিক জনসাধারণের কাছে জরুরী খবর, সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সংবাদ সরাসরি পৌঁছে দেয়া সম্ভব। বেতার সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের পক্ষে জনমত তৈরী, বিভিন্ন গুজব ও কুসংস্কার সম্পর্কে সচেতনতা, জঙ্গিবাদ বিরোধী প্রচারণা, গণশিক্ষার প্রসার ঘটানো, শিল্প, সংস্কৃতি, সংগীত, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও খেলাধুলা সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়া অতি সহজসাধ্য হয়েছে। এসকল উদ্দেশ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়। কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে লাইসেন্স প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে এফএম রেডিও সম্প্রচারের জন্য বিটিআরসি কর্তৃক ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল (এনএফএটি) অনুযায়ী ৮৭.৫-১০৮ মেগাহার্তজ ব্যান্ড হতে তরঙ্গ প্রদান করা হয়, যা 'এফএম ব্যান্ড' নামে পরিচিত।

এফএম ব্যান্ডে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রচারের জন্য ২০০ কিলোহার্তজ করে তরঙ্গ বরাদ্দ দেয়া আছে এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২০০ কিলোহার্তজ করে তরঙ্গ খালি রাখা আছে, যা গার্ডব্যান্ড হিসেবে কাজ করছে। ফলে এফএম ব্যান্ডে সর্বমোট ৫১টি স্লটে তরঙ্গ প্রদান করা সম্ভব হবে। তথ্য মন্ত্রণালয় হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বেতার এবং বেসরকারি খাত সহ মোট ২৮টি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান-কে এফএম রেডিও সম্প্রচারের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বিটিআরসি হতে এখন পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি খাতে এফএম রেডিও সম্প্রচারের জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত যেসকল সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে তরঙ্গ প্রদান করা হয়েছে, তার তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	বরাদ্দকৃত তরঙ্গ (কেন্দ্রীয়)
১	বাংলাদেশ বেতার (চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, ঢাকা)	৮৮.৮০ মেগাহার্তজ
	বাংলাদেশ বেতার (চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, ঢাকা)	৯০.০০ মেগাহার্তজ
	বাংলাদেশ বেতার (ঠাকুরগাঁও, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ)	৯২.০০ মেগাহার্তজ
	বাংলাদেশ বেতার (ঢাকা)	৯৭.৬০ মেগাহার্তজ
	বাংলাদেশ বেতার (খুলনা)	১০০.০০ মেগাহার্তজ
	বাংলাদেশ বেতার (কুমিল্লা)	১০১.২০ মেগাহার্তজ
	বাংলাদেশ বেতার (ঢাকা, খুলনা)	১০২.০০ মেগাহার্তজ
	বাংলাদেশ বেতার (ঢাকা, রাঙ্গামাটি)	১০৩.২০ মেগাহার্তজ
	বাংলাদেশ বেতার (কুমিল্লা)	১০৩.৬০ মেগাহার্তজ
	বাংলাদেশ বেতার (ঢাকা, রাজশাহী, বান্দরবন)	১০৪.০০ মেগাহার্তজ
	বাংলাদেশ বেতার (রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল)	১০৫.০০ মেগাহার্তজ
	বাংলাদেশ বেতার (বরিশাল)	১০৫.২০ মেগাহার্তজ
	বাংলাদেশ বেতার (চট্টগ্রাম, রংপুর)	১০৫.৪০ মেগাহার্তজ
	বাংলাদেশ বেতার (ঢাকা)	১০৬.০০ মেগাহার্তজ
২	রেডিও ফুর্তি লি.	৮৮.০০ মেগাহার্তজ
৩	ইউনিওয়েভ ব্রডকাস্টিং লি. (রেডিও আমার)	৮৮.৪০ মেগাহার্তজ
৪	আয়না ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন লি. (এবিসি রেডিও)	৮৯.২০ মেগাহার্তজ
৫	রেডিও ব্রডকাস্টিং এফএম লি. (রেডিও টুডে)	৮৯.৬০ মেগাহার্তজ
৬	ঢাকা এফএম লি. (ঢাকা এফএম)	৯০.৪০ মেগাহার্তজ
৭	এশিয়ান রেডিও লি. (এশিয়ান রেডিও)	৯০.৮০ মেগাহার্তজ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	বরাদ্দকৃত তরঙ্গ (কেন্দ্রীয়)
৮	রেডিও ধনি লিমিটেড (রেডিও ধনি)	৯১.২০ মেগাহার্স
৯	পিপলস রেডিও লি. (পিপলস রেডিও)	৯১.৬০ মেগাহার্স
১০	এশিয়াটিক মার্কেটিংকমিউনিকেশন লি. (রেডিও স্বাধীন)	৯২.৪০ মেগাহার্স
১১	গানচিল মিডিয়া লি. (রেডিও ভূমি)	৯২.৮০ মেগাহার্স
১২	ভিশন টেকনোলজিস লিমিটেড (রেডিও দিনরাত)	৯৩.৬০ মেগাহার্স
১৩	আরাফ এ্যাপারেলস্ (রেডিও ঢোল)	৯৪.০০ মেগাহার্স
১৪	একেসি (প্রাইভেট) লি. (জাগোএফএম)	৯৪.৪০ মেগাহার্স
	একেসি (প্রাইভেট) লি. (জাগোএফএম) (কুমিল্লা রিলে স্টেশন)	৯৪.৪০ মেগাহার্স
১৫	বাংলা রেডিও	৯৫.২০ মেগাহার্স
১৬	ইনোভিশন (রেডিও এজ)	৯৫.৬০ মেগাহার্স
১৭	মিডিয়া সিটি লি. (সিটি এফএম)	৯৬.০০ মেগাহার্স
১৮	রেডিও মাসালা লি. (রেডিও মাসালা)	৯৬.৪০ মেগাহার্স
১৯	সিআই ইউএস প্রাঃ লি. (রেডিও প্রাইম)	৯৬.৮০ মেগাহার্স
২০	ব্রডকাস্ট ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ লিমিটেড (টাইমস রেডিও)	৯৭.২০ মেগাহার্স
২১	রাতুল মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন লি. (দেশ রেডিও)	৯৮.০০ মেগাহার্স
২২	রেডিও ৭১ লিমিটেড (রেডিও ৭১)	৯৮.৪০ মেগাহার্স
২৩	মিডিয়া টুডে লিমিটেড (রেডিও সিটি)	৯৯.৬০ মেগাহার্স
২৪	ধানসিঁড়ি কমিউনিকেশন লি. (রেডিও একটিভ)	১০০.৪০ মেগাহার্স
২৫	টিউন বাংলাদেশে (কালারস্ এফএম)	১০১.৬০ মেগাহার্স
২৬	ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লি. (রেডিও ক্যাপিটাল)	৯৪.৮০ মেগাহার্স
২৭	রেডিও মান্তি (রেডিও আন্সার)	১০২.৪০ মেগাহার্স
২৮	গোল্ড এফএম (সূফী এফএম)	১০২.৮০ মেগাহার্স

ছক ৩.৪ : এফএম রেডিও প্রতিষ্ঠানের তালিকা

১.১.২০। কমিউনিটি রেডিও ব্রডকাস্টিং

নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানে বসবাসকারী, সমধর্মী কিছুলোক আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কোন জনগোষ্ঠীকে তথ্যসেবা প্রদান করার মাধ্যমে জীবন-বিকাশের সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনার নীতিমালা-২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিমালার আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বমোট ৩১ (একত্রিশ) টি প্রতিষ্ঠানকে কমিউনিটি রেডিও'র অনুমোদন/লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৯ (উনিশ) টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারের জন্য বিটিআরসি কর্তৃক ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল (এনএফএটি) অনুযায়ী ৮৭.৫-১০৮.০ মেগাহার্স ব্যান্ড হতে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয় হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত ১৯ (উনিশ) টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তরঙ্গ নিম্নরূপে বরাদ্দকৃত :

ক্রমিক নং	কমিউনিটি রেডিও'র নাম	সম্প্রচারের এলাকা	বরাদ্দকৃত তরঙ্গ
১	আরডিআরএস বাংলাদেশ	কুড়িগ্রাম	৯৯.২০ মেগাহার্স
২	সিসিডি বাংলাদেশ	রাজশাহী	
৩	ইয়াং পাওয়ার ইনসোস্য্যাল এ্যাকশন	চট্টগ্রাম	
৪	ব্র্যাক	মৌলভীবাজার	
৫	এলডিআরও	বগুড়া	
৬	নলতা হসপিটাল এন্ড কমিউনিটি হেলথ কমপ্লেক্স	সাতক্ষীরা	
৭	বরেন্দ্র রেডিও	নওগাঁ	
৮	সৃজনী বাংলাদেশ	ঝিনাইদহ	
৯	কৃষি তথ্য সার্ভিস	বরগুনা	
১০	ইসি বাংলাদেশ	মুন্সীগঞ্জ	
১১	একলাব	টেকনাফ	৯৮.৮০ মেগাহার্স
১২	দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা	নোয়াখালী	
১৩	ব্রডকাস্টিং এশিয়া অব বাংলাদেশ	খুলনা	
১৪	প্রয়াসমানবিক উন্নয়ন সোসাইটি	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	
১৫	ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার	বরগুনা	৯৯.০০ মেগাহার্স
১৬	এসকেএস ফাউন্ডেশন	গাইবান্ধা	
১৭	কোস্টাল অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন (কোস্ট ট্রাস্ট)	ভোলা	
১৮	কোস্টাল অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন (কোস্ট ট্রাস্ট)	কক্সবাজার	
১৯	অপরাজেয় বাংলাদেশ (জাগো বাহে রেডিও পীরগঞ্জ)	রংপুর	

ছক ৩.৫ : কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠানের তালিকা

কমিউনিটি রেডিও'র ক্ষেত্রে ট্রান্সমিটারের আউটপুট পাওয়ার ১০০ ওয়াট এবং কভারেজ এরিয়া ১৭ কিলোমিটার। কমিউনিটি রেডিও'র সুফলের আওতায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এর ট্রান্সমিটারের আউটপুট পাওয়ার ১০০ ওয়াট থেকে বৃদ্ধি করে ২৫০ ওয়াট করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আউটপুট পাওয়ার বৃদ্ধি করা হলে কমিউনিটি রেডিও'র কভারেজ এরিয়া আরও বৃদ্ধি পাবে এবং আরও বেশি জনগণকে এর মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হবে। যেহেতু কমিউনিটি রেডিওসমূহ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অঞ্চলে সেবা প্রদান করবে সেজন্য বর্তমানে তিনটি এফএম তরঙ্গ যার প্রতিটির ব্যান্ডউইথ ২০০ কিঃহার্স করে, পুনঃ ব্যবহারের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। সেগুলো হলো ৯৮.৮০ মেগাহার্স, ৯৯.০০ মেগাহার্স এবং ৯৯.২০ মেগাহার্স।

১.২। দেশে বিদ্যমান স্পেস কমিউনিকেশন সেবা

১.২.১। দেশে বিদ্যমান স্যাটেলাইট সেবা

আইটিইউ কর্তৃক প্রণীত রেডিও রেগুলেশন অনুযায়ী যে সকল রেডিও কমিউনিকেশন এ এক বা একাধিক স্পেস স্টেশন বা রিফ্লেক্টিং স্যাটেলাইট বা মহাকাশে অবস্থিত অন্য কোন ধরনের বস্তুর ব্যবহার হয় তাকে স্পেস রেডিও কমিউনিকেশন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। উক্ত সংজ্ঞার আলোকে দেশে বিদ্যমান স্যাটেলাইট রেডিও কমিউনিকেশন সার্ভিসের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১.২.১.১। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তরঙ্গ বরাদ্দকরণ

১২ই মে ২০১৮, ভোর ০২:১৪ ঘটিকায় বাংলাদেশের প্রথম Geo-stationary Satellite ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’ উৎক্ষেপণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের সাথে সাথে বাংলাদেশ যেমন বিশ্বে ৫৭তম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। একই সাথে দেশে তরঙ্গ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।



১১৯.১ ডিগ্রি পূঃ দ্রাঃ অরবিটাল স্লটে অবস্থিত এই স্যাটেলাইটে ১৪ (চৌদ্দ) টি C-band ট্রান্সপন্ডার এবং ২৬ (ছাক্বিশ) টি Ku-band ট্রান্সপন্ডার রয়েছে। স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপিত হওয়ার পর এর অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেতার তরঙ্গের প্রয়োজন হবে বিধায় গত ২৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ প্রকল্পের সাথে স্পেকট্রাম বিভাগের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে প্রকল্পকে গ্রাউন্ড স্টেশন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তরঙ্গ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ পূর্বক তরঙ্গ বরাদ্দের জন্য কমিশনের নিকট আবেদন জানানোর পরামর্শ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় হতে গত ১০/০৪/২০১৭ তারিখে একটি পত্রের মাধ্যমে কমিশনকে এই মর্মে অবহিত করা হয় যে, তরঙ্গ বরাদ্দের লক্ষ্যে Application for License of Radio Communication Apparatus, আবেদনপত্র যাচাই ফি, যন্ত্রপাতির সম্ভাব্য অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য/নেটওয়ার্ক প্ল্যান প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় হতে কমিশনের নিকট জমা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ প্রকল্প হতে গ্রাউন্ড স্টেশন দু’টি পরিচালনার জন্য আবেদনকৃত তরঙ্গসমূহের অধিকাংশ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার নিকট বরাদ্দ দেওয়া আছে। স্পেকট্রাম বিভাগ কর্তৃক এ সকল সংস্থার নিকট থেকে তরঙ্গ ‘Revoke’ করে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর গ্রাউন্ড স্টেশনের জন্য প্রয়োজনীয় তরঙ্গ বরাদ্দের লক্ষ্যে গত ০৯-০৮-২০১৭, ২০-০৮-২০১৭, ০৭-০৯-২০১৭ এবং ১৭-০৯-২০১৭ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ প্রকল্প কর্তৃক আবেদনকৃত তরঙ্গ যে সকল সরকারি/বেসরকারি মোবাইল ফোন, পিএসটিএন এবং বিডব্লিউএ অপারেটরের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া আছে সে সকল অপারেটরের প্রতিনিধিদের সাথে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ প্রকল্পের প্রতিনিধি’র উপস্থিতিতে Terrestrial এবং Satellite Service এর Co-existence সহ আবেদনকৃত বিভিন্ন তরঙ্গ, বাংলাদেশের National Frequency Allocation Plan অনুযায়ী যে সকল সার্ভিসের জন্য Allocate করা আছে এবং বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর অনুকূলে তা বরাদ্দের ক্ষেত্রে যাবতীয় কারিগরি দিক পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর অপারেশনাল কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ প্রকল্পের অনুকূলে তাদের আবেদনকৃত তরঙ্গ বরাদ্দের জন্য কমিশনের নিকট সুপারিশের লক্ষ্যে একটি কার্যপত্র প্রস্তুত করে ৭৫তম স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট কমিটির (এসএমসি) সভায় উপস্থাপন করা হলে সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে আবেদনকৃত তরঙ্গ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য সার্ভিসের সাথে শেয়ারিং এর মাধ্যমে বরাদ্দের জন্য কমিশনের নিকট সুপারিশের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে কমিশনের ২১০তম সভায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ প্রকল্পের অনুকূলে তাদের আবেদনকৃত তরঙ্গ বরাদ্দের বিষয়ে ৭৫তম এসএমসি সভার সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়।

স্যাটেলাইট এর নাম	বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১	
কক্ষপথের অবস্থান	১১৯.১ ডিগ্রি পূর্ব	
ট্রান্সপন্ডারের বিবরণ	সি-ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার-১৪	কেইউ-ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার-২৬
ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড	সি-ব্যান্ড ৪৫০০-৪৮০০ মেগাহার্ত ৬৭২৫-৭০২৫ মেগাহার্ত	কেইউ-ব্যান্ড ১২৭৫০-১৩২৫০ মেগাহার্ত ১৪৫০০-১৪৮০০ মেগাহার্ত ১০৭০০-১০৯৫০ মেগাহার্ত ১১২০০-১১৪৫০ মেগাহার্ত ১১৭০০-১২০০০ মেগাহার্ত

১.২.২। স্যাটেলাইট টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং

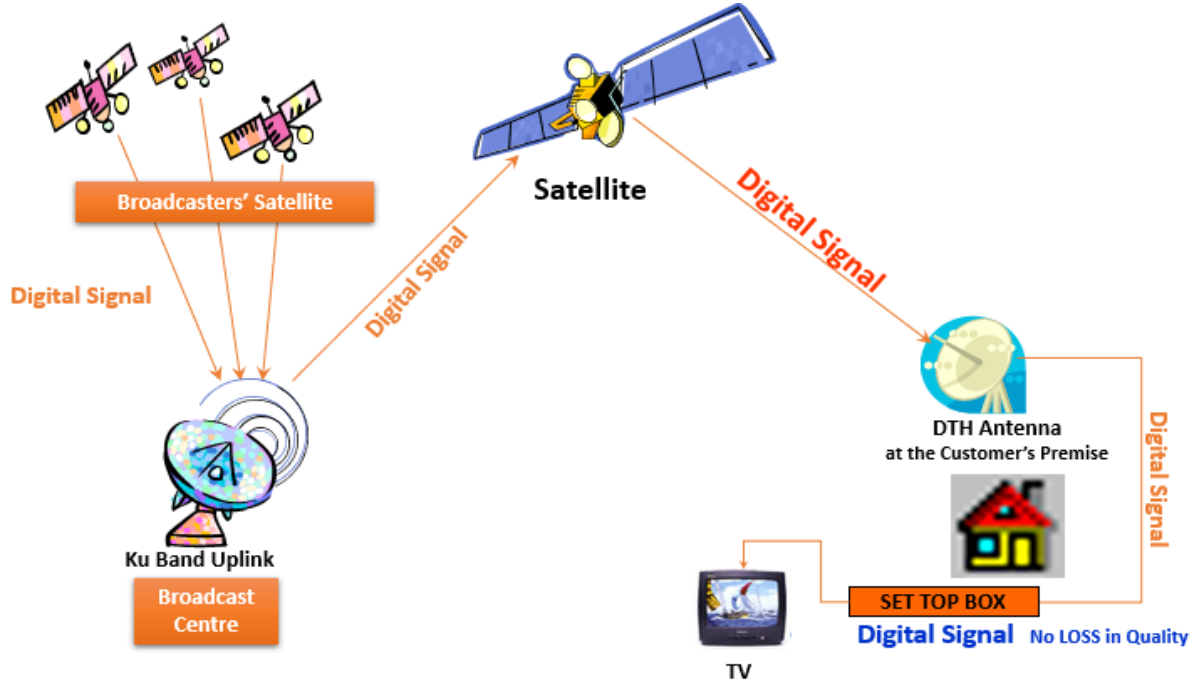
মূলত তথ্য মন্ত্রণালয় হতে বেসরকারিভাবে স্যাটেলাইট টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং-এর লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তথ্য মন্ত্রণালয় এর অনুমতির পরিপ্রেক্ষিতে বিটিআরসি হতে সংশ্লিষ্ট স্যাটেলাইট টেলিভিশনকে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এখন পর্যন্ত ৩৯টি স্যাটেলাইট টেলিভিশন এর অনুকূলে ৫.৮৫-৬.৪২৫ গিগাহার্টজ ব্যান্ডে ৬ বা ৯ বা ১২ মেগাহার্টজ এর স্যাটেলাইট এর আপলিংক তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তরঙ্গ বরাদ্দকৃত স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের নামগুলি নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	টেলিভিশন চ্যানেলের নাম	ক্রমিক নং	টেলিভিশন চ্যানেলের নাম
১	বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)	২১	ভারগো মিডিয়া লি. (চ্যানেল ৯)
২	বিটিভি ওয়ার্ল্ড	২২	গাজী টেলিভিশন লি. (জিটিভি)
৩	মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন কোম্পানি লি. (এটিএন বাংলা)	২৩	বিজয় টেলিভিশন লি.
৪	একুশে টেলিভিশন লি. (ইটিভি)	২৪	টাইমস মিডিয়া লি. (চ্যানেল ২৪)
৫	ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লি. (চ্যানেল আই)	২৫	এশিয়ান টেলিকাস্ট লি. (এশিয়ান টিভি)
৬	ইন্টারন্যাশনাল টেলিভিশন লি. (এনটিভি)	২৬	বার্ডস আই মাস মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন লি. (গানবাংলা)
৭	ন্যাশনাল টেলিভিশন লি. (আরটিভি)	২৭	কাজী মিডিয়া লি. (দীপ্ত টিভি)
৮	শ্যামল বাংলা মিডিয়া লি. (বাংলা ভিশন)	২৮	রংধনু মিডিয়া লি.
৯	বৈশাখী মিডিয়া লি.	২৯	এ টিভি লি. (এটিভি)
১০	দেশ টেলিভিশন লি.	৩০	বারিন্দা মিডিয়া লি. (দুরন্ত টিভি)
১১	দেশ টেলিভিশন লি.	৩১	জাদু মিডিয়া লি.
১২	যমুনা টেলিভিশন লি.	৩২	ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লি. (নিউজ ২৪)
১৩	এটিএন নিউজ লি.	৩৩	ব্রডকাস্ট ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ (চ্যানেল-২১)
১৪	ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন লি.	৩৪	ঢাকা বাংলা এন্ড কমিউনিকেশন লি. (ডিবিসি)
১৫	মাছরাঙ্গা টেলিভিশন লি.	৩৫	বাংলা টেলিভিশন লি.
১৬	সময় টেলিভিশন লি.	৩৬	মিলেনিয়াম মিডিয়া লি. (তিতাস টেলিভিশন)
১৭	একান্তর মিডিয়া লি.	৩৭	গ্লোব মাল্টিমিডিয়া লি. (গ্লোবাল টিভি)
১৮	মোহনা টেলিভিশন লি.	৩৮	সিটিজেন টেলিভিশন লিমিটেড
১৯	মাই টিভি	৩৯	নেক্সাস টেলিভিশন লিমিটেড
২০	এস এ টেলিভিশন লি.		

ছক ৩.৬ : স্যাটেলাইট টেলিভিশনের তালিকা

১.২.৩ | Direct To Home (DTH) সার্ভিস

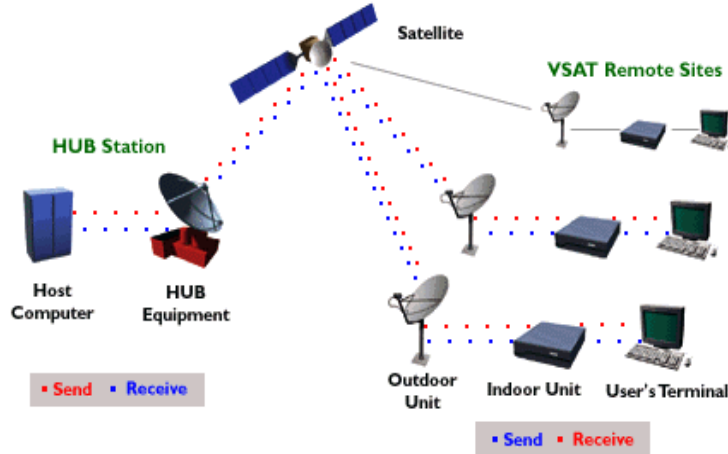
স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সম্প্রচারিত টেলিভিশন অনুষ্ঠান ক্ষুদ্রাকৃতির ডিশ এ্যান্টেনার মাধ্যমে প্রান্তিক ক্যাবল অপারেটরের মত মধ্যবর্তী কোন মাধ্যমের সহায়তা না গ্রহণ করার পদ্ধতিই হলো Direct to Home (DTH)। এক্ষেত্রে ডিটিএইচ সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন স্যাটেলাইট হতে গ্রহণ করে তার সাথে চুক্তিবদ্ধ স্যাটেলাইটে প্রেরণ করে, যা পরবর্তীতে গ্রাহকরা ক্যাবল অপারেটরের পরিবর্তে সরাসরি ক্ষুদ্রাকৃতির ডিশ এ্যান্টেনার মাধ্যমে গ্রহণ করে সেট-টপ বক্স এর সাহায্যে উপভোগ করতে পারে। গত ১২-১১-২০১৩ তারিখে Direct to Home (DTH) সেবা প্রদানের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে বেসরকারি পর্যায়ে বেক্সিমকো কমিউনিকেশনস লিমিটেড এবং বায়ার মিডিয়া লিমিটেডকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে অত্র কমিশন হতে গত ২৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে বেক্সিমকো কমিউনিকেশনস লিমিটেডের অনুকূলে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে তরঙ্গ বরাদ্দ এবং আর্থ স্টেশন ও বেতারযন্ত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বিটিআরসি হতে অনুমতি প্রাপ্তির পর বেক্সিমকো কমিউনিকেশনস লিমিটেড তাদের সম্প্রচার কার্যক্রম আরম্ভ করলেও অপর প্রতিষ্ঠানটি তাদের সম্প্রচার কার্যক্রম আরম্ভ করতে না পারায় তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তরঙ্গ বাতিল করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, পূর্বের বিদেশি স্যাটেলাইট হতে বরাদ্দকৃত তরঙ্গ বাতিল করে গত ২৯ মে ২০১৯ তারিখে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিটিএইচ সেবা প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ হতে ক'ব্যান্ডে ১৮০ মে. হা. তরঙ্গ (যার প্রতিটির ব্যান্ডউইডথ ৩৬ মে. হা.) বরাদ্দকরণ পত্র জারি করা হয়। দেশে ডিটিএইচ সেবা প্রবর্তনের ফলে গ্রাহকগণ স্ব স্ব সেট-টপ-বক্স ব্যবহার করে নিজেদের পছন্দের চ্যানেল সম্বলিত প্যাকেজ নির্বাচন করতে পারেন। ডিটিএইচ-এর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কারণে গ্রাহকগণ টেলিভিশনে উন্নত মানের ছবি ও শব্দ উপভোগ করে থাকেন। এই প্রযুক্তিতে গ্রাহকগণ সেট-টপ-বক্স ব্যবহার করে সরাসরি স্যাটেলাইট হতে সম্প্রচার রিসিভ করে থাকেন বিধায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং যে সকল অঞ্চলে কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক স্থাপন করা সম্ভব নয় সে সকল অঞ্চলের জনসাধারণ টেলিভিশন সম্প্রচার উপভোগ করতে পারবেন। বর্তমানে ডিটিএইচ সেবা গ্রহণকারী গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ অতিক্রম করেছে এবং এই সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।



চিত্র ৩.১ : ডিটিএইচ নেটওয়ার্ক

১.২.৪। ভিস্যাট সার্ভিস

ভিস্যাট (Very Small Aperture Terminal) একটি স্যাটেলাইট নির্ভর টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা। সাধারণত ভূমিতে অবস্থিত এক বা একাধিক গ্রাউন্ড স্টেশন, Geostationary Earth Orbit এ অবস্থিত কোন স্যাটেলাইটে Relay এর মাধ্যমে একে অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে। সাধারণত টেরিস্ট্রিয়াল যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে ভিস্যাট (VSAT) সিস্টেম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে টেরিস্ট্রিয়াল টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক স্থাপন করা সম্ভব নয় সে সকল অঞ্চলে ভিস্যাট (VSAT) নেটওয়ার্ক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভিস্যাট (VSAT) নেটওয়ার্ক ভ্যালু এ্যাডেড স্যাটেলাইট নির্ভর সার্ভিস প্রদান করে যার মাধ্যমে ইন্টারনেট, ডাটা, ল্যান, ভয়েস/ফ্যাক্স সুবিধা পাওয়া সম্ভব এবং শক্তিশালী, বিশ্বস্থ প্রাইভেট এবং পাবলিক নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন ব্যবস্থা ও প্রদান করে। বর্তমানে বাংলাদেশে ০৩ (তিন) টি ভিস্যাট (VSAT) প্রোভাইডার (হাব লাইসেন্স), ০১ (এক) টি ভিস্যাট (VSAT) প্রোভাইডার লাইসেন্স, ১২ (বারো) টি ভিস্যাট (VSAT) ইউজার, লাইসেন্সধারী সংস্থা আছে। ভিস্যাট (VSAT) প্রোভাইডার (হাব লাইসেন্স) লাইসেন্সধারী স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন এর মাধ্যমে গ্রাহককে যেমন দূতাবাস, কর্পোরেট অফিস, ব্যাংক, ব্রাঞ্চ ইত্যাদিকে সেবা প্রদান করে থাকে। নিম্নে বাংলাদেশে প্রচলিত ভিস্যাট নেটওয়ার্ক এর একটি চিত্র উপস্থাপন করা হলো



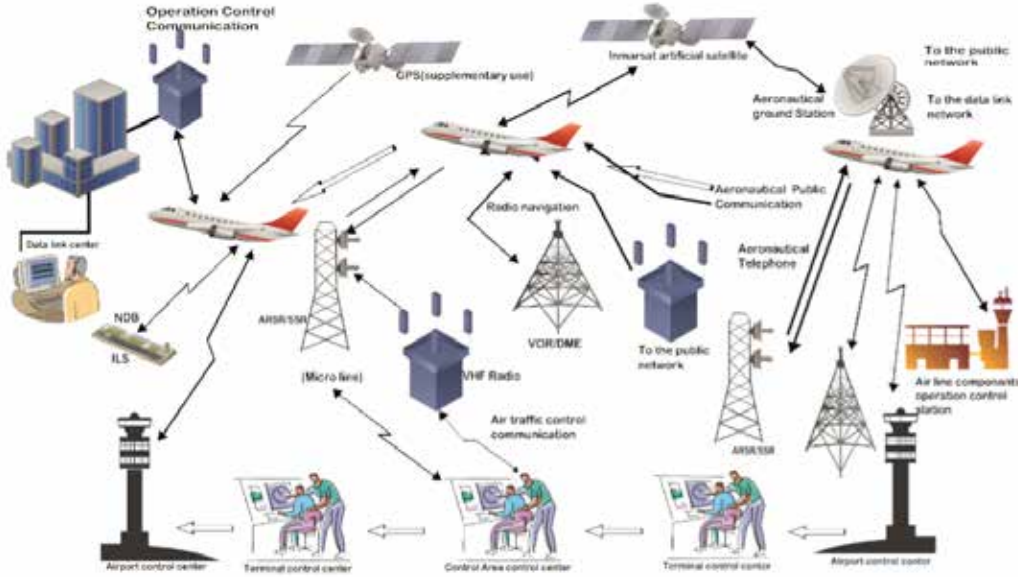
চিত্র ৩.২ : ভিস্যাট নেটওয়ার্ক

১.২.৫। এ্যারোনটিক্যাল রেডিও সার্ভিস

দেশের ন্যাশনাল ফ্লিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন (এনএফএপি) অনুযায়ী ভিএইচএফ ব্যান্ডের ১০৮.০০০ মেগাহার্স থেকে ১১৭.৯৭৫ মেগাহার্স এবং ১১৮.০০ মেগাহার্স থেকে ১৩৬.০০ মেগাহার্স তরঙ্গ সাধারণত এ্যারোনটিক্যাল রেডিও সার্ভিসের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এয়ারক্রাফটসমূহ আকাশে উঠা-নামা ও চলাচল কার্যক্রম নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার জন্য এয়ার টু এয়ার, এয়ার টু গ্রাউন্ড এবং একইভাবে গ্রাউন্ড টু এয়ার কমিউনিকেশনের প্রয়োজন পড়ে। এছাড়া এয়ারক্রাফট এবং গ্রাউন্ডস্টেশনে আন্তঃ যোগাযোগের জন্যও উক্ত তরঙ্গসমূহ ব্যবহার করা হয়। এই তরঙ্গসমূহ এ্যারোনটিক্যাল ব্যান্ড হিসাবে পরিচিত। বর্ণিত তরঙ্গসমূহের মধ্যে ইন্সট্রুমেন্টাল ল্যান্ডিং সিস্টেমের (আইএলএস) জন্য ১০৮.০০০ মেগাহার্স থেকে ১১৭.৯৭ মেগাহার্স এবং এয়ার টু এয়ার, এয়ার টু গ্রাউন্ড এবং একইভাবে গ্রাউন্ড টু এয়ার কমিউনিকেশনের জন্য ১১৮.০০ মেগাহার্স থেকে ১৩৬.০০ মেগাহার্স তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর রেডিও রেগুলেশন অনুযায়ী ৯৬০.০০ মেগাহার্স থেকে ১২১৫.০০ মেগাহার্স পর্যন্ত তরঙ্গ এয়ারক্রাফটের গতিপথ ঠিক রাখা এবং দূরত্ব পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

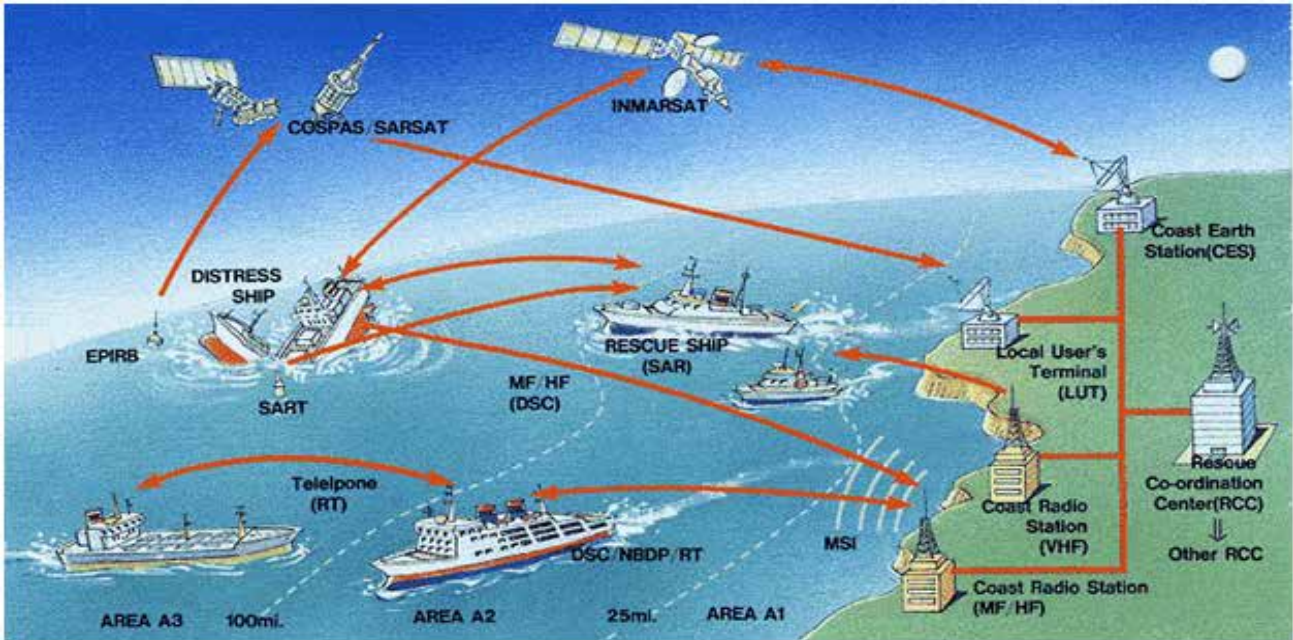
দেশীয় এয়ারলাইনস সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্ধারিত সরকারি রাজস্ব কমিশনকে পরিশোধের মাধ্যমে প্রতিটি এয়ারক্রাফটের অনুকূলে কলসাইন ও বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের লাইসেন্স বরাদ্দ নিয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে এ্যারোনটিক্যাল রেডিও সার্ভিসের জন্য ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টি লাইসেন্সধারী সংস্থা আছে।



চিত্র ৩.২ : এ্যারোনটিক্যাল টেলিযোগাযোগ এর চিত্র

১.৩। দেশে বিদ্যমান মেরিটাইম কমিউনিকেশন সেবা

১.৩.১। মেরিটাইম রেডিও সার্ভিস



দেশের অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাণিজ্যিকভিত্তিতে চলাচলের জন্য নিরাপত্তা ও যোগাযোগের স্বার্থে যে সকল নৌ-যান ন্যাশনাল ফ্লিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল (NEAT) অনুযায়ী বেতারযন্ত্র ব্যবহার করে তারাই মেরিটাইম সার্ভিসের আওতাভুক্ত। মেরিটাইম ব্যবহারকারী গ্রাহক সাধারণত ০৫ (পাঁচ) ধরনেরঃ

১. ফিশিং ট্রলার
২. ফিশিং ভ্যাসেল
৩. ওশান গোল্ড শিপ
৪. অয়েল ট্যাংকার
৫. মার্চেন্ট শিপ

আইটিইউ রেডিও রেগুলেশনের অ্যাপেন্ডিক্স ১৭ ও ১৮ তে বর্ণিত এইচএফ ও ভিএইচএফ ব্যান্ডের তরঙ্গ মেরিটাইম সার্ভিসের জন্য সংরক্ষিত। মেরিটাইম অপারেশনের নিমিত্তে ডিসটেন্স-কলিং ও সেফটি সার্ভিসের জন্য ফিক্সড ২১৮২ কিলোহার্জ ও ১৫৬.৮০০ মেগাহার্জ তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া এইচএফ ব্যান্ডের আওতাভুক্ত ৪১১৬ ও ৮২০৭ কিলোহার্জ (প্রতিটির ব্যান্ডউইথ ৩ কিলোহার্জ) এবং ভিএইচএফ মেরিন ব্যান্ডের আওতাভুক্ত ১৫৬.৩২৫ ও ১৫৭.৩৭৫ মেগাহার্জ (প্রতিটির ব্যান্ডউইথ ২৫ কিলোহার্জ) ক্যারিয়ার তরঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে কোষ্টাল স্টেশনের সাথে সমুদ্রগামী জাহাজে যোগাযোগের জন্য অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট প্রযুক্তি জিএমডিএসএস বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কর্তৃক বাংলাদেশে ডিফারেনসিয়াল গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (ডিজিপিএস) প্রতিস্থাপন করা হয়। এই সিস্টেমের কার্যকর ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের যে কোনো স্থানের ভূ-অবস্থান নির্ণয়, হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ, নৌ-চলাচল, ড্রেজিং এবং এতদসংক্রান্ত কার্যাদি দ্রুত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে ২৫০টি মেরিটাইম প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৩১৬টি ভেসেলের জন্য মেরিটাইম কলসাইন ও লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

২। স্পেকট্রাম মনিটরিং

তরঙ্গ একটি অতি মূল্যবান ও সীমিত জাতীয় সম্পদ। এর সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার খুবই জরুরি। তরঙ্গের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সুষ্ঠু তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা এবং সময়োপযোগী তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা- এ দুইটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিটিআরসি'র স্পেকট্রাম বিভাগের অধীনে স্পেকট্রাম মনিটরিং শাখার মাধ্যমে বেতার তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এই শাখার অধীন ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় ফিক্সড মনিটরিং স্টেশন রয়েছে। এছাড়া, ঢাকার বাহিরে চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রংপুর ও বগুড়ায় আরও ০৫টি ফিক্সড মনিটরিং স্টেশন রয়েছে। এ ০৬টি ফিক্সড মনিটরিং স্টেশন ছাড়াও সামগ্রিক তরঙ্গ পরিবীক্ষণ সহজতর ও প্রতিবন্ধকতা নিরসন কার্যক্রম সুচারু এবং গতিশীল করার নিমিত্তে আরও ০৫টি মোবাইল মনিটরিং স্টেশন ও ০১টি পোর্টেবল মনিটরিং স্টেশন রয়েছে। এই ১২টি মনিটরিং স্টেশন এর সাহায্যে ২০ মেগাহার্জ থেকে ৩ গিগাহার্জ পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ করা যায়। ২০০৯ সালে “স্ট্রেংদেনিং দি রেগুলেটরি ক্যাপাসিটি অব বিটিআরসি”- শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে এ স্টেশনগুলো স্থাপন করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯ এ প্রকল্পটির কার্যক্রমসমূহ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। ২০০৯ সাল ও তৎপরবর্তী সময়গুলোতে সরকারি, বেসরকারিসহ বিভিন্ন ধরনের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী ও ব্যবহারীর অনুকূলে বিটিআরসি কর্তৃক বরাদ্দকৃত তরঙ্গের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভবপর হচ্ছে। স্থাপিত স্পেকট্রাম মনিটরিং সিস্টেমের সাহায্যে বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সংস্থা যেমন : মোবাইল ফোন অপারেটর, এফএম অপারেটর, বিডব্লিউএ অপারেটর, সরকারি সংস্থা ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতাজনিত সমস্যাসমূহের সমাধান করা হচ্ছে। এর ফলে তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা ও তরঙ্গ বরাদ্দকরণ পরবর্তী তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রমসমূহ সুচারুভাবে সম্পাদন করা সম্ভবপর হচ্ছে।

তরঙ্গ পরিবীক্ষণ সক্ষমতা বাড়ানোর নিমিত্ত ২০১৭ সালে ১০ (দশ) টি হ্যান্ডহেল্ড স্পেকট্রাম মনিটরিং ডিভাইস ক্রয় করা হয়েছে। এ সকল মনিটরিং যন্ত্রের মাধ্যমে ৯ কিলোহার্জ থেকে ৬ গিগাহার্জ পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ও দিক নির্ণয় করা যায়। হ্যান্ডহেল্ড তরঙ্গ পরিবীক্ষণ সক্ষমতা বাড়ানোর নিমিত্ত ২০১৭ সালে ১০ (দশ) টি হ্যান্ডহেল্ড স্পেকট্রাম মনিটরিং ডিভাইস ক্রয় করা হয়েছে। এ সকল মনিটরিং যন্ত্রের মাধ্যমে ০৯ কিলোহার্জ থেকে ৬ গিগাহার্জ পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ও দিক নির্ণয় করা যায়। সম্প্রতি Ministry of Science And ICT, Republic of Korea এর আওতাধীন CRMS (Central Radio Management Service) নামক সরকারি সংস্থা Aid হিসেবে ০১টি ফিক্সড মনিটরিং স্টেশন এবং ০২টি পোর্টেবল মনিটরিং স্টেশন প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৯ সালের জন্য বিটিআরসিকে মনোনীত করে এবং বর্ণিত মনিটরিং ডিভাইসসমূহ বিটিআরসি'র অফিস আঙ্গিনায় CRMS প্রতিষ্ঠানটি

০১টি ফিক্সড মনিটরিং স্টেশনসহ ০২টি পোর্টেবল মনিটরিং স্টেশন বিটিআরসি'র অনুকূলে হস্তান্তর করে। যার মাধ্যমে ২০ মেগাহার্টজ থেকে ৬ গিগাহার্টজ পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ও দিক নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে। এই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যে কোনো স্থানে খুব সহজেই তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ ও কাঙ্ক্ষিত তরঙ্গের উৎস সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। হ্যান্ডহেল্ড যন্ত্রপাতির কল্যাণে এবং অত্র কমিশনের কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্পেকট্রাম মনিটরিং করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বিটিআরসি'র বিদ্যমান স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট ও মনিটরিং সিস্টেমটি আধুনিকায়নের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় ও জমি অধিগহণ/ভাড়া করার নিমিত্তে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বিগত বছরগুলোর মতো ২০২০-২০২১ অর্থবছরে তরঙ্গ ব্যবহারকারী বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ, তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং সাপ্তাহিক তরঙ্গ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাণ্ডে তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

২.১। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ATC টাওয়ারে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল টাওয়ারে ব্যবহৃত এয়ার-টু-গ্রাউন্ড ফ্লিকোয়েসির (তরঙ্গ) জ্যাম দূরীকরণে গত ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বিটিআরসি এবং বাংলাদেশ বেসামরিক বিমানচলাচল কর্তৃপক্ষ এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিমানবন্দর এর অভ্যন্তরে ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অনুসন্धानে দেখা যায় যে, ১১৮.৩ মেগাহার্টজ তরঙ্গ Air Traffic Control টাওয়ার এবং আকাশে ভাসমান বিমানকর্তৃক ০-৩৬০° তে সার্বক্ষণিক ব্যবহৃত হচ্ছে। পরবর্তীতে মনিটরিং সিস্টেম দ্বারা Direction Finding করে তরঙ্গে প্রতিবন্ধকতার উৎস সনাক্তকরণের মাধ্যমে বর্ণিত সমস্যার সমাধান করা হয়েছে এবং কন্ট্রোল টাওয়ার এ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসমূহের নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান-এর মাধ্যমে বেতার যন্ত্রসমূহের Inter modulation সংক্রান্ত সমস্যা পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া ১৫ জুলাই ২০২১ বিমান বন্দর এর এলাকায় এয়ারক্রাফট এর ব্ল্যাক বক্স হতে সৃষ্ট ইমারজেন্সি সিগন্যালস (১২১.৫ মেঃ হাঃ) এর উৎস নির্ধারণ করার জন্য বিটিআরসি এবং বাংলাদেশ বেসামরিক বিমানচলাচল কর্তৃপক্ষ এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিমানবন্দর এর অভ্যন্তরে ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিটিআরসি'র হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইস NARDA IDA-2 এবং TCI Mobile Monitoring সিস্টেম এর মাধ্যমে Direction Finding করে বিমানবন্দরের রানওয়েতে একটি ক্রস পয়েন্ট পাওয়া যায়। নির্দেশিত ক্রস পয়েন্টে পার্কিং করা অবস্থায় কিছু এয়ারক্রাফট পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ইউএস বাংলা এয়ার লাইন'স-এর একটি এয়ারক্রাফট সম্পূর্ণ পাওয়ার অফ অবস্থায় পাওয়া যায়। পরবর্তীতে উক্ত এয়ারক্রাফট এর পাইলটের সাহায্যে এবং বিটিআরসি'র স্পেকট্রাম মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে এয়ারক্রাফট এর ব্ল্যাক বক্স হতে সৃষ্ট ইমারজেন্সি সিগন্যালসটি বন্ধ করা হয়েছে।



চিত্র ৩.৪ : স্পেকট্রাম মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে এয়ারক্রাফটের ব্ল্যাকবক্স হতে সৃষ্ট ইমারজেন্সি সিগন্যালস বন্ধ করার কার্যক্রম

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ডাউনলিংক তরঙ্গে (৪৫০০-৪৮০০ মে. হা.) সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ :
বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ডাউনলিংক তরঙ্গে (৪৫০০-৪৮০০ মে. হা.) প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে গত ২৯-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং তারিখ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর গাজীপুর'স্থ গ্রাউন্ড স্টেশন এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্পেকট্রাম মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরিবীক্ষণ দল কর্তৃক বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির ত্রুটি (Malfunction) অথবা বিভিন্ন ধরনের সৌর জাগতিক নয়েজ (Noise) এর কারণে বর্ণিত তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে কি না সে বিষয়ে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্যাটেলাইটের Health Assessment করা এবং পার্শ্ববর্তী স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর তরঙ্গে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে কি না সামগ্রিক বিষয়টি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর স্লট বরাদ্দকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ বিষয়ে অধিকতর পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।

২.২। নওগাঁ জেলায় টেলিটক বাংলাদেশ লি. ১২টি সাইটে তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা নিরসনে বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ :



নওগাঁ জেলায় টেলিটক বাংলাদেশ লি. এর ১২টি সাইটে (১৯৭০-১৯৮০/২১৬০-২১৭০ মে. হা.) তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে তা নিরসনে বিটিআরসি এবং টেলিটক বাংলাদেশ লি. এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত যৌথ তরঙ্গ পরিবীক্ষণ দল গত ০৭-১০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিটিআরসি'র হ্যাভহেল্ড ডিভাইসের মাধ্যমে Direction Finding করে নওগাঁ সদর বিটিসিএল ভবনে স্থাপিত টাওয়ার-এ ALCATEL ব্র্যান্ডের ৯৪০০LX মডেলের একটি পয়েন্ট টু পয়েন্ট মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিটার পাওয়া যায়, যা TX ১৯৭৫.৫০ মেঃ হাঃ এবং RX ২০৯৪.৫০ মেঃ হাঃ ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ডে অপারেট করতে সক্ষম। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিটারটি বন্ধ করে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে তরঙ্গের প্রতিবন্ধকতা নিরসন করা সম্ভবপর হয়েছে।

বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লি. অনুকূলে বরাদ্দকৃত (১৮০০ মেঃ হাঃ ও ২১০০ মেঃ হাঃ ব্যান্ড) তরঙ্গে ঢাকাস্থ কাজিপাড়া ও বনশ্রী এলাকায় সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা নিরসনের নিমিত্তে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিটিআরসি'র হ্যাভহেল্ড ডিভাইস NARDA IDA-2 দ্বারা Direction Finding করে দেখা যায় কাজিপাড়ায় বাংলালিংক এর নিজস্ব টাওয়ার এর RF ফিল্টারের Malfunction এর কারণে interference হচ্ছে যা বাংলালিংক এর টেকনিক্যাল দল দ্বারা এবং বনশ্রী এলাকায় পরিবীক্ষণকালীন বিটিআরসি'র হ্যাভহেল্ড ডিভাইস NARDA IDA-2 দ্বারা অবৈধ জিএসএম রিপিটার/বুস্টার সনাক্ত করে তরঙ্গের প্রতিবন্ধকতা নিরসন করা হয়েছে।

২.৩। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর (ইউএইচএফ ব্যান্ড) তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা নিরসনে বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর সদর দপ্তরে ইউএইচএফ বেইজ, রিপিটারের ব্যবহৃত ফ্রিকোয়েন্সির (তরঙ্গ) প্রতিবন্ধকতার অভিযোগ পাওয়া যায়। ফ্রিকোয়েন্সির (তরঙ্গ) প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে গত ২৯-৩০ জুন ২০২১ তারিখে বিটিআরসি এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিজিবি এর সদর দপ্তর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রতিবন্ধকতার উৎস সনাক্ত করণের নিমিত্তে বিটিআরসি'র হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইস NARDA IDA-2 এবং TCI Mobile Monitoring সিস্টেম এর মাধ্যমে Direction Finding করে মতিবিাল জীবন বীমা টাওয়ারে একটি ক্রস পয়েন্ট পাওয়া যায়। উক্ত ভবনের ছাদে প্রতিবন্ধকতার উৎস হিসেবে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার কিছু ইউএইচএফ বেইজ, রিপিটার পরিলক্ষিত হয়। উক্ত স্থানে স্থাপিত সিস্টেমের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিজিবি'র ইউএইচএফ বেইজ, রিপিটারে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার উৎস বিটিআরসি'র স্পেকট্রাম মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে সনাক্ত করে নিরসন করা হয়েছে।

৩। রেডিও কমিউনিকেশন স্ট্যান্ডি এন্ড রিসার্চ

স্পেকট্রাম বিভাগের এই শাখাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বেতার তরঙ্গ একটি সীমাবদ্ধ এবং সীমিত জাতীয় সম্পদ। এই সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য এবং সময়োপযোগী বেতারযন্ত্র মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এই শাখাটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ Asia Pacific Telecommunity (APT) এবং International Telecommunication Union (ITU) এর সমন্বয়ে বিভিন্ন গবেষণা অব্যাহত রেখেছে।

৪। ভবিষ্যত পরিকল্পনা

তরঙ্গের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সুষ্ঠু তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা এবং সময়োপযোগী তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা-এ দুইটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময় এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে বিটিআরসি'র বিদ্যমান স্পেকট্রাম মনিটরিং সিস্টেমটি যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ক) বিদ্যমান ফিল্ড ও মোবাইল মনিটরিং সিস্টেমের যন্ত্রপাতিগুলোর দ্বারা ২০ মেগাহার্ট থেকে ৩ গিগাহার্ট পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ করা যায়। বিদ্যমান মনিটরিং সিস্টেমসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের নিমিত্ত মনিটরিং সিস্টেমসমূহ ৯ কিলোহার্ট হতে ৮ গিগাহার্ট পর্যন্ত আপগ্রেড করার পরিকল্পনা রয়েছে। মনিটরিং সিস্টেমে ব্যান্ড রিসিভার ফিল্টার, ইন্টারনেট ম্যাপিং সুবিধা, ফিল্ড স্ট্রেংথ ম্যাপিং সুবিধা, অটোমেটিক ইন্টারফেরেন্স ডিটেকশন (এলার্ম ফাংশন), TDOA (Time Difference of Arrival), Hybrid, Geolocation, Dual Polarization সহ অত্যাধুনিক ডিজিটাল সিগনাল পর্যবেক্ষণ সুবিধাসমূহ সন্নিবেশন করে আধুনিকায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ভবিষ্যতে বিটিআরসি'র স্পেকট্রাম মনিটরিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত টেরিস্ট্রিয়াল মনিটরিং সিস্টেমের পাশাপাশি নতুনভাবে UAV (Unmanned Aerial Vehicle) মনিটরিং সিস্টেম, Airband মনিটরিং সিস্টেম এবং স্যাটেলাইট মনিটরিং সিস্টেম সংযোজন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

খ) বিদ্যমান ০৬টি ফিল্ড স্টেশন সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক ভাবে বাংলাদেশের বিভাগীয় শহর ময়মনসিংহ, বরিশালসহ গুরুত্বপূর্ণ শহর কক্সবাজার ও গোপালগঞ্জে আরও ০৪টি মনিটরিং স্টেশন নির্মাণ করা প্রয়োজন। বিটিআরসি'র মনিটরিং কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য প্রাথমিক ভাবে বাংলাদেশের অবশিষ্ট সকল বিভাগীয় শহর (ময়মনসিংহ, রাজশাহী, বরিশাল) সহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জেলা যথাঃ কক্সবাজার ও গোপালগঞ্জে আরও ০৫টি নতুন মনিটরিং স্টেশন নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

গ) মোবাইল ফোনের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে অন্যান্য বেতার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করতে উৎসাহীদের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান সময়ে IoT এর চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখাদিয়েছে বিধায় স্থানীয়ভাবে IoT যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করতে নীতিমালা প্রণয়ন করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস্ বিভাগ

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস্ বিভাগ

টেলিকম সেক্টরের বিভিন্ন সিস্টেম স্থাপন, পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ, টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এবং এর সূষ্ঠু ও ফলপ্রসূ কার্যক্রম নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস্ (ইএন্ডও) বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অপারেটরগণের পরিচালন ব্যবস্থা পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ, অপারেটরগণের প্রতিবেদন পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে এ বিভাগ লাইসেন্সিং নীতিমালার কারিগরি প্রয়োগ নিশ্চিত করে থাকে। ইএন্ডও বিভাগ গেটওয়ে অপারেটর এবং এএনএস (ANS) অপারেটরগণের ভয়েস ও ডাটা ট্রাফিক এবং ব্যান্ডউইথ বন্টন পর্যবেক্ষণ করে এবং যথাযথ রাজস্ব আদায়ে কমিশনকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। কোয়ালিটি অব সার্ভিস (QoS) এর মানদণ্ড নির্ধারণ, লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রদত্ত সেবার মান পরিবীক্ষণ এবং উক্ত মান যাতে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মানের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তা ইএন্ডও বিভাগ নিশ্চিত করে থাকে। এছাড়া, এই বিভাগ মানব দেহ এবং পরিবেশের উপর BTS এবং High Frequency'তে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি হতে ক্ষতিকারক Electromagnetic Field (EMF) এর Exposure এর বিষয়ে গাইডলাইন প্রণয়ন এবং Radiation পরিমাপের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কলসেন্টার শিল্পের বিকাশ দ্রুততর করার জন্য ইএন্ডও বিভাগের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ কলসেন্টার শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশব্যাপী বিভিন্ন অপারেটরের অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে Web Based Interactive Geographic Information System (GIS) Map প্রস্তুতির কাজ ইএন্ডও বিভাগ সম্পন্ন করেছে। এ বিভাগ টেলিকম অপারেটরদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বিষয়ক নির্দেশনা জারি করে এবং আন্তঃসংযোগ বিষয়ক বিভিন্ন বিরোধের নিষ্পত্তি করে থাকে। এই বিভাগ নন-রেডিও যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য অনাপত্তি পত্র প্রদান করে। এছাড়াও ইএন্ডও বিভাগ বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ সূচক নির্ধারণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস্ বিভাগ টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নম্বর বা সংখ্যা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন গেটওয়ে এবং ANS অপারেটরদের প্রয়োজনানুযায়ী নম্বর বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এ বিভাগ দেশের টেলিযোগাযোগ খাতে অবকাঠামো নির্মাণ পর্যবেক্ষণ এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার শেয়ারিং নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করে থাকে।

নিম্নে ইএন্ডও বিভাগের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো :

১। থ্রিজি ও ফোরজি প্রযুক্তির প্রসার

দ্রুতগতির মোবাইল ইন্টারনেট সেবা জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার গত ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখ রাত্ত্রায়ণ টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ দেশের চারটি মোবাইল অপারেটর প্রতিষ্ঠানকে ফোরজি লাইসেন্স প্রদান করে। লাইসেন্স পাওয়ার পর পরই গ্রামীণফোন, রবি ও বাংলালিংক দেশের কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় ফোরজি সেবা চালু করে। উল্লেখ্য, বিটিআরসি গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে নিলামের মাধ্যমে ফোরজি তরঙ্গ বরাদ্দ দেয়। সরকার তরঙ্গ নিরপেক্ষতা সুবিধা প্রদান করায় মোবাইল অপারেটর প্রতিষ্ঠানসমূহ ফোরজি নেটওয়ার্ক বিস্তারে উক্ত সুবিধা ব্যবহার করছে।

ফোরজি লাইসেন্সের Rollout Obligation সংক্রান্ত শর্ত পূরণ ও ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মোবাইল অপারেটরসমূহ দ্রুত গতিতে সারা দেশে ফোরজি নেটওয়ার্ক বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের সকল বিভাগীয় এবং জেলা শহরে ও অধিকাংশ উপজেলায় ফোরজি সেবা চালু হয়েছে। এ লক্ষ্যে অপারেটরসমূহ জুন'২০২১ পর্যন্ত মোট ৪২,৩১৮ টি ফোরজি e-NodeB স্থাপন করেছে। দেশে ফোরজি গ্রাহক সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জুন'২০২১ পর্যন্ত ফোরজি গ্রাহক সংখ্যা ৫৯.২৪২ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে।

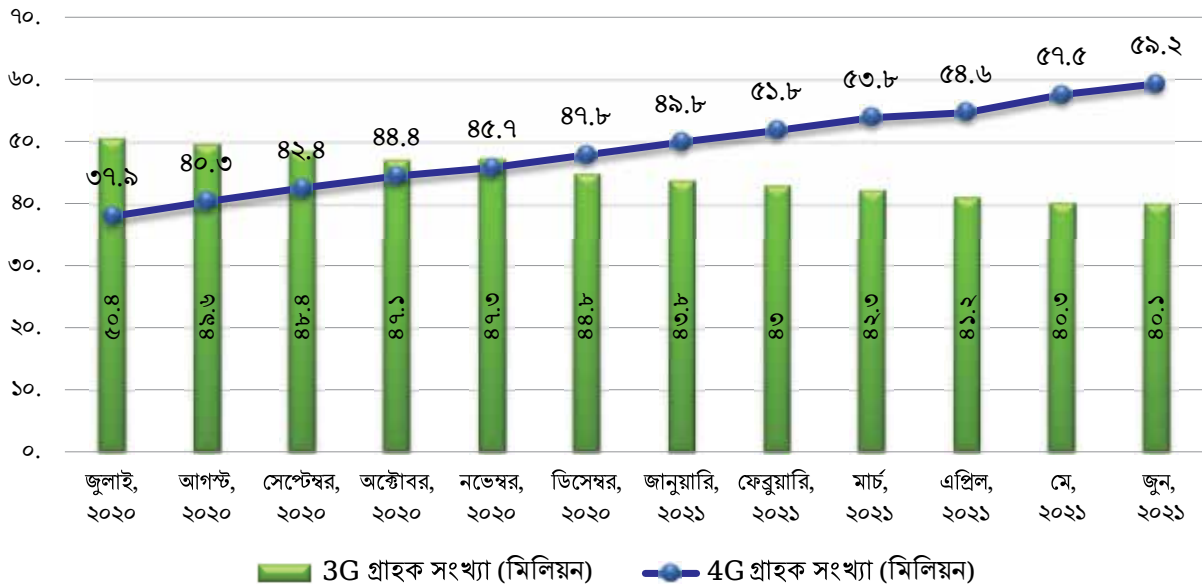
এর আগে গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে থ্রিজি নিলামের মাধ্যমে ৪টি বেসরকারি মোবাইল ফোন অপারেটরকে থ্রিজি লাইসেন্স দেয়া হয়। টেলিটক বাংলাদেশ অক্টোবর, ২০১২ থেকে গ্রাহক পর্যায়ে এই সেবা দিয়ে আসছে। উল্লেখ্য, থ্রিজি'র তুলনায় ফোরজি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বিধায়, এর মাধ্যমে দ্রুত গতির ও উন্নতমানের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়। তৎপ্রেক্ষিতে,

বর্তমানে চারটি মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরই প্রিজি'র তুলনায় ফোরজি নেটওয়ার্ক বিস্তারের লক্ষ্যে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে ক্রমশই প্রিজি'র তুলনায় ফোরজি গ্রাহক সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, জুন, ২০২১ পর্যন্ত দেশে সর্বমোট ৪০.০৮৩ মিলিয়ন প্রিজি গ্রাহক রয়েছে।

বিগত ১২ মাস অর্থাৎ জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত 2G, 3G ও 4G মোবাইল গ্রাহক বৃদ্ধির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

2G, 3G ও 4G মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা			
মাস	2G গ্রাহক সংখ্যা (মিলিয়ন)	3G গ্রাহক সংখ্যা (মিলিয়ন)	4G গ্রাহক সংখ্যা (মিলিয়ন)
জুলাই, ২০২০	৭৬.০২	৫০.৩৬	৩৭.৯২
আগস্ট, ২০২০	৭৬.১৩	৪৯.৫৮	৪০.৩২
সেপ্টেম্বর, ২০২০	৭৬.২৮	৪৮.৪৩	৪২.৪
অক্টোবর, ২০২০	৭৬.৫৩	৪৭.১৩	৪৪.৪২
নভেম্বর, ২০২০	৭৫.৩৬	৪৭.২৮	৪৫.৭৪
ডিসেম্বর, ২০২০	৭৭.৪৫	৪৪.৮৫	৪৭.৮৪
জানুয়ারি, ২০২১	৭৮.২২	৪৩.৮১	৪৯.৮৩
ফেব্রুয়ারি, ২০২১	৭৮.৫৬	৪৩.০৪	৫১.৭৫
মার্চ, ২০২১	৭৮.৫৬	৪২.২৭	৫৩.৮
এপ্রিল, ২০২১	৭৮.৩১	৪১.১৮	৫৪.৬১
মে, ২০২১	৭৭.৫৬	৪০.২৭	৫৭.৪৫
জুন, ২০২১	৭৭.০৯	৪০.০৮	৫৯.২৪

ছক ৪.১ : 2G, 3G ও 4G মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা



লেখচিত্র ৪.১ : 3G ও 4G মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা (মিলিয়ন)

সাধারণত, 2G প্রযুক্তিতে সর্বোচ্চ গতি ছিল ৬৪ কেবিপিএস পর্যন্ত, অন্যদিকে থ্রিজি এর ক্ষেত্রে ৫১২ কেবিপিএস থেকে ৪ এমবিপিএস গতির ইন্টারনেট সেবা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। থ্রিজি সার্ভিসের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উচ্চ গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা সম্ভবপর হয়েছে এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দ্রুত গতির ইন্টারনেট ব্যবহার করে গ্রাহক ই-কর্মাস, ই-ব্যাংকিং, ই-এডুকেশন, ই-কৃষি, ই-হেলথ, ই-গভর্নেন্স এবং টেলিকন্ফারেন্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা সহজে গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে।

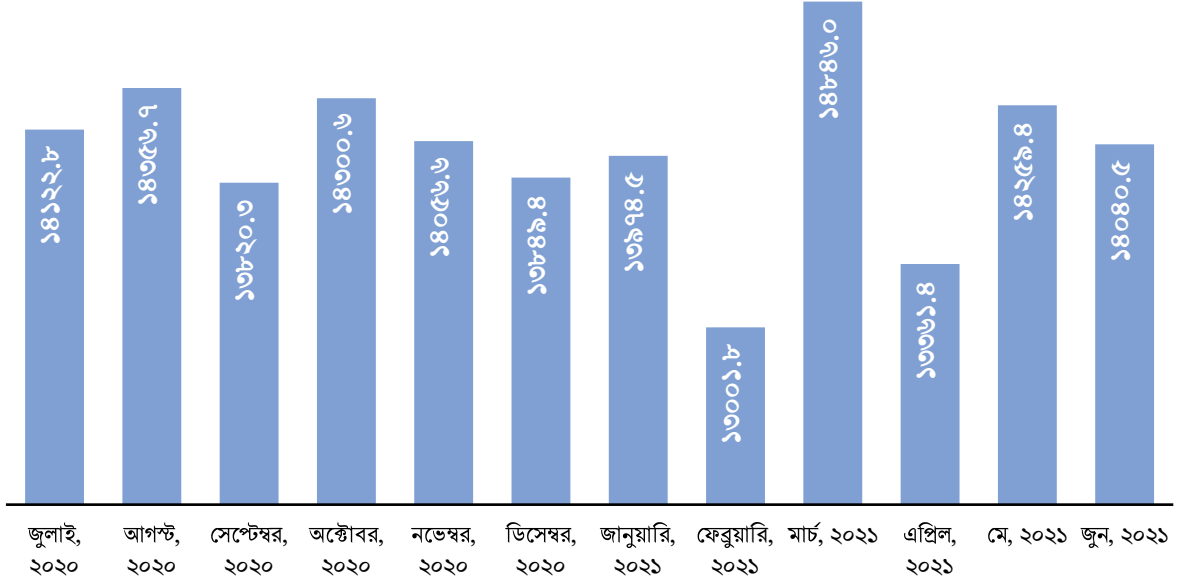
ফোরজি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাহকরা ফুল এইচডি ভিডিও স্ট্রিমিং, নিখুঁত ভিডিও কলিং, সুপার ফাস্ট ডাউনলোডিং, মিউজিক স্ট্রিমিং ইত্যাদি সেবা পাচ্ছেন। থ্রিজি এর পাশাপাশি ফোরজি কানেকটিভিটি সারা দেশে দ্রুত প্রসারের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিক্ষা ও প্রযুক্তির বৈষম্য দূর করার পাশাপাশি কৃষি এবং স্বাস্থ্য এই দুই খাতেও অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হবে। মোবাইল অপারেটর প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রযুক্তিগত নিরপেক্ষতা, ইনফ্রাস্ট্রাকচার শেয়ারিং সুবিধা প্রদানসহ সরকারের বিভিন্ন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দ্রুততম সময়ে ফোরজি নেটওয়ার্ক সারাদেশে বিস্তৃত হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

২। অন-নেট সংযোগ এর মাধ্যমে পরিচালিত কল মিনিট

অপারেটরদের নিজস্ব নেটওয়ার্ক এর মধ্য দিয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ট্রাফিক পরিচালনা করা হচ্ছে যাকে অন-নেট ট্রাফিক বলে। জুলাই, ২০২০ এ অন-নেট কল মিনিটের পরিমাণ ছিল ১৪১২২.৮৩৮ মিলিয়ন মিনিট যা পরবর্তীতে জুন, ২০২১ তে ১৪০৪০.৫৪০ মিলিয়ন কল মিনিটে দাঁড়িয়েছে।

মাস	অন-নেট কল মিনিট (মিলিয়ন)
জুলাই, ২০২০	১৪১২২.৮৩৮
আগস্ট, ২০২০	১৪৩৫৬.৭৩৭
সেপ্টেম্বর, ২০২০	১৩৮২০.৩২৮
অক্টোবর, ২০২০	১৪৩০০.৬০০
নভেম্বর, ২০২০	১৪০৫৬.৬০৫
ডিসেম্বর, ২০২০	১৩৮৪৯.৩৮১
জানুয়ারি, ২০২১	১৩৯৭৪.৪৭৭
ফেব্রুয়ারি, ২০২১	১৩০০১.৮১৫
মার্চ, ২০২১	১৪৮৪৬.০২৬
এপ্রিল, ২০২১	১৩৩৬১.৩৫৪
মে, ২০২১	১৪২৫৯.৩৯৫
জুন, ২০২১	১৪০৪০.৫৪০

ছক ৪.২ : অন-নেট কল মিনিট (মিলিয়ন)



লেখচিত্র ৪.২ : অন-নেট কল মিনিট (মিলিয়ন)

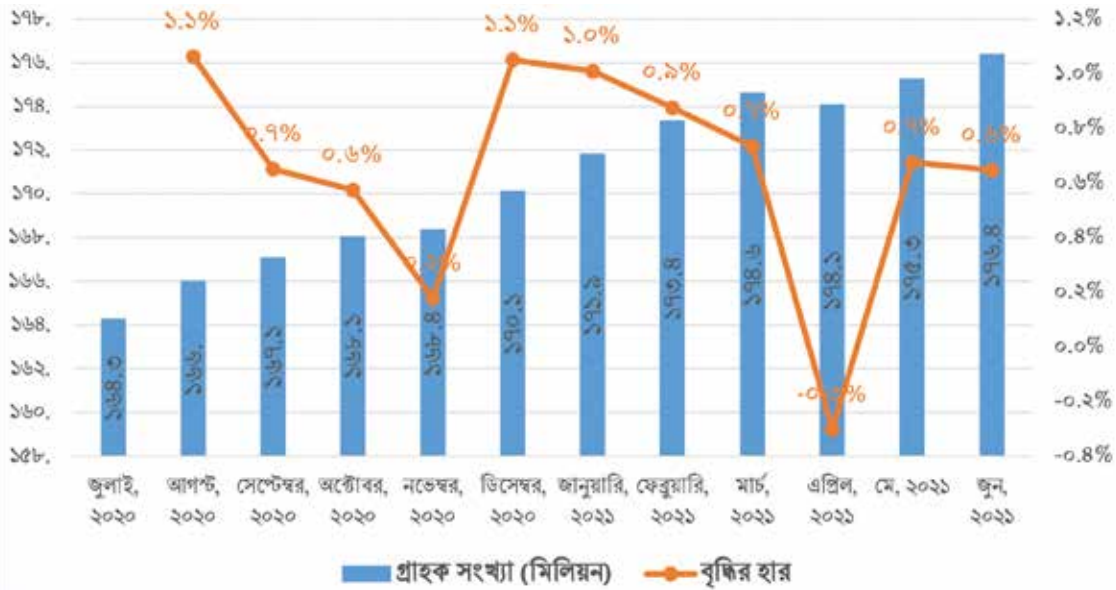
৩। তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা

৩.১। মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার এবং অপারেটরদের মার্কেট শেয়ার

জুন, ২০২১ সালে মোট মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ১৭৬.৪১২ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। মোবাইল গ্রাহক সংখ্যার মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

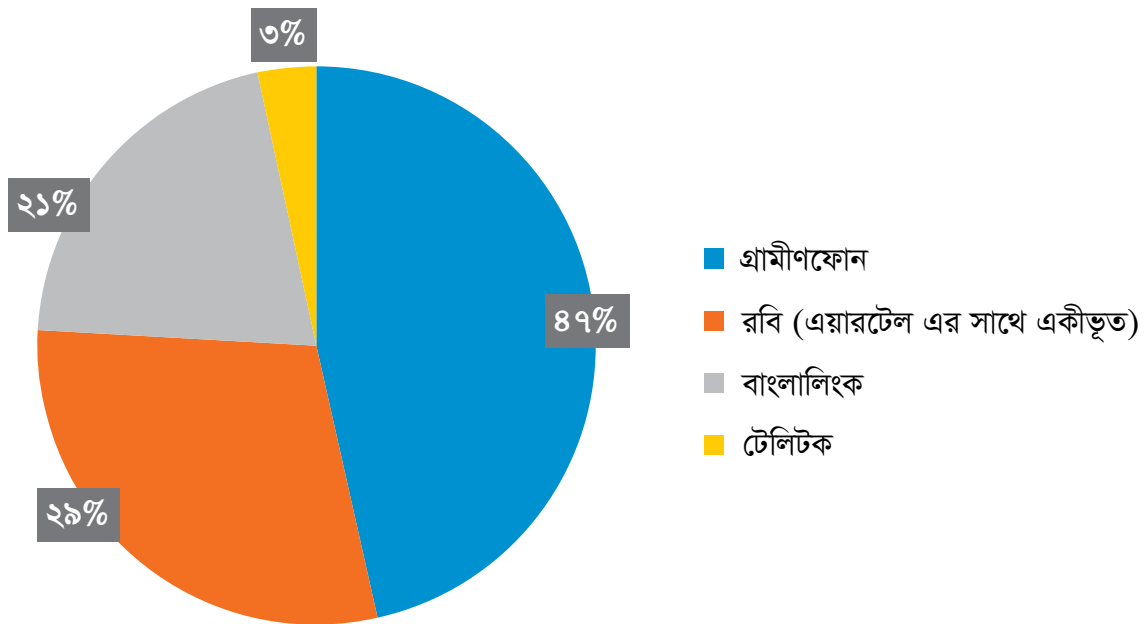
মাস	গ্রাহক সংখ্যা (মিলিয়ন)	বৃদ্ধির হার
জুলাই, ২০২০	১৬৪.২৮২	
আগস্ট, ২০২০	১৬৬.০২৮	১.১%
সেপ্টেম্বর, ২০২০	১৬৭.১০৯	০.৭%
অক্টোবর, ২০২০	১৬৮.০৬৯	০.৬%
নভেম্বর, ২০২০	১৬৮.৩৬৮	০.২%
ডিসেম্বর, ২০২০	১৭০.১৩৭	১.১%
জানুয়ারি, ২০২১	১৭১.৮৫৪	১.০%
ফেব্রুয়ারি, ২০২১	১৭৩.৩৫৮	০.৯%
মার্চ, ২০২১	১৭৪.৬২৯	০.৭%
এপ্রিল, ২০২১	১৭৪.১০২	-০.৩%
মে, ২০২১	১৭৫.২৭৮	০.৭%
জুন, ২০২১	১৭৬.৪১২	০.৬%

ছক ৪.৩ : মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ও গ্রাহক বৃদ্ধির হার



লেখচিত্র ৪.৩ : মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ও গ্রাহক বৃদ্ধির হার (%)

একইসাথে মোবাইল অপারেটরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মার্কেটের সাম্যাবস্থা ইতিবাচক দিকে অগ্রসর হচ্ছে।



লেখচিত্র ৪.৪ : গ্রাহক বিবেচনায় মোবাইল অপারেটর কর্তৃক মার্কেট শেয়ার (জুন, ২০২১)

৩.২। ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও ঘনত্ব

২০২০-২১ অর্থবছরে ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা বিশেষতঃ মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। জুন, ২০২১ সালে মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ১১০.৯০ মিলিয়ন এ উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া, আইএসপি ও পিএসটিএন ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ১০.০৫ মিলিয়ন। উল্লেখ্য, জুন, ২০২১ সালে টেলিডেনসিটি এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি যথাক্রমে ১০৩.৬৯% ও ৭০.৫৪% এ উন্নীত হয়েছে।

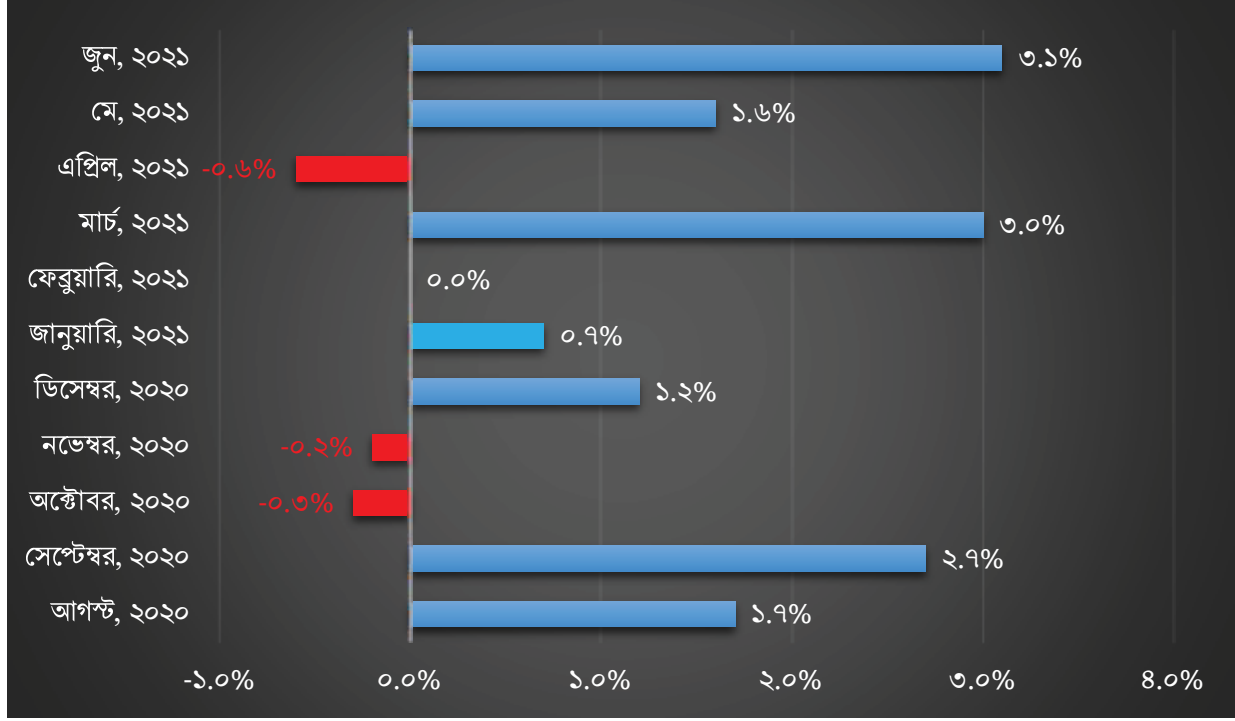
বিগত ১২ মাস অর্থাৎ জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ইন্টারনেট গ্রাহক (মোবাইল, আইএসপি, পিএসটিএন) বৃদ্ধির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

ইন্টারনেট গ্রাহক (মোবাইল ও ফিক্সড)		
মাস	গ্রাহক সংখ্যা (মিলিয়ন)	বৃদ্ধির হার
জুলাই, ২০২০	১০৬.৪১০	-
আগস্ট, ২০২০	১০৮.১৮৮	১.৭%
সেপ্টেম্বর, ২০২০	১১১.১৩৪	২.৭%
অক্টোবর, ২০২০	১১০.৭৬২	-০.৩%
নভেম্বর, ২০২০	১১০.৫৬২	-০.২%
ডিসেম্বর, ২০২০	১১১.৮৭৫	১.২%
জানুয়ারি, ২০২১	১১২.৭১৩	০.৭%
ফেব্রুয়ারি, ২০২১	১১২.৭১৫	০.০%
মার্চ, ২০২১	১১৬.১৩৬	৩.০%
এপ্রিল, ২০২১	১১৫.৪৩০	-০.৬%
মে, ২০২১	১১৭.৩০৬	১.৬%
জুন, ২০২১	১২০.৯৫৬	৩.১%

ছক ৪.৪ : ইন্টারনেট গ্রাহক (মোবাইল ও ফিক্সড)



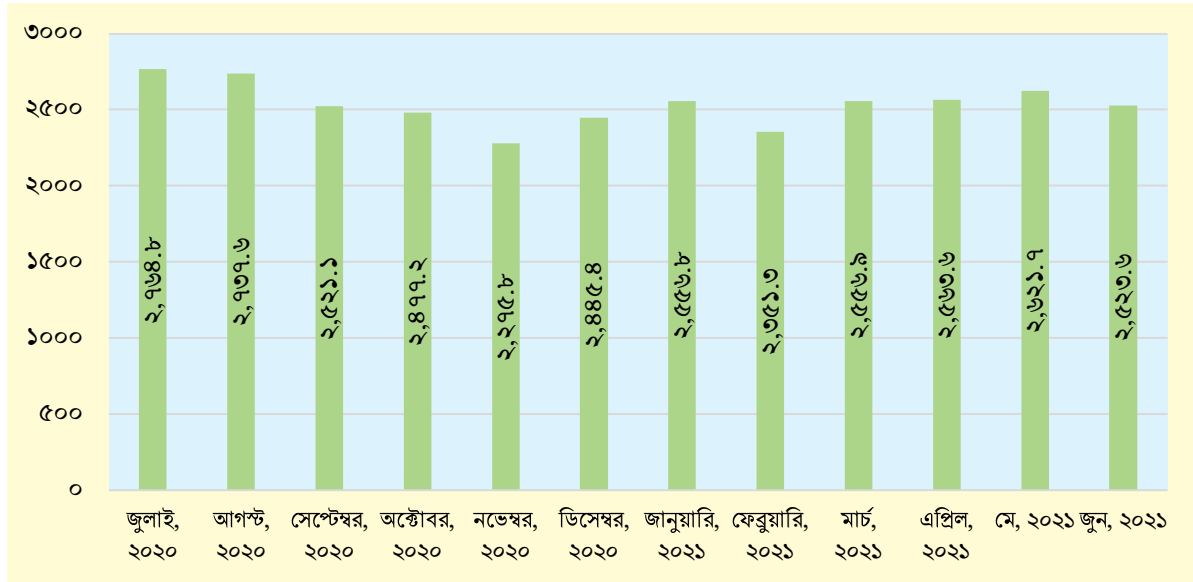
লেখচিত্র ৪.৫ : ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা (মিলিয়ন)



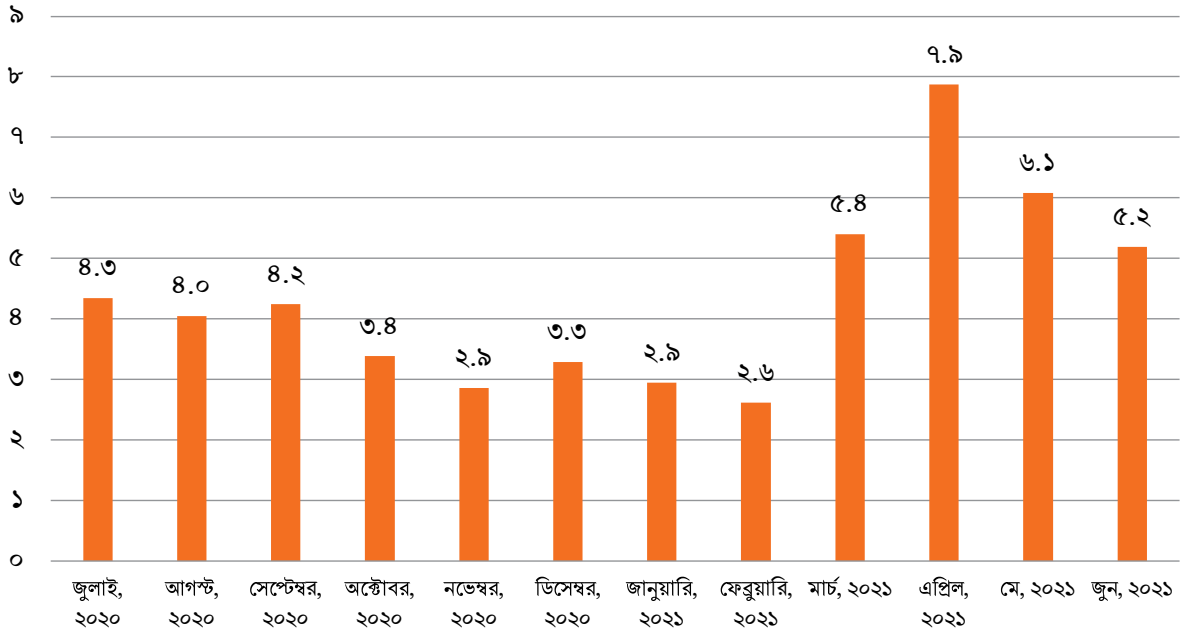
লেখচিত্র ৪.৬ : ইন্টারনেট গ্রাহক বৃদ্ধির হার (%)

৩.৩ | এসএমএস (SMS) সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত

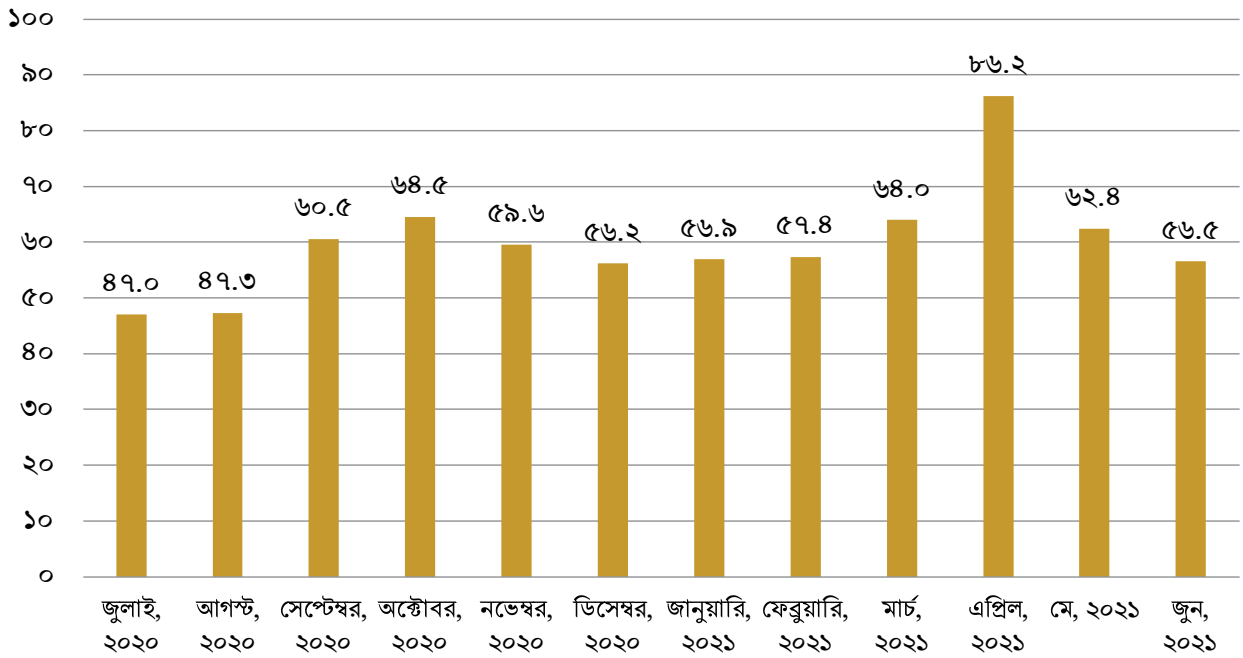
মোবাইল নেটওয়ার্কে ভয়েস (Voice) সেবার পর সবচেয়ে জনপ্রিয় সেবা হল এসএমএস। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক এসএমএস স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক উৎস হতে প্রেরিত এবং গৃহীত হয়ে থাকে। নিম্নে এ সংক্রান্ত কিছু উপাত্ত সন্নিবেশিত হলো :



লেখচিত্র ৪.৭ : গ্রাহক কর্তৃক প্রেরিত মোট অভ্যন্তরীণ এসএমএস-এর সংখ্যা (মিলিয়ন)



লেখচিত্র ৪.৮ : গ্রাহক কর্তৃক প্রেরিত মোট আন্তর্জাতিক এসএমএস-এর সংখ্যা (মিলিয়ন)



লেখচিত্র ৪.৯ : গ্রাহক কর্তৃক গৃহীত মোট আন্তর্জাতিক এসএমএস-এর সংখ্যা (মিলিয়ন)

৪। শর্টকোড

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস্ বিভাগ হতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল নাম্বারিং প্ল্যান ২০১৭ এর আলোকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রমকে আরও সহজলভ্য করণের লক্ষ্যে প্রচলিত টেলিফোন/মোবাইল নম্বরের পরিবর্তে তুলনামূলকভাবে কম ডিজিট সম্পন্ন ও সহজে মনে রাখার সুবিধা সম্বলিত নম্বর তথা শর্টকোড বরাদ্দ প্রদান করা হয়। প্রচলিত টেলিফোন নম্বরের পরিবর্তে তুলনামূলকভাবে কম ডিজিট সম্পন্ন হওয়ায় শর্টকোডের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শর্টকোড বরাদ্দকরণ নীতিমালা-২০২০ অনুযায়ী ইন্ট্রা-অপারেটর এবং ইন্টার-অপারেটর দু ধরনের শর্টকোড বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা সাধারণত ০৫ (পাঁচ) সংখ্যা বিশিষ্ট। ইন্ট্রা-অপারেটর শর্টকোড হল কোন একক অপারেটরের নেটওয়ার্কে সেবার জন্য ব্যবহৃত নম্বর, যা “২” দ্বারা শুরু হয়ে থাকে। অপরদিকে ইন্টার-অপারেটর শর্টকোড হল আন্তঃঅপারেটর শর্টকোড যার মাধ্যমে সকল অপারেটরের গ্রাহকগণ এক ধরনের সেবা পেয়ে থাকে, যা “১” দ্বারা শুরু হয়ে থাকে। শর্টকোডসমূহকে টেকনিক্যাল লেভেলে বিভিন্ন অপারেটর ভেদে একবারে স্বাধীন ও অনন্যরূপে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন ভ্যালু এ্যাডেড সার্ভিসে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার জন্যই প্রধানত শর্টকোড গুলো প্রচলিত রয়েছে।

বিটিআরসি কর্তৃক বরাদ্দকৃত উল্লেখযোগ্য শর্টকোডসমূহ :

SI No	Organization Name	Allocated Short Code
1	BTRC	100
2	Digital Security Agency	104
3	Bangladesh Election Commission	105
4	Anti-Corruption Commission	106
5	Multi-Sect oral Program me on Violence against Women Project Implementation Unit.	109
6	Post and Telecommunication Division	111
7	Bangladesh Railway	131
8	Access to Information (a2i) Programme	333
9	Bangladesh Police	999
10	Disaster Management Bureau (DMB)	1090
11	Ministry of Social Welfare	1098
12	Institute of Epidemiology Disease Control & Research (IEDCR)	10655
13	Dhaka Medical College Hospital	10656
14	Combined Military Hospital (CMH), Dhaka	10660
15	Civil Aviation Authority	13601
16	Bangladesh Parjatan Corporation	13803
17	Deputy Commissioner's Office, Kurigram	16100
18	Dhaka North City Corporation (Wintel Ltd.)	16101

Sl No	Organization Name	Allocated Short Code
19	Chittagong City Corporation	16104
20	BRTA	16107
21	Human Rights Commission	16108
22	Bangladesh Meterological Department	16110
23	Chittagong Development Authority (CDA)	16112
24	Ministry of Shipping	16113
25	Press Information Department	16114
26	Bangladesh Technical Education Board (BTEB)	16115
27	Dhaka Power Distribution Company Limited (DPDC)	16116
28	West Zone Power Distribution Company Limited (WZPDC)	16117
29	Chattogram Water Supply & Sewerage Authority	16118
30	BSTI	16119
31	DESCO	16120
32	Directoret of National Consumers' Right Protection	16121
33	Ministry of Land	16122
34	Agricultural Ministry	16123
35	National River Consevation Commission	16124
36	Bangladesh Air Force	16125
37	Department of Fisheries	16126
38	Dhaka Metropolitan Police	16127
39	Bangladesh Export Processing Zone Authority (BEPZA)	16128
40	Bangladesh Krishi Bank	16129
41	Office of the Register General, Birth & Death Register	16152
42	Dhaka WASA	16162
43	Bangladesh Post Office	16167
44	Bangladesh Scouts	16208
45	Ministry of Religious Affairs	16220
46	Teletalk Bangladesh Ltd.	16222
47	Bangladesh Bank	16236
48	Ministry of Health and Family Welfare	16263
49	Dhaka University	16321

Sl No	Organization Name	Allocated Short Code
50	Teletalk Bangladesh Ltd.	16333
51	icddr,b	16340
52	Teletalk Bangladesh Ltd.	16345
53	Department of Inspection for Factories & Establishment	16357
54	Min. of Fisheries & Livestock	16358
55	Microcredit Regulatory Authority	16394
56	Bangladesh Telecommunication Company Ltd. (BTCL)	16402
57	National University	16429
58	MoLaw, Justice and Parliament	16430
59	Rupali Bank Ltd.	16495
60	Titas Gas Transmission & Distribution Co. Ltd	16496
61	Jalalabad Gas Transmission and Distribution System Ltd.	16511
62	Karnaphuli Gas Distribution Company Ltd.	16512
63	Pashchimanchal Gas Company Ltd.	16514
64	Agrani Bank Ltd.	16518
65	Bakhrabad Gas Distribution Company Ltd.	16523
66	Paradise Technologies Ltd.	16540
67	National Board of Revenue	16555
68	Chittagong Port Authority	16563
69	Central Procurement Technical Unit	16575
70	Sonali Bank Ltd	16639
71	Palli Sanchay Bank	16654
72	Directorate General of Family Planning (DGFP)	16767

ছক ৪.৫ : বিটিআরসি কর্তৃক বরাদ্দকৃত উল্লেখযোগ্য শর্টকোডসমূহ

৫। রেডিয়েশন পরিমাপ

মানবদেহে ও পরিবেশের উপর মোবাইল টাওয়ার (Base Transceiver Station) হতে নিঃসৃত ক্ষতিকারক Electro Magnetic Field Radiation (EMF-Radiation) এর প্রভাব নিয়ে জনসচেতনতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেবা গ্রহীতাগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে খুব সক্রিয়। টেলিযোগাযোগ সেবার রেগুলেটর হিসেবে বিটিআরসি তথা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার বিষয় হলো EMF-Radiation এর প্রভাব বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা।

বর্তমানে Radiation Measurement Equipment ব্যবহার করে বিভিন্ন এলাকায় স্থাপিত মোবাইল টাওয়ার হতে সৃষ্ট EMF-Radiation এর মাত্রা পরীক্ষা করা হচ্ছে। সম্প্রতি বিটিআরসি ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রংপুর বিভাগে বিভিন্ন এলাকায়

মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক স্থাপিত টাওয়ার হতে নিঃসৃত EMF Radiation এর মাত্রা পরিবীক্ষণ করে। International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) এর মানদণ্ডের সাথে পরীক্ষালব্ধ তথ্য-উপাত্তের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, পরিবীক্ষণ স্থানসমূহে EMF Radiation এর মান গ্রহণযোগ্য মানের চেয়ে অনেক কম রয়েছে, যা World Health Organization (WHO) এবং ICNIRP এর মানদণ্ড অনুযায়ী জনস্বাস্থ্য কিংবা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়।

৫.১। মোবাইল টাওয়ারের EMF Radiation পরিবীক্ষণের ফলাফল

সম্প্রতি বিটিআরসি কর্তৃক ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রংপুর বিভাগে মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক স্থাপিত টাওয়ার হতে নিঃসৃত EMF Radiation এর মাত্রা পরিবীক্ষণ করা হয়। পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে ICNIRP, WHO এবং International Telecommunication Union (ITU)-এর Standard অনুসরণ করে EMF Radiation এর মাত্রা পরীক্ষা করা হয়।

Location		Measured Value (Max)	Measured Value (Avg.)	ICNIRP GP-1998 Standard (max allowable limit)	Compliant
District	Place	Watt/m ²	Watt/m ²	Watt/m ²	(Yes/No)
Jamalpur	Dewan Para (College Road)	0.0268	0.01492	2.106	Yes
Dhaka City	Banani	0.199	0.054	2.106	Yes
	Arambag (close to NDC)	0.1564	0.07497	2.106	Yes
	Farmgate (Indera Road)	0.2403	0.08443	2.106	Yes
	MohammadPur (Razia Sulta Road)	2.757	1.591	2.106	Yes
	Nobaber bag (Close to Mirpur Zoo)	0.05555	0.03586	2.106	Yes
	Mirpur-12, Bas Terminal	0.1435	0.083	2.106	Yes
	Mirpur-2 (close to Stadium)	1.061	0.595	2.106	Yes
	Dhaka Cantonment (Nirjhor R/A)	0.00931	0.008	2.106	Yes
	Dhaka Cantonment (Moinul Road)	0.2028	0.106	2.106	Yes
	Dhaka Cantonment (Nirjhor R/A, Bivabori) IBS	0.0503	0.005	2.106	Yes
Dhaka Cantonment (Hazi Moshin)	0.04501	0.03	2.106	Yes	

Location		Measured Value (Max)	Measured Value (Avg.)	ICNIRP GP-1998 Standard (max allowable limit)	Compliant
District	Place	Watt/m ²	Watt/m ²	Watt/m ²	(Yes/No)
Bagerhat	Boddomari (Nearest Sundarbans)	0.00521	0.0016	2.106	Yes
	Joymoni (Nearest Sundarbans)	0.0085	0.0039	2.106	Yes
Khulna	DC Office	0.744	0.412	2.106	Yes
	Khulna Medical College	0.085	0.0446	2.106	Yes
	Khulna University	0.0365	0.0242	2.106	Yes
Jashore	JUST	0.193	0.054	2.106	Yes
	Jessore Sadar Hospital	0.11	0.053	2.106	Yes
	Jessore New Market	0.156	0.068	2.106	Yes
Chattogram	Chittagang University	0.018	0.0145	2.106	Yes
	Hathazari	0.0356	0.023	2.106	Yes
	2nd Gate	0.457	0.15	2.106	Yes
	Chittagang Medical College	1.075	0.482	2.106	Yes
	Green View Residential Arera	0.223	0.127	2.106	Yes
	Wireless Gate	0.048	0.031	2.106	Yes
Feni	Feni Lalpole Area	0.0784	0.0554	2.106	Yes
	Feni Police Line School & College	0.306	0.137	2.106	Yes
	Feni Sadar Hospital	0.08	0.03	2.106	Yes
Rajshahi	Rajshahi University	0.164	0.064	2.106	Yes
	Saheb Bazar	0.221	0.117	2.106	Yes
	Lokkipur Crossing	0.268	0.122	2.106	Yes
	Rajshahi Medical College	0.016	0.013	2.106	Yes
	Padma Residential Area	0.082	0.032	2.106	Yes

Location		Measured Value (Max)	Measured Value (Avg.)	ICNIRP GP-1998 Standard (max allowable limit)	Compliant
District	Place	Watt/m ²	Watt/m ²	Watt/m ²	(Yes/No)
Rangpur	Lalbag (Close to Karmaikel college)	0.05954	0.02588	2.106	Yes
	College Para	0.0509	0.02788	2.106	Yes
	Medical Mor	0.1628	0.08472	2.106	Yes
	Jahaj Company Mor	0.1139	0.06758	2.106	Yes
	Kachari bazar (DC Office & Judge Court)	0.01377	0.007472	2.106	Yes
	Rangpur zila School	0.1545	0.06269	2.106	Yes
	Gomosta para	0.01926	0.01317	2.106	Yes
	Tarminal	0.01068	0.007109	2.106	Yes
Sylhet	Shahjalal Upshahar	0.08528	0.058	2.106	Yes
	Darga Gate	1.153	0.593	2.106	Yes
	Akhalia, Surma Gate	0.1975	0.083	2.106	Yes
	Tuker Bazar	0.0349	0.027	2.106	Yes
	Ambarkhana	0.06918	0.045	2.106	Yes
	SUST	0.07403	0.0482	2.106	Yes

ছক ৪.৬ : মোবাইল টাওয়ারের EMF Radiation পরিবীক্ষণের ফলাফল

মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত ফলাফল গাইডলাইনের নির্ধারিত মানদণ্ডের থেকেও অনেক কম পাওয়া গেছে। অর্থাৎ এ সকল স্থানে রেডিয়েশনের মাত্রা মানব দেহ কিংবা পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে না। রেডিয়েশনের মাত্রা পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিটিআরসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে ২০১২ সাল থেকে মহামান্য হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন শুনানি চলমান ছিল। সময়ে সময়ে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা মাফিক বিটিআরসি এ সংক্রান্ত Compliance report দাখিল করছে।

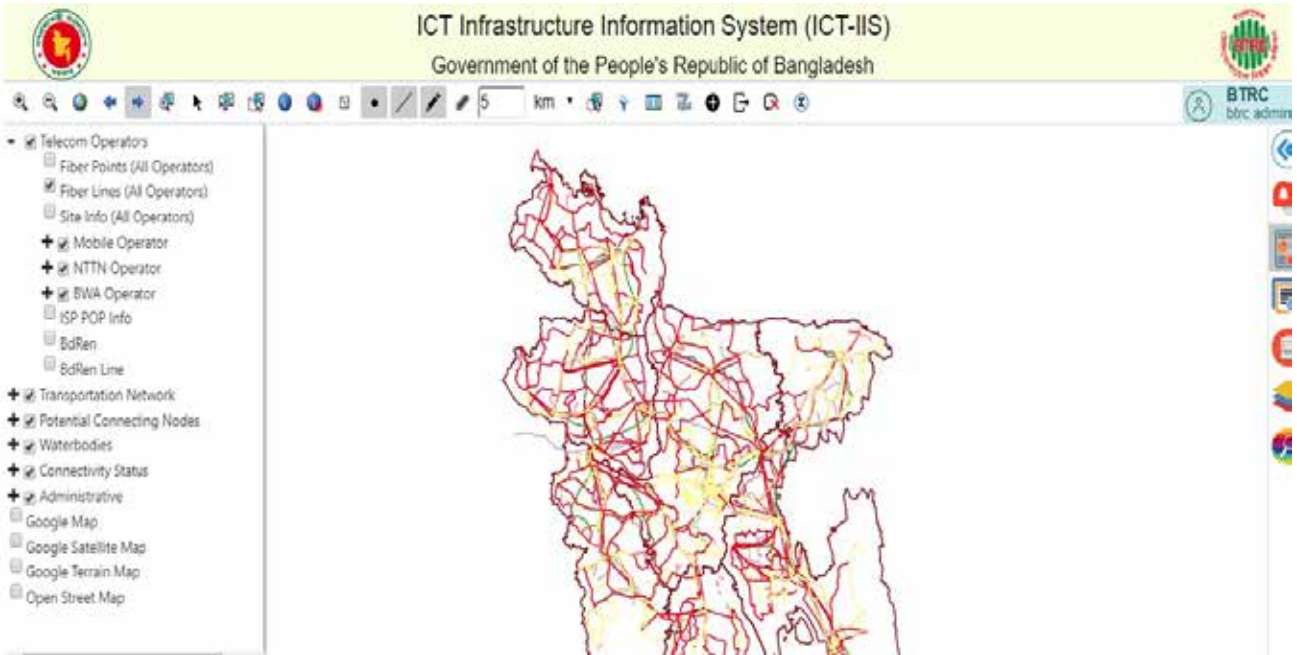
অদূর ভবিষ্যতে 5G সহ আধুনিক প্রযুক্তি প্রবর্তন সামনে রেখে যন্ত্রাংশের উন্নত সংস্করণ এবং রেডিয়েশনের মাত্রা পরিবীক্ষণ কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃতকরণের উদ্দেশ্যে উন্নত প্রযুক্তির এবং দ্রুত পরিমাপে সক্ষম Fixed Broadband Meter এবং Area Monitoring Device ক্রয়ের কাজ চলমান রয়েছে।

এছাড়াও, দেশের বিভাগীয় পর্যায়ে মনিটরিং অফিস স্থাপন করে উপযুক্ত কারিগরি জনবলের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে ইএমএফ বিকিরণ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে জনবল বৃদ্ধি ও অফিস স্থাপন বিষয়ক প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে।

৬ | Interactive GIS Map

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের প্রথম শর্ত দেশব্যাপী বিস্তৃত একটি স্ব-নির্ভর শক্তিশালী নেটওয়ার্ক স্থাপন, যার মাধ্যমে তথ্য সেবা পৌঁছে যাবে প্রান্তিক পর্যায়ে গ্রহস্থের ঘরে। আর এই নেটওয়ার্কের অন্যতম মৌলিক অবকাঠামো হলো একটি সুনির্দিষ্ট, নির্ভরযোগ্য, বলিষ্ঠ অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক। উল্লেখ্য ১৯৯৭ সাল হতেই দেশব্যাপী মোবাইল নেটওয়ার্ক এর সহায়তায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিস্তৃত হয়ে এসেছে এবং পূর্বে ট্রান্সমিশনের জন্য পৃথক কোন লাইসেন্স না থাকায় অপারেটরসমূহ দেশব্যাপী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করেছে।

স্ব স্ব অপারেটরের নিজস্ব নেটওয়ার্ক থাকলেও দেশব্যাপী বিস্তৃত বিভিন্ন অপারেটরের অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের কোন সমন্বিত চিত্র নীতি-নির্ধারকদের নিকট না থাকায় সঠিক Resource Utilization এ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছিল। মাননীয় মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত Domestic Network Co-ordination সভায় বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের Network Planning এর ক্ষেত্রে দেশব্যাপী বিস্তৃত এ সকল Optical Network এর সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে অনুভূত হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে বিটিআরসি'র উপর একটি Interactive GIS Map প্রণয়নের দায়িত্ব আরোপ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে সরকার দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠানকে Broadband Network এর আওতায় আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বিটিআরসি কর্তৃক দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়নসহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি ক্লিনিক, ডাকঘর ইত্যাদি তৃণমূল পর্যায়ের দপ্তরসমূহকে BroadBand Network এর সাথে ক্রমান্বয়ে সংযুক্তির মাধ্যমে একটি Interactive GIS Map প্রস্তুত করা হয়েছে।



চিত্র ৪.১ : Interactive GIS Map

বিটিআরসি'র তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত উক্ত Interactive GIS Map' টিতে সকল অপারেটরের নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার এর তথ্য একটি মানচিত্রের বিভিন্ন লেয়ারের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ মানচিত্রের সহায়তায় বর্তমানে সারাদেশের

অপটিক্যাল ফাইবারের জেলা/উপজেলা/ইউনিয়নভিত্তিক অবস্থান, ক্যাপাসিটিসহ বিস্তারিত কারিগরি তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে। সরকারি/বেসরকারি Connectivity সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নে Interactive GIS Map টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিটিআরসি'র ইএন্ডও বিভাগ এর পূর্বানুমোদন স্বাপেক্ষে বিভিন্ন সংস্থা উক্ত Interactive GIS Map এর সংশ্লিষ্ট তথ্য ব্যবহার করতে পারবে।

এছাড়া বিটিআরসি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Interactive GIS Map টি আরও তথ্যবহুল এবং হালনাগাদ করার লক্ষ্যে বিটিআরসি এবং IWM (Institute of Water Modelling) এর মধ্যে একটি চুক্তি(তৃতীয় ধাপ) সম্পাদন হয়েছে, যার কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী উক্ত কার্যক্রম শেষে বাংলাদেশের সকল অপারেটর কর্তৃক স্থাপিত অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক, টুজি, থ্রিজি এবং ফোরজি নেটওয়ার্ক সহ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে, যা বিটিআরসি তথা সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৭। টেলিকম মনিটরিং সেন্টার

টেলিযোগাযোগ খাতের নিরাপত্তা, জবাবদিহিতা ও লাইসেন্সধারী অপারেটরদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিটিআরসি অপারেটরদের আর্থিক ও তথ্য ব্যবস্থাপনার উপর অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে অপারেটরদের টেকনিক্যাল অডিট ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয় যেখানে অপারেটরদের পরিবীক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থার পরিদর্শন পদ্ধতির সঠিকতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অপারেটর ঘোষিত ও দাখিলকৃত প্রতিবেদনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় অনেকক্ষেত্রে অপারেটরদের কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ ও কাংখিত ডাটা পাওয়া যায় না। তাছাড়া, সিডিআর ডাটা সংরক্ষণে কারিগরি ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতা থাকায় দীর্ঘ সময় ধরে উক্ত ডাটা সংরক্ষণ করা বেশ দুর্লভ। ইন্টারনেটভিত্তিক এবং মূল্য সংযোজিত সেবার ব্যবহার ইত্যাদি যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে অপারেটর প্রদত্ত প্রতিবেদনের উপর নির্ভরতা তৈরি হয় অর্থাৎ মোবাইল অপারেটরদের কাছ থেকে বিটিআরসি'র রাজস্ব আহরণের বিষয়টি অনেকাংশে অপারেটরদের প্রতিবেদন নির্ভর এবং বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রকৃত রাজস্ব এর অবস্থা যাচাইবাচাই এর সুযোগ খুবই সীমিত। বিটিআরসি কর্তৃক নিয়োজিত তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে মোবাইল অপারেটরদের আর্থিক ও তথ্য ব্যবস্থাপনার উপর সম্পাদিত ইতোপূর্বের অডিট কার্যক্রমে তা প্রতীয়মান হয়েছে। তাছাড়া, কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করায় তথ্য আহরণ ও তথ্য নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিশ্চিত করা জটিল হয়ে দাঁড়ায়। অপারেটরদের সেবার মান এবং টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের প্রকৃত পরিস্থিতি যাচাই করার জন্য বিটিআরসি'র সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহকে অফলাইন রিপোর্ট এর উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে অনেক সময়ই সরকারের উচ্চ পর্যায়ে দ্রুত এবং দক্ষ প্রতিবেদন পেশ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কার্যকর সিদ্ধান্ত নেবার বিষয়টি বিলম্বিত হয়। তাছাড়া, বর্তমানে লাইসেন্সধারীদের গ্রাহক, নেটওয়ার্ক, স্পেকট্রাম এবং আইনি বিষয়ে তথ্য প্রদান এবং গ্রহণ করার বিষয়টি সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল এবং ফলশ্রুতিতে কমিশনকেও ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে প্রস্তুত প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করতে হয়। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের পথে অন্যতম প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে লাইসেন্সধারীদের তথ্য সংগ্রহ, রিপোর্টিং, মনিটরিং এবং তথ্য ও আর্থিক অডিট ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ডিজিটাল করা একটি মৌলিক প্রয়োজন। এই সকল বিষয়াদি বিবেচনা করতঃ বিটিআরসি কর্তৃক একটি ডিজিটাল ব্যবস্থা (Telecom Monitoring System, TMS) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা বিদ্যমান তথ্য সংগ্রহ এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয় করবে, সেই সঙ্গে লাইসেন্সধারীদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য বাস্তব সময়ে (real time) পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক হতে ভয়েস ও ডাটা ট্রাফিকের ব্যবহার ও মান সম্পর্কিত তথ্য এবং সর্বোপরি সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব এর সঠিক তথ্য

প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাবে। ফলে বিটিআরসি'র নীতিনির্ধারণী ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে এবং সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ ব্যবস্থা আরও দক্ষ ও দ্রুত করা যাবে। একইসাথে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়ার ফলে প্রতি বছর সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। প্রস্তাবিত TMS ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকবে-

ক। দেশের সকল এলাকায় টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক এর প্রকৃত অবস্থা তাৎক্ষণিক যাচাই করা সম্ভব হবে এবং জনসাধারণের সেবা ব্যবহারের হার পর্যবেক্ষণ করা যাবে। ফলে সুবিধাবঞ্চিত এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে টেলিযোগাযোগ সেবা বিস্তৃত করা সহজ হবে।

খ। সরকারের অর্জিতব্য রেভিনিউ শেয়ারিং সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যাবে।

গ। অপারেটরদের নেটওয়ার্কের লাইভ মনিটরিং সম্ভব হবে। নেটওয়ার্কের সেবার মান আরও সুচারুভাবে যাচাই করা যাবে এবং গ্রাহকসেবার প্রকৃত অবস্থা জানা যাবে। শহর এলাকার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চল, দ্বীপ, হাওড়-বাওড়, উপকূলীয় অঞ্চল ও দূর্গম এলাকার সুবিধাবঞ্চিত সাধারণ জনগণের টেলিযোগাযোগ সেবার মান এবং উক্ত এলাকায় নেটওয়ার্ক বিস্তৃতির প্রকৃত অবস্থা আরও সুচারুভাবে যাচাই করা যাবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে।

ঘ। অপারেটররা বাস্তবে যে সকল ট্যারিফ বাস্তবায়ন করছে এবং এসকল ট্যারিফ প্যাকেজ বিটিআরসি কর্তৃক অনুমোদিত কি না অথবা গ্রাহকেরা অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কি না তা যাচাই করা সম্ভব হবে এবং এ বিষয়ক অভিযোগসমূহের নিষ্পত্তি কার্যকরভাবে সম্পাদন সম্ভব হবে।

ঙ। টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত সকল সূচক এবং প্রতিবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়াজাত হবে। ফলে সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর প্রতিবেদন প্রেরণ এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরও দ্রুত হবে।

চ। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশ থেকে প্রতিদিন কত সংখ্যক কল, এসএমএস আদান প্রদান হচ্ছে তা গণনা করার মাধ্যমে সিস্টেম কর্তৃক স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাজস্ব এর পরিমাণ নিরূপন করা যাবে।

ছ। সিস্টেম কর্তৃক স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপারেটরদের ব্যবহৃত তরঙ্গ ও অন্যান্য টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি এর প্রকৃত সংখ্যা নিরূপনের মাধ্যমে অপারেটরদের এক্সসেস ও মাইক্রোওয়েব তরঙ্গ চার্জ এর পরিমাণ হিসাব করা সহজতর হবে। সিস্টেম এর সাহায্যে প্রাপ্ত তরঙ্গ চার্জ এবং অপারেটর কর্তৃক প্রদত্ত চার্জ এর তুলনামূলক পার্থক্য নিরূপনের সুযোগ থাকবে বিধায় অপারেটরদের রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার সুযোগ বন্ধ হবে।

জ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নেটওয়ার্ক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

সর্বোপরি টেলিকম মনিটরিং সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে শহর, নগরের বাসিন্দাদের মত দেশের দূর প্রত্যন্ত গ্রাম ও দেশের প্রান্তিক জনগণের দোরগোড়ায় টেলিযোগাযোগের সুফলসমূহ কতটা নিরবচ্ছিন্নভাবে পৌঁছে দেয়া সম্ভব তা নিরূপন সহজতর হবে। যার উপর ভিত্তি করে সরকারের বিভিন্ন নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নানাবিধ অবকাঠামোগত ব্যবস্থা ও সেবার সঠিক মান উন্নয়নে সিস্টেমটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। উল্লেখ্য, দুই পর্যায় বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে প্রস্তাবিত সিস্টেম স্থাপন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রম ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

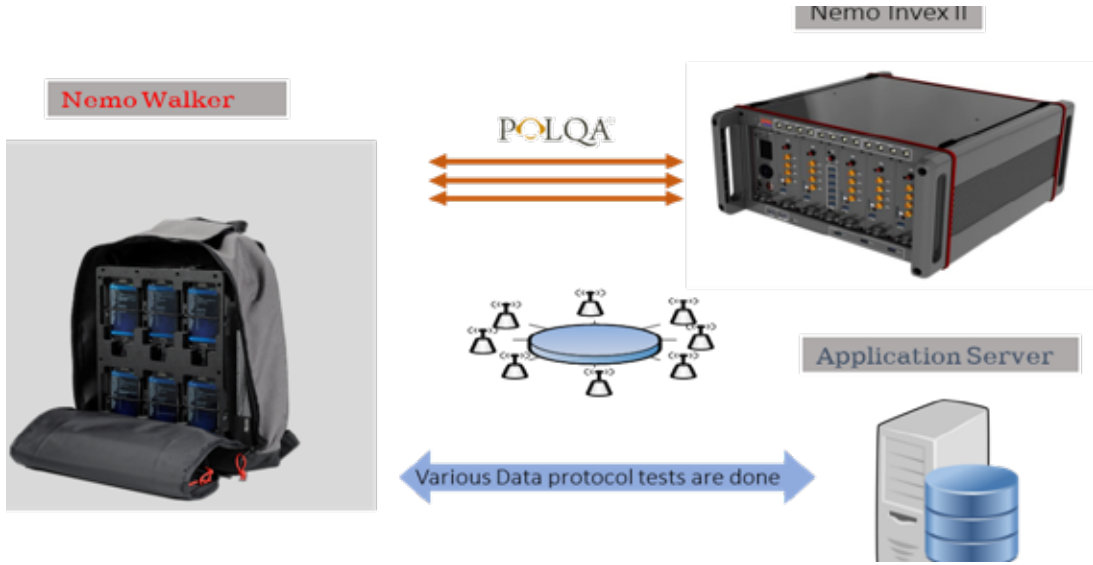
৮। কোয়ালিটি অব সার্ভিস (QoS)

কোয়ালিটি অব সার্ভিস বলতে একটি নেটওয়ার্কের আওতাধীন কিংবা কোন একটি সেবার মাধ্যমে প্রান্তিক গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করার ক্ষমতাকে বুঝায়। ITU-T Recommendation E.800 অনুসারে কোন একটি সেবার ক্ষেত্রে তার গুণগত মানের সম্মিলিত

প্রভাব যা গ্রাহক সন্তুষ্টির মাত্রা পরিমাপক হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকেই কোয়ালিটি অব সার্ভিস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অপারেটরদের সেবার মান উন্নয়ন এবং গ্রাহক স্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিটিআরসি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিটিআরসি হতে মোবাইল অপারেটর, ISP, PSTN সহ অন্যান্য ANS অপারেটরদের টেলিযোগাযোগ সেবার মান সংক্রান্ত সমন্বিত রেগুলেশন “(ANS Operators' Quality of Service) Regulations, 2018” জারি করা হয়েছে। উক্ত রেগুলেশন এ কলড্রপ, Data Throughput (ডাটাস্পিড), নেটওয়ার্ক কভারেজ সহ নেটওয়ার্কের অন্যান্য Key Performance Indicator (KPI) এর ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য সীমা নির্ধারণ করা আছে।

উক্ত নির্দেশনার আলোকে অপারেটররা Data Throughput (ডাটা স্পিড), কলড্রপ এবং অন্যান্য KPI এর মান সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত মাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন আকারে বিটিআরসি'তে প্রদান করে থাকে। অপারেটর কর্তৃক QoS সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদনে দাখিলকৃত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে বিটিআরসি'র কারিগরি দল অপারেটরদের স্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন করে থাকে এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য যে, কমিশনের নিজস্ব QoS পরিমাপের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ইএন্ডও বিভাগের পরিবীক্ষণ দলের সদস্যগণ এ সংক্রান্ত ড্রাইভ টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনা করছে।



চিত্র ৪.২ : বিটিআরসি'র QoS পরিমাপক যন্ত্রপাতি

উক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অপারেটরদের সাহায্য ছাড়াই বিটিআরসি দেশের বিভিন্ন জায়গায় অপারেটরদের নেটওয়ার্কের কলড্রপ, Data Throughput (ডাটা স্পিড), নেটওয়ার্ক কভারেজ সহ বিভিন্ন KPI পরিমাপ করছে। জনপ্রিয় বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপস যেমন Facebook, Youtube ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপারেটরদের নেটওয়ার্কের কোয়ালিটিও উক্ত যন্ত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করা হচ্ছে। সেবার মানের ক্ষেত্রে ত্রুটি চিহ্নিত হলে সংশ্লিষ্ট অপারেটরদের তা দূরীকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিটিআরসি অপারেটরদের সেবার মান উন্নয়ন এবং গ্রাহক স্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্ণিত যন্ত্রাংশ দিয়ে ঢাকা মহানগরীসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ড্রাইভ টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ড্রাইভ টেস্ট কার্যক্রমে প্রাপ্ত ফলাফলে যে সব ক্ষেত্রে সেবার মানের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, সে সব ক্ষেত্রে সেবার মানোন্নয়নের জন্য মোবাইল অপারেটরদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৮.১। QoS পরিমাপের লক্ষ্যে গৃহীত ড্রাইভ-টেস্ট কার্যক্রম

সম্প্রতি ঢাকা শহর (উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন), চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় ড্রাইভ-টেস্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে, যার সারাংশ নিম্নে প্রদান করা হলো

ক্রম	সম্পাদিত ড্রাইভ-টেস্ট এর ব্যাপ্তি (জুন, ২০২১ পর্যন্ত)					
	এলাকা	সময়কাল	দিন	জেলা সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব
১।	ঢাকা শহর (ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন)	২৩/০১/২০২১- ০৮/০২/২০২১	১৫	-	-	১১২১ কিলোমিটার
২।	চট্টগ্রাম বিভাগ	১৩/০২/২০২১- ১৪/০৩/২০২১	২৬	০৯	৫৫	২৮৬০ কিলোমিটার
৩।	ময়মনসিংহ বিভাগ	২১/০৩/২০২১- ০১/০৪/২০২১	১০	০৪	১৯	১০৭৩ কিলোমিটার
৪।	সিলেট বিভাগ	১৭/০৬/২০২১- ২৮/০৬/২০২১	১২	০৪	২২	১২০৩ কিলোমিটার
		মোট	৬৩	১৭	৯৬	৬২৫৭ কিলোমিটার

ছক ৪.৭ : বিটিআরসি কর্তৃক সম্পাদিত ড্রাইভ-টেস্ট এর ব্যাপ্তি

৮.২। ড্রাইভ-টেস্টে প্রাপ্ত ফলাফল

ঢাকা শহর (উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন), চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় ড্রাইভ-টেস্ট পরিচালনার মাধ্যমে প্রাপ্ত মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্কের সেবার মান সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক ফলাফল নিম্নে তুলে ধরা হলো :

৮.২.১। ঢাকা শহর (উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন) এর QoS ড্রাইভ-টেস্ট এর ফলাফল

Voice Call KPI (Avg.)	Benchmarks	GP	Robi	BL	TBL
Call Setup Success Rate	>=97%	99.57%	99.48%	99.35%	98.86%
Call Drop Rate	<=2%	0.18%	0.37%	0.31%	1.31%
Call Setup Time	<= 7 Sec	6.22	6.52	5.97	8.28
MOS: Call Quality	>= 3.5	3.84	3.53	3.66	3.70
Data Throughput KPI	Benchmarks	GP	Robi	BL	TBL
4G/LTE DL FTP Data Throughput (Avg.) (Mbps)	>= 7 Mbps	5.72	5.72	4.94	2.82
3G/UMTS DL FTP Data Throughput (Avg.) (Mbps)	>= 2 Mbps	3.96	4.02	3.99	1.74

ছক ৪.৮ : ঢাকা শহর (উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন) এর QoS ড্রাইভ-টেস্ট এর ফলাফল

- ঢাকা শহরে 4G ডাউনলোড স্পিডের ক্ষেত্রে কোন মোবাইল অপারেটর বিটিআরসি নির্ধারিত ন্যূনতম সীমা (≥ 7 Mbps) পূরণ করতে পারেনি।
- টেলিটক Call Setup Time ও 3G ডাউনলোড স্পিড সংক্রান্ত বেঞ্চমার্ক পূরণ করতে পারেনি।

৮.২.২। চট্টগ্রাম বিভাগের QoS ড্রাইভ-টেস্ট এর ফলাফল

Voice Call KPI (Avg.)	Benchmarks	GP	Robi	BL	TBL
Call Setup Success Rate	$\geq 97\%$	99.09%	99.48%	97.70%	96.71%
Call Drop Rate	$\leq 2\%$	0.29%	0.45%	0.28%	1.20%
Call Setup Time	≤ 7 Sec	5.28	5.84	5.60	6.75
MOS: Call Quality	≥ 3.5	3.74	3.32	3.57	3.66
Data Throughput KPI	Benchmarks	GP	Robi	BL	TBL
4G/LTE DL FTP Data Throughput (Avg.) (Mbps)	≥ 7 Mbps	4.92	3.56	6.10	2.10
3G/UMTS DL FTP Data Throughput (Avg.) (Mbps)	≥ 2 Mbps	3.68	2.58	4.83	1.77

ছক ৪.৯ : চট্টগ্রাম বিভাগের QoS ড্রাইভ-টেস্ট এর ফলাফল

- চট্টগ্রাম বিভাগে 4G ডাউনলোড স্পিডের ক্ষেত্রে কোন মোবাইল অপারেটর বিটিআরসি নির্ধারিত ন্যূনতম সীমা (≥ 7 Mbps) পূরণ করতে পারেনি।
- রবি'র নেটওয়ার্কে MOS (Mean Opinion Score ভয়েস কল কোয়ালিটি) এর মান নির্ধারিত গ্রহণযোগ্য সীমা (≥ 3.5) এর চেয়ে কম পাওয়া গেছে।
- টেলিটক Call Setup Success Rate ও 3G ডাউনলোড স্পিড সংক্রান্ত বেঞ্চমার্ক পূরণ করতে পারেনি।

৮.২.৩। ময়মনসিংহ বিভাগের QoS ড্রাইভ-টেস্ট এর ফলাফল

Voice Call KPI (Avg.)	Benchmarks	GP	Robi	BL	TBL
Call Setup Success Rate	$\geq 97\%$	98.64%	99.45%	98.65%	94.67%
Call Drop Rate	$\leq 2\%$	0.50%	0.51%	0.43%	1.93%
Call Setup Time	≤ 7 Sec	4.56	5.66	4.93	6.15
MOS: Call Quality	≥ 3.5	3.63	3.33	3.52	3.45

Data Throughput KPI (Avg.)	Benchmarks	GP	Robi	BL	TBL
4G/LTE DL FTP Data Throughput (Avg.) (Mbps)	>= 7 Mbps	6.78	5.83	8.88	2.21
3G/UMTS DL FTP Data Throughput (Avg.) (Mbps)	>= 2 Mbps	5.98	5.56	7.93	1.84

ছক ৪.১০ : ময়মনসিংহ বিভাগের QoS ড্রাইভ-টেস্ট এর ফলাফল

- ময়মনসিংহ বিভাগে বাংলালিংক ব্যতীত অন্য ০৩টি মোবাইল অপারেটর 4G ডাউনলোড স্পিডের ক্ষেত্রে বিটিআরসি নির্ধারিত সীমা (>=7Mbps) পূরণ করতে পারেনি।
- রবি ও টেলিটক MOS সংক্রান্ত বেঞ্চমার্ক পূরণ করতে পারেনি।
- টেলিটক Call Setup Success Rate ও 3G ডাউনলোড স্পিড সংক্রান্ত বেঞ্চমার্ক পূরণ করতে পারেনি।

৮.২.৪। সিলেট বিভাগের QoS ড্রাইভ-টেস্ট এর ফলাফল

Voice Call KPI (Avg.)	Benchmarks	GP	Robi	BL	TBL
Call Setup Success Rate	>=97%	98.66%	95.84%	98.25%	96.18%
Call Drop Rate	<=2%	0.26%	0.55%	0.74%	1.14%
Call Setup Time	<= 7 Sec	4.73	5.83	5.01	6.02
MOS: Call Quality	>= 3.5	3.61	3.24	3.56	3.38
Data Throughput KPI (Avg.)	Benchmarks	GP	Robi	BL	TBL
4G/LTE DL FTP Data Throughput (Mbps)	>= 7 Mbps	4.42	4.43	8.93	3.39
3G/UMTS DL FTP Data Throughput (Mbps)	>= 2 Mbps	4.15	4.22	8.29	2.98

ছক ৪.১১ : সিলেট বিভাগের QoS ড্রাইভ-টেস্টের ফলাফল

- সিলেট বিভাগে বাংলালিংক ব্যতীত অন্য ০৩টি মোবাইল অপারেটর 4G ডাউনলোড স্পিডের ক্ষেত্রে বিটিআরসি নির্ধারিত ন্যূনতম সীমা (>=7 Mbps) পূরণ করতে পারেনি।
- রবি ও টেলিটক Call Setup Success Rate ও MOS সংক্রান্ত বেঞ্চমার্ক পূরণ করতে পারেনি।

সার্বিকভাবে, ঢাকা শহর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগে অপারেটরদের কলড্রপ এর মান বিটিআরসি নির্ধারিত সীমার মধ্যে পাওয়া গেছে। গ্রামীণফোন, রবি ও টেলিটক কোন ক্ষেত্রেই 4G ডাউনলোড স্পিডে বিটিআরসি নির্ধারিত ন্যূনতম সীমা পূরণ করতে পারেনি। শুধুমাত্র, বাংলালিংক ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগে 4G ডাটা স্পিড এর বেঞ্চমার্ক পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া, কিছু ক্ষেত্রে রবি ও টেলিটক Call Setup Success Rate ও MOS এর ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য সীমা পূরণ করতে পারেনি। ড্রাইভ টেস্টে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক অপারেটরদের নেটওয়ার্কের যে সকল সূচকের মান বিটিআরসি কর্তৃক নির্ধারিত গ্রহণযোগ্য সীমার নিচে পাওয়া গিয়েছে সেই সকল ক্রটিসমূহ দূর করার লক্ষ্যে অপারেটর বরাবরে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।



চিত্র ৪.৩ : সিলেট বিভাগে ড্রাইভ-টেস্ট কার্যক্রম



চিত্র ৪.৪ : রাজশাহী বিভাগে ড্রাইভ-টেস্ট কার্যক্রম

এখানে উল্লেখ্য যে, বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশেও এই খাতে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। এই অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে পরিবীক্ষণ সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিটিআরসি কর্তৃক আধুনিক ও যুগোপযোগী QoS পরিমাপক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.৩। উন্নত সেবা নিশ্চিতকল্পে টেলিযোগাযোগ ও সংশ্লিষ্ট ইকোসিস্টেম প্রস্তুতির লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা

টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মোবাইল অপারেটররা তরঙ্গ, টাওয়ার, অপটিক্যাল ফাইবার, কমার্শিয়াল পাওয়ার, আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। দেশব্যাপী অপটিক্যাল ফাইবার বিস্তৃতির লক্ষ্যে এনটিটিএন লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করছে। এছাড়া, টাওয়ারের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত লাইসেন্সের আওতায় টাওয়ার শেয়ারিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সারাদেশে বিস্তৃত বিটিএস এর জন্য কমার্শিয়াল পাওয়ার আরও সহজলভ্য করা ও বিদ্যুৎ বিদ্রাট আরও কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিটিআরসি হতে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা/কোম্পানী ও মোবাইল অপারেটরসহ সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আইপি আন্তঃসংযোগ চালু এবং আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা আধুনিকায়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, নিম্ন মানের হ্যান্ডসেট, অননুমোদিত জ্যামার/রেডিও যন্ত্রপাতির ফলে সৃষ্ট ইন্টারফেরেন্স ইত্যাদি কারণে অনেক সময় কলড্রপ ও সেবার নিম্নমান পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, বিকিরণ ভীতি ও অন্যান্য কারণে কিছু ক্ষেত্রে নতুন টাওয়ার স্থাপনে জন্য জায়গা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়ী/জমির মালিকদের অনীহা দেখা যায়। অবৈধ ও নিম্নমানের হ্যান্ডসেট, অবৈধ জ্যামার/রেডিও যন্ত্রপাতি জব্দ করার জন্য বিটিআরসি নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। বিকিরণ ভীতি দূর করার লক্ষ্যে নিয়মিত পরিবীক্ষণসহ বিটিআরসি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সম্প্রতি কয়েকটি ব্যান্ডে মোবাইল অপারেটররা নতুন তরঙ্গ গ্রহণ করেছে। একই সাথে, বিদ্যমান রেডিও রিসোর্স এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতের লক্ষ্যে মোবাইল অপারেটররা নতুন নতুন ফিচার/সলিউশন (যেমনঃ Carrier Aggregation, Cell Splitting, Higher Order MIMO, DSS ইত্যাদি) ব্যবহার করছে।

নতুন তরঙ্গ, টাওয়ার শেয়ারিং এর আওতায় প্রত্যন্ত এলাকায় নতুন সাইট স্থাপন, অপটিক্যাল ফাইবার অবকাঠামোর বিস্তৃতি, ফোরজি উপযোগী ডিভাইসের ব্যবহার বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক টেলিযোগাযোগ ইকোসিস্টেম উন্নতির লক্ষ্যে বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার ফলে সেবার মান আরও ভালো হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

৯। ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ)

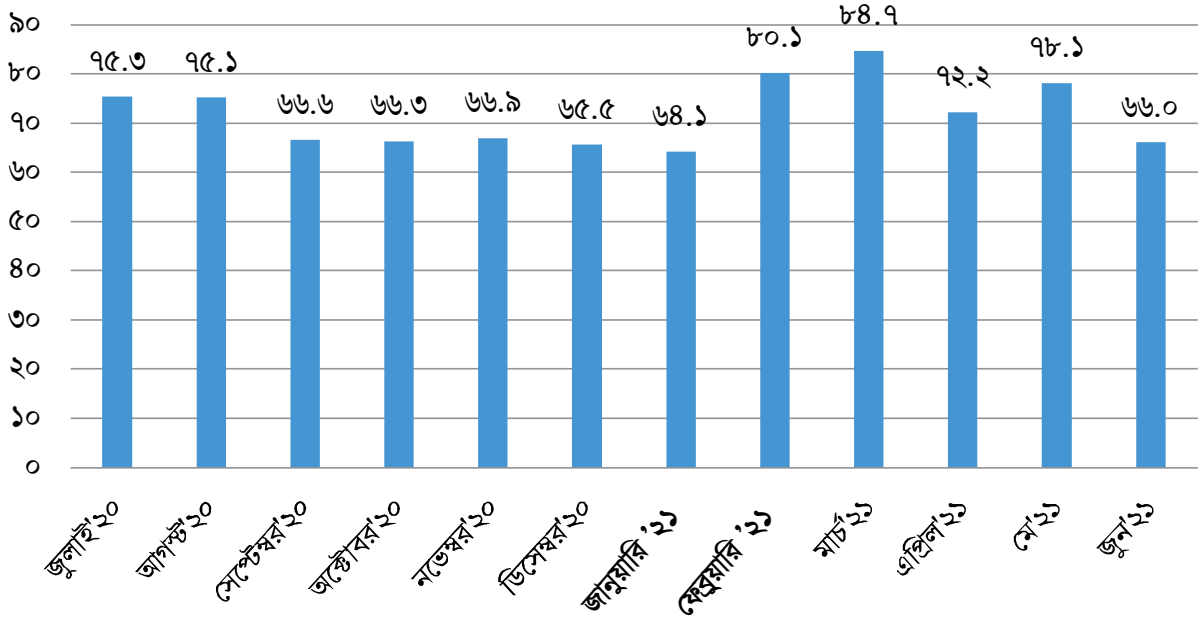
আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী ও বহির্গামী কল বৈধ পথে পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব অর্জন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে সরকারি প্রতিষ্ঠান বিটিসিএল সহ মোট ২৪ টি ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) অপারেটর কাজ করছে। আইজিডব্লিউ অপারেটরসমূহের মধ্যে বাংলা ট্র্যাক কমিউনিকেশনস লি., মির টেলিকম লি., নভোটেল লি. এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান বিটিসিএলসহ মোট চারটি ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে অপারেটর (আইজিডব্লিউ) ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর হতে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে কমিশন আরও ২৪টি আইজিডব্লিউ লাইসেন্স প্রদান করেছে।

গত অর্থবছরে আইজিডব্লিউসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত আন্তর্জাতিক কল মিনিটের মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হলো :

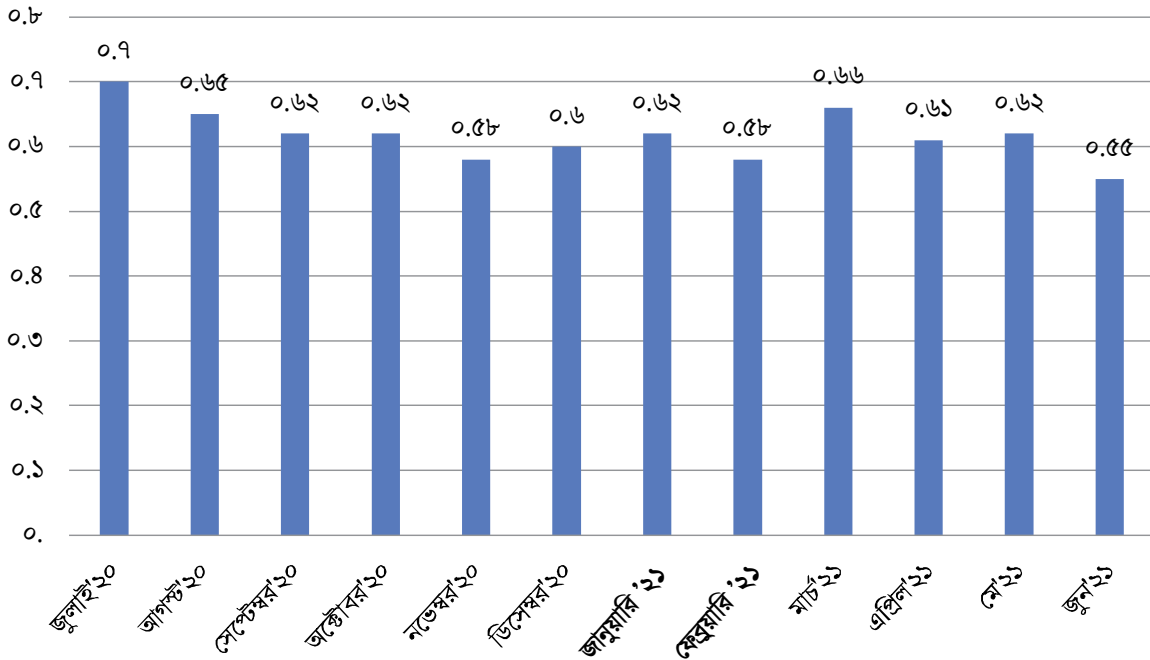
মাস	আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী কল মিনিট	আন্তর্জাতিক বহির্গামী কল মিনিট
জুলাই, ২০২০	৭৫৩,৩৫৭,৭০৮	৬,৯৫১,০৩৩
আগস্ট, ২০২০	৭৫১,৩২৫,১৫৯	৬,৪৮৬,৪০৪
সেপ্টেম্বর, ২০২০	৬৬৫,৪৭২,২৪০	৬,২৪৭,৪৯৪
অক্টোবর, ২০২০	৬৬২,৫৬৬,১৫৯	৬,১৬৮,৭০৫
নভেম্বর, ২০২০	৬৬৯,২২৭,৮০৭	৫,৭৯৩,৩৪৩
ডিসেম্বর, ২০২০	৬৫৫,৪১৫,৩৫৫	৫,৯৮৯,৭৩৬
জানুয়ারি, ২০২১	৬৪১,১৭৬,৩১৬	৬,১৯২,২২৮
ফেব্রুয়ারি, ২০২১	৮০১,৩৮৯,৬৮৫	৫,৭৫৫,৮৪৪
মার্চ, ২০২১	৮৪৬,৭২৬,৩২৭	৬,৬৪৭,৪২১
এপ্রিল, ২০২১	৭২১,৭৬২,২৭১	৬,০৬৩,১৮৭
মে, ২০২১	৭৮০,৮৯০,৭৮২	৬,২৩১,৪৫৯
জুন, ২০২১	৬৬০,৪২২,২৮৯	৫,৪৯৬,২০০

ছক ৪.১২ : আন্তর্জাতিক কল মিনিটের মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান

উল্লেখ্য যে, জুলাই, ২০২০ এ আইজিডব্লিউ এর মাধ্যমে আদান-প্রদানকৃত সর্বমোট আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী কল মিনিটের পরিমাণ ছিল ৭৫.৩৫ কোটি মিনিট, যা জুন, ২০২১ তে ৬৬.০৪ কোটি কল মিনিটে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে আন্তর্জাতিক বহির্গামী কল মিনিটের পরিমাণ জুলাই, ২০২০-এ ছিল ০.৭০ কোটি মিনিট যা জুন, ২০২১ তে ০.৫৫ কোটি কলমিনিটে দাঁড়িয়েছে।



লেখচিত্র ৪.১০ : আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী কল (কোটি মিনিট)



লেখচিত্র ৪.১১ : আন্তর্জাতিক বহির্গামী কল (কোটি মিনিট)

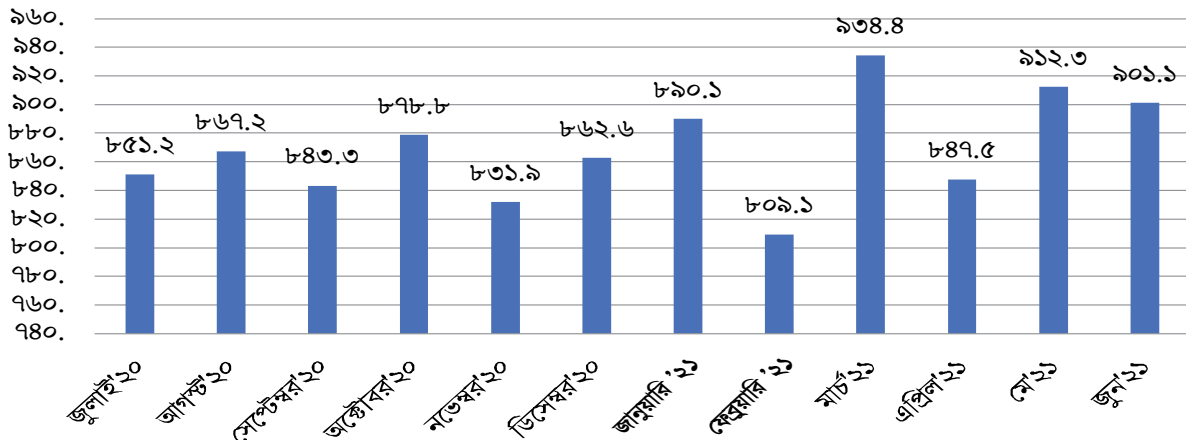
১০। ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ (আইসিএক্স)

আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ কল ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে সরকারি প্রতিষ্ঠান বিটিসিএলসহ মোট তিনটি ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ অপারেটর (আইসিএক্স) কাজ শুরু করে এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর হতে তাদের আন্তর্জাতিক কল ব্যবস্থাপনা এবং ২০০৯ এর জানুয়ারি হতে আভ্যন্তরীণ কল ব্যবস্থাপনার বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে কমিশন সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক আরও ২৬টি প্রতিষ্ঠানকে ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ লাইসেন্স প্রদান করেছে। আইসিএক্স এর মাধ্যমে কল আদান প্রদান করার ফলে ইন্টারকানেকশন সহজতর হওয়ার পাশাপাশি সরকার কর্তৃক কার্যকরভাবে মোবাইল, পিএসটিএন এবং আইপিটিএসপি অপারেটরের মধ্যকার আদান প্রদানকৃত প্রকৃত কলের পরিমাণ নির্ধারণ করত: উক্ত তথ্যের আলোকে যথাযথ রাজস্ব আদায় নিশ্চিত হচ্ছে।

জুলাই, ২০২০ এ আইসিএক্স-এর মাধ্যমে পরিচালিত মোট অভ্যন্তরীণ কল মিনিটের পরিমাণ ছিল ৮৫১.২ কোটি মিনিট যা পরবর্তীতে জুন, ২০২১ তে ৯০১.১ কোটি কল মিনিটে দাঁড়িয়েছে। আইসিএক্স এর মাধ্যমে পরিচালিত কলের মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হলো :

মাস	অভ্যন্তরীণ কল (কোটি মিনিট)
জুলাই, ২০২০	৮৫১.২
আগস্ট, ২০২০	৮৬৭.২
সেপ্টেম্বর, ২০২০	৮৪৩.৩
অক্টোবর, ২০২০	৮৭৮.৮
নভেম্বর, ২০২০	৮৩১.৯
ডিসেম্বর, ২০২০	৮৬২.৬
জানুয়ারি, ২০২১	৮৯০.১
ফেব্রুয়ারি, ২০২১	৮০৯.১
মার্চ, ২০২১	৯৩৪.৮
এপ্রিল, ২০২১	৮৪৭.৫
মে, ২০২১	৯১২.৩
জুন, ২০২১	৯০১.১

ছক ৪.১৩ : আইসিএক্স'র মাধ্যমে পরিচালিত কলের মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান



লেখচিত্র ৪.১২ : আইসিএক্স-এর মাধ্যমে পরিচালিত অভ্যন্তরীণ কল (কোটি মিনিট)

১১। ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (IIG)

আন্তর্জাতিকভাবে আনীত ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য বিটিআরসি International Internet Gateway (IIG) লাইসেন্স প্রদান করে। বিটিআরসি হতে বিগত ২০০৮ সালে ম্যাস্পো টেলিসার্ভিসেস লি. এবং বিটিসিএল- এই ২ টি IIG প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স প্রাপ্তির মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ২০১২ সালে নতুন করে আরও ৩৫টি প্রতিষ্ঠানকে IIG লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তবে ইতোমধ্যে ৩টি IIG প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। বর্তমানে পুরানো ২টি প্রতিষ্ঠানসহ মোট ২৭ টি প্রতিষ্ঠান IIG কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বর্তমানে চলমান সক্রিয় সকল IIG প্রতিষ্ঠান BSCCL এবং International Terrestrial Cable (ITC) হতে মোট ২৭১০.৩৬ Gbps ক্যাপাসিটি সংযোগ গ্রহণ করে IIG কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে একনজরে IIG এর বর্তমান অবস্থান তুলে ধরা হলো :

ক্রমিক নং	বিষয়	তথ্য
১	লাইসেন্স সংখ্যা	৩৪ টি
২	সক্রিয় IIG	২৭ টি
৩	মোট ব্যান্ডউইথ ক্যাপাসিটি	২৭১০.৩৬ জিবিপিএস
৪	মোট ব্যবহৃত ব্যান্ডউইথ	২৪৬৫.০৩ জিবিপিএস

ছক ৪.১৪ : IIG-এর বর্তমান অবস্থান

বিটিআরসি হতে সকল IIG অপারেটরকে আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের মধ্যে দেশব্যাপী PoP স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক বর্তমানে IIG অপারেটরসমূহ বিটিআরসি'র অনুমোদন সাপেক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের PoP স্থাপন কার্যক্রম শুরু করেছে, যার ফলে প্রান্তিক আইএসপি অপারেটররা সহজে IIG অপারেটরের নিকট হতে ব্যান্ডউইথ সেবা গ্রহণ করতে পারবে এবং তাদের গ্রাহকরা উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে।

১২। অপটিক্যাল ফাইবার সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক/ আন্তঃসংযোগ

১৯৮৯ সালে প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লি. (সিটিসেল) এর বাংলাদেশে প্রথম CDMA Technology সমন্বিত মোবাইল নেটওয়ার্ক এর সূচনা ঘটে। পরবর্তীতে আরও ৫টি অপারেটর GSM Band এ লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। দেশব্যাপী নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যাপ্তির লক্ষ্যে উক্ত অপারেটরসমূহ নিজস্ব উদ্যোগেই অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন শুরু করে এবং উপজেলা পর্যায়ে নেটওয়ার্ক বিস্তার করে।

পরবর্তীতে ২০০৮ সালে Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) Guideline প্রণয়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মূলত: এই লাইসেন্সটি এক্সেস লেয়ারকে ট্রান্সমিশন লেয়ার হতে পৃথক করতঃ দেশব্যাপী একটি কমন নেটওয়ার্ক গঠনের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে।

নিম্নে কমিশন হতে ইস্যুকৃত এনটিটিএন লাইসেন্সধারীর নাম ও লাইসেন্স প্রদানের তারিখ ছক আকারে তুলে ধরা হলো :

ক্র.নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ
১.	ফাইবার@হোম লি.	০৭-০১-২০০৯
২.	সামিট কমিউনিকেশন্স লি.	০৯-১২-২০০৯
৩.	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লি. (বিটিসিএল)	২৮-১০-২০১৪

ক্র.নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ
৪	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (পিজিসিবি)	২৮-১০-২০১৪
৫.	বাংলাদেশ রেলওয়ে	২০-১১-২০১৪
৬.	বাহন লিমিটেড	০৫-১২-২০১৯

ছক ৪.১৫ : এনটিটিএন লাইসেন্সধারীর নাম ও লাইসেন্স প্রদানের তারিখ

২০০৯ সালের ৭ই জানুয়ারি ফাইবার@হোম লি. এনটিটিএন লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। একইসাথে লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানটিকে দেশব্যাপী সকল উপজেলায় ক্রমান্বয়ে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক বিস্তারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিটিআরসি কর্তৃক লাইসেন্সিকে ১০ বছরের রোলআউট অবলিগেশন নির্ধারণ করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম বছর ৫%, দ্বিতীয় বছর ১০% এবং তৃতীয় বছর ২০%, চতুর্থ বছর ৩০%, পঞ্চম বছর ৪০% এবং দশ বছরের মধ্যে ১০০% উপজেলায় তাদের নেটওয়ার্ক স্থাপনায় বাধ্যবাধকতা বেধে দেওয়া হয়। একইসাথে উক্ত টার্গেট পূরণের ব্যত্যয় সাপেক্ষে আর্থিক জরিমানার ব্যবস্থা রাখা হয় এবং এর আলোকে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১০ কোটি টাকা জমা রাখা হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালের ০৯ ডিসেম্বর সামিট কমিউনিকেশন্স লি. একই বাধ্যবাধকতায় NTTN লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। সর্বশেষ বাহন লিমিটেড কে ২০১৯ সালের ০৫ ডিসেম্বর তারিখে একই শর্তে NTTN লাইসেন্স প্রদান করা হয়। নিম্নে ফাইবার@হোম লি., বাহন লিমিটেড এবং সামিট কমিউনিকেশন্স লি. এর বর্তমান অবস্থান তুলে ধরা হলো-

১২.১। ফাইবার@হোম লি.

ফাইবার@হোম লি. এনটিটিএন লাইসেন্সিং গাইডলাইনের শর্ত অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্তির সময়কাল হতে ১০ম বছর পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলার ৪৯২টি উপজেলায় অর্থাৎ ১০০% উপজেলা সদরে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি করেছে।

ফাইবার@হোম লি. এর এ পর্যন্ত সম্পন্ন কাজের বিবরণ :

- নেটওয়ার্ক কাভারেজ : ৪৯,৮১৬ কি. মি. (নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়)।
- জেলা কাভারেজ : ৬৪টি।
- উপজেলা কাভারেজ : ৪৯২টি।
- ইউনিয়ন কাভারেজ : ৩,৭৫৮টি।
- লিজ ফাইবার (পিজিসিবি) : ২,৯৭১ কি. মি. (NSP) হিসেবে।
- সোয়াপিং ফাইবার (বিটিসিএল) : ৪৭৯ কি. মি.।
- ওভারহেড ফাইবার : ৩১,৪৫৯ কি. মি.।
- আন্ডারগ্রাউন্ড/ বুরিয়াল ফাইবার : ১৪,৯০৭ কি. মি.।

১২.২। সামিট কমিউনিকেশন্স লি.

সামিট কমিউনিকেশন্স লি. এনটিটিএন লাইসেন্সিং গাইডলাইনের শর্ত অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্তির সময়কাল হতে ১০ম বছর পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলার ৪৯২টি উপজেলায় অর্থাৎ ১০০% উপজেলা সদরে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি করেছে।

সামিট কমিউনিকেশন্স লি. এর এ পর্যন্ত সম্পন্ন কাজের বিবরণ :

- নেটওয়ার্ক কাভারেজ : ৪৮,৫১১ কি. মি. (নিজস্ব ভূ-গর্ভস্থ ও ওভারহেড)।
- জেলা কাভারেজ : ৬৪টি।
- উপজেলা কাভারেজ : ৪৯২টি।

- ইউনিয়ন কাভারেজ : ৩,০০০টি।
- লিজ ফাইবার (পিজিসিবি) : ১,৮৩১ কি. মি. (NSP) হিসেবে।
- ওভারহেড ফাইবার : ৩৮,৫১৭ কি. মি.।
- আন্ডারগ্রাউন্ড/ বুরিয়াল ফাইবার : ৮,১৬৩ কি. মি.।

এক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় যে, সামিট কমিউনিকেশন লি. ও ফাইবার@হোম লি. দেশের ৬৪টি জেলা এবং ৪৯২টি উপজেলায় অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন করার মাধ্যমে NTTN লাইসেন্সিং গাইডলাইনের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী রোল-আউট টার্গেটের শর্ত পূরণ করেছে।

১২.৩। বাহন লিমিটেড

গত নভেম্বর, ২০২০ তারিখ হতে অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করেছে মর্মে বাহন লিমিটেড কমিশনকে অবহিত করে। এনটিটিএন লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্তির পর ১৮০ দিন বা ০৬ মাস অতিবাহিত হবার পর রোলআউট বাধ্যবাধকতা শুরু হবার শর্ত রয়েছে। উক্ত শর্তানুযায়ী, ০৬ জুন, ২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে বাহন লিমিটেড এর রোলআউট গণনাকাল শুরু হয়েছে। এনটিটিএন লাইসেন্সিং গাইডলাইনের শর্তানুযায়ী বাহন লি. ১ম বছরের রোলআউট বাধ্যবাধকতা (৫% অর্থাৎ ২৫টি উপজেলা সদর) অনুযায়ী ৪১টি উপজেলা সদরে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি করেছে।

১২.৪। ফাইবার@হোম লি. এবং সামিট কমিউনিকেশন লি. এর NSP (Network Service Provider) সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা

ডোমেস্টিক নেটওয়ার্ক কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ডিএনসিসি) এর ১১ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকারি প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে পিজিসিবি নেটওয়ার্ক হতে ১ কোর জোনভিত্তিক অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ফাইবার@হোম লি. এবং সামিট কমিউনিকেশন লি. নামক NTTN প্রতিষ্ঠানদ্বয়কে NSP (Network Service Provider) পারমিট এর আদলে ১৫ বছরের জন্য লিজ দেয়া হয়। NSP পারমিট প্রাপ্ত অপারেটরদের অনুকূলে PGCB এর প্রদানকৃত লিজ ফাইবার এর জেলাভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম	বিভাগ/জেলা	মন্তব্য
ফাইবার@হোম লি.	চট্টগ্রাম এবং বরিশাল বিভাগ	১০১+৪০= ১৪১টি উপজেলা
	রাজশাহী বিভাগ (৩১), ঈশ্বরদী উপজেলা এবং পাবনা	৩২টি উপজেলা
	রংপুর বিভাগ	১৩টি উপজেলা
সামিট কমিউনিকেশন লি.	ঢাকা এবং খুলনা বিভাগ	১২২ + ৫৯ = ১৮১টি উপজেলা
	বৃহত্তর ময়মনসিংহ বিভাগ (ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা এবং জামালপুর)	১৩টি উপজেলা
	সিলেট বিভাগ	১৪টি উপজেলা
	সিরাজগঞ্জ এবং পাবনা (ঈশ্বরদী উপজেলা ব্যতীত)	১৩টি উপজেলা

ছক ৪.১৬ : PGCB এর প্রদানকৃত লিজ ফাইবার এর জেলাভিত্তিক বিবরণ

বরাদ্দকৃত PGCB জোনের মাধ্যমে NSP অপারেটরদ্বয়কে ৩ বছরের মধ্যে ৬৪টি জেলার ২৫০টি উপজেলার ৪৫০০ টি ইউনিয়নে পিজিসিবি নেটওয়ার্ক এর বিস্তার অনুসারে নেটওয়ার্ক স্থাপনের বাধ্যবাধকতা দেয়া হয়। নিম্নে বর্তমানে পিজিসিবি'র NSP নেটওয়ার্ক এর অগ্রগতি তুলে ধরা হলো :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ফাইবার@হোম লি. এর উপজেলাভিত্তিক NSP কাভারেজ	সামিট কমিউনিকেশন্স লি. এর উপজেলা NSP কাভারেজ
ঢাকা	১৩	৮৯	২	২৬
রাজশাহী	৮	৬৭	৭	৫
চট্টগ্রাম	১১	১০৩	১৬	১
খুলনা	১০	৫৯	৩	৮
বরিশাল	৬	৪১	৩	২
সিলেট	৪	৪০	০	৫
রংপুর	৮	৫৮	৯	০
ময়মনসিংহ	৪	৩৫	২	৩
সর্বমোট =	৬৪	৪৯২	৪২	৫০

ছক ৪.১৭ : পিজিসিবি'র NSP নেটওয়ার্ক এর অগ্রগতি

১২.৫। মোবাইল অপারেটরসমূহের অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিস্তার

মোবাইল অপারেটরসমূহ তাদের লাইসেন্সপ্রাপ্তির পর হতে অপটিক্যাল ফাইবার বিস্তারের মাধ্যমে দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক কভারেজ গঠন করেছে। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে NTTN গাইডলাইন প্রণয়নের মাধ্যমে অপারেটরের স্ব স্ব নেটওয়ার্ক বিস্তারের পরিবর্তে কেবলমাত্র NTTN লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সময়সীমায় মধ্যে উপজেলাভিত্তিক বাধ্যবাধকতা প্রদান করতঃ দেশব্যাপী অপটিক্যাল ফাইবার বিস্তারের দায়িত্ব দেয়া হয়। যার ফলে নতুন করে মোবাইল অপারেটর কর্তৃক অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনা স্থগিত হয়ে পড়ে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে NTTN অপারেটরের নেটওয়ার্ক অনুপস্থিতির সাপেক্ষে কমিশনের অনুমোদনক্রমে কিছু কিছু এক্সেস লেয়ার এ অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে মোবাইল অপারেটরগণ ইতোপূর্বে স্থাপিত নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের পাশাপাশি NTTN অপারেটর হতে অপটিক্যাল ফাইবার লিজ নিয়ে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

নিম্নে মোবাইল অপারেটর কর্তৃক স্থাপিত নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবারের তালিকা এবং NTTN হতে লিজকৃত অপটিক্যাল ফাইবারের বিবরণ তুলে ধরা হলো :

মোবাইল অপারেটরের নাম	নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার	লিজকৃত অপটিক্যাল ফাইবার
গ্রামীণফোন লি.	২,৭৪৬ কি. মি.	৩,৭১৬ কি. মি.
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লি.	৩,৩৩৭ কি. মি.	১,৮০৭ কি. মি.
রবি আজিয়াটা লিমিটেড	২,৪০০ কি. মি.	১২,১৮০ কি. মি.

মোবাইল অপারেটরের নাম	নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার	লিজকৃত অপটিক্যাল ফাইবার
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	১০১ কি. মি.	৪,১৫৮ কি. মি.
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লি.	১,১২৭ কি. মি.	০ কি. মি.

ছক ৪.১৮ : মোবাইল অপারেটরদের নিজস্ব ও লিজকৃত অপটিক্যাল ফাইবারের তথ্য

১২.৬। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লি. (বিটিসিএল)

দেশব্যাপী ৬৪টি জেলার ৪৭২টি উপজেলায় ফাইবার অপটিকের মাধ্যমে বিটিসিএল ৩০,১০০ কি. মি. এর অধিক বিস্তৃত নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে। এছাড়াও ১০৮ ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার উন্নয়ন প্রকল্প” এর আওতায় ১০৮ টি ও “১০০০ টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার উন্নয়ন প্রকল্প” এর আওতায় ১১০৯টিসহ মোট ১২১৭ টি ইউনিয়নকে সংযুক্ত করা হয়েছে। অধিকন্তু “ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন (4G, LTE) প্রকল্প”-এর অধীনে দেশব্যাপী জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। এছাড়াও আইসিটি বিভাগের অধীনে বাস্তবায়নধীন বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে বিটিসিএল তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তার করছে।

১২.৭। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (পিজিসিবি)

Power Grid Company of Bangladesh Ltd. (PGCB) দেশব্যাপী High Voltage জাতীয় গ্রীড লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি OPGW (Optical Ground Wire) এর সমন্বয়ে High-Voltage Transmission line এর মাধ্যমে দেশব্যাপী ৫৯টি জেলার ২০০টি উপজেলায় প্রায় ৭,২০০ কি. মি. বিস্তৃত নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে। PGCB কর্তৃক বিস্তৃত ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক ৮, ১২, ২৪, ৩২, ২৪ অথবা ৪৮ কোরের। উল্লেখিত ফাইবারের খুব সামান্য অংশ সিগনালিং এর কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। যার দরুন ব্যবহারের পরেও যথেষ্ট Access Capacity উদ্বৃত্ত হিসাবে থাকছে। সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে PGCB বিটিআরসি’র অনুমোদনক্রমে মোবাইল অপারেটর রবি আজিয়াটা লি.-কে ২ কোরের ২,৪২২ কি. মি., গ্রামীণফোন লি.-কে ২ কোরের ৩৩.১৯ কি. মি. এবং এনটিটিএন অপারেটর সামিট কমিউনিকেশন্স লি.-কে ২ কোরের ৬৫ কি. মি. মোট ২,৫২০ কি. মি. ডার্ক ফাইবার লিজ প্রদান করেছে। এছাড়া, দেশে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে Corporate Social Responsibility (CSR) হিসেবে PGCB বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC)-কে ন্যূনতম মূল্যে ২০ (বিশ) বছরের জন্য ৩,২৮৪ কি. মি. বিস্তৃত একজোড়া অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করেছে। যার মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে UGC এর সদস্য বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানসমূহ “Non Commercial, No-loss no profit” ভিত্তিতে উচ্চগতির ইন্টারনেট ও ডাটা সার্ভিস এর মাধ্যমে নিজেদের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করছে।

১২.৮। বাংলাদেশ রেলওয়ে

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক গ্রামীণফোনকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত দেশব্যাপী বিস্তৃত ২,০০৯ কি. মি. ২ কোর অপটিক্যাল ফাইবার লিজ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে উক্ত ভূগর্ভস্থ ফাইবারের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় গ্রামীণফোন তা নিজ খরচে আপগ্রেড করে স্থান বিশেষে ৩২ অথবা ৪৮ কোর অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করে এবং উক্ত নেটওয়ার্ক হতে ৪ কোর বাংলাদেশ রেলওয়েকে সিগনালিং এ ব্যবহারের জন্য প্রদান করে। পরবর্তীতে, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক গ্রামীণফোনকে অতিরিক্ত ২ কোরের ৬২.৭ কোর অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, অপর মোবাইল অপারেটর রবি আজিয়াটা লি.-কে দেশব্যাপী ২ কোরের ২,১৯০ কি. মি. অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ রেলওয়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ৪৮ কোরের ৫৮৩ কি. মি. অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ে এর রেললাইন বরাবর স্থাপিত অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের দৈর্ঘ্য ৩,২০৭ কি. মি.।

১৩। কলসেন্টার

কলসেন্টার বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য এক নতুন দিগন্তের সূচনায় বাংলাদেশে কলসেন্টার শিল্পের যাত্রা শুরু হয় ২০০৮ সালে। স্থানীয় উদ্যোক্তা এবং প্রবাসীদের অংশগ্রহণে শিল্পটি ক্রমশই বিকাশ লাভ করেছে। দেশের বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও এই সেক্টর বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, সুইডেন, জার্মানী, ডেনমার্ক, জাপান, বেলজিয়ামসহ বিভিন্ন দেশের কলসেন্টার কার্যক্রম বাংলাদেশে পরিচালিত হচ্ছে।

কলসেন্টার শিল্পের বিকাশ দ্রুততর করার জন্য বিটিআরসি বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে কলসেন্টার শিল্পে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে বিটিআরসি এবং Bangladesh Association of Call Centre & Outsourcing (BACCO) একত্রে ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ এবং ২০১৪ সালে World BPO ITO Forum এ অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের কলসেন্টারের বিকাশের জন্য বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা ও করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও উদ্যোগ তুলে ধরে। মাত্র ৭০০ কর্মী নিয়ে এই সেক্টরটি যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে এ খাতে কর্মী সংখ্যা ৬০ হাজার এরও অধিক। ২০২০-২১ সালে এ খাত থেকে আয় ছিল ৬০ লাখ ডলার, যা ২০২৫ সাল নাগাদ ১ কোটি ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এছাড়া নামমাত্র মূল্যে লাইসেন্স প্রদান এবং একই সঙ্গে ৩ থেকে ৫ বছরের Revenue Sharing Holidays সুবিধা প্রদান করাসহ কলসেন্টারসমূহের Bandwidth (IP/IPLC) ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৬০% মূল্য ছাড় দেয়া কলসেন্টার শিল্পের বিকাশে বিটিআরসি'র প্রণোদনার স্বাক্ষর বহন করে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংযোগের জন্য সাবমেরিন ক্যাবল এর পাশাপাশি আইটিসি প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যক্রম শুরু করায় Bandwidth ব্যবহারের ক্ষেত্রে Redundant Path এর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা কলসেন্টার শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কলসেন্টার শিল্পের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

বিষয়	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১
কলসেন্টার লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশনধারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২৪০	২৭৮	৩১৩	২১২
অপারেশনাল আন্তর্জাতিক কলসেন্টার	৭০	৯২	১০১	৭৪
অপারেশনাল ডমেস্টিক কলসেন্টার	৪০	১৮৬	১৮৮	১৪
কর্মসংস্থান	৪০,০০০+	৫০,০০০+	৫০,০০০+	৬০,০০০+

ছক ৪.১৯ : কলসেন্টার শিল্পের পরিসংখ্যান

উল্লেখ্য যে, কলসেন্টার শিল্পে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে, প্রায় ১১৬টি কলসেন্টার প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ উত্তীর্ণ লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বিটিআরসি কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া কোভিড-১৯ মহামারির কারণে যাতে কলসেন্টার সেবা ব্যাহত না হয় সে বিষয়ে অত্র বিভাগ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে অনেক কলসেন্টার প্রতিষ্ঠান এই মহামারির মধ্যেও তাদের কার্যক্রম চালাতে পেরেছে। কলসেন্টার শিল্পে বিটিআরসি'র সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণের কারণে উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হচ্ছে। ফলে, দেশের অগণিত শিক্ষিত বেকার যুবকের চাকুরির সংস্থানের পাশাপাশি দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম হচ্ছে।

১৪। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (ISP)

“জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা, ২০০৯” এর অনুচ্ছেদ-২ এ উচ্চ গতিসম্পন্ন সার্বক্ষণিক ডাটা/ ইন্টারনেট সেবাকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যা পূর্বের Dial-up প্রযুক্তিকে প্রতিস্থাপন করে। শুরুতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট এর গতি ১২৮ কেবিপিএস নির্ধারণ করা হলেও পরবর্তীতে তা কয়েকটি ধাপে পরিবর্তন/ সংশোধন করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৮ সালে ১০ এমবিপিএস গতিসম্পন্ন ডাটা/ ইন্টারনেট সেবাকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ১৯৯৩ সাল থেকে অফলাইন ই-মেইল প্রেরণের মাধ্যমে ইন্টারনেট এর ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে সাবমেরিন ক্যাবল ও অপটিক্যাল ফাইবার এর মাধ্যমে আইএসপি অপারেটরদের দ্বারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত উচ্চগতির নিরবিচ্ছিন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটে সংযুক্ত হয়েছে।

আইএলডিটিএস নীতিমালা অনুযায়ী ANS অপারেটর হিসেবে লাইসেন্সধারী বিভিন্ন ধরনের আইএসপি অপারেটররা আইআইজি অপারেটররা হতে ব্যান্ডউইথ গ্রহণ করে এবং ভোক্তা/ গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করে থাকে। গ্রাহকদের বর্ধিত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আইএসপি অপারেটররা সবসময় নতুন নতুন প্রযুক্তির সূচনা ঘটিয়েছে, যার ব্যাপ্তি অফলাইন ই-মেইল হতে শুরু করে উচ্চ গতির মান্টিমিডিয়া সেবা পর্যন্ত বিস্তৃত। আইএসপি অপারেটরা প্রান্তিক গ্রাহক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ডায়াল-আপ, ক্যাবল, ওয়্যারলেস ও DSL ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন, ডাটা কানেক্টিভিটি (L2/L3 Connectivity, IP-VPN & MPLS-VPN, MPLS & SDH) এবং অন্যান্য সেবা যেমন ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন, ওয়েব ডিজাইন, ওয়েব হোস্টিং, ম্যানেজড নেটওয়ার্ক সলিউশন, নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি সলিউশন, DNS পার্কিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, ই-মেইল হোস্টিং, Streaming এবং FTP সার্ভার সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে ০৬ (ছয়) ধরনের মোট ২০০৪টি প্রতিষ্ঠানকে আইএসপি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে, আইআইজি এবং আইএসপি হতে ব্যান্ডউইথ গ্রহণ করে বর্তমানে প্রায় ১৭০৩টি আইএসপি ও ক্যাটাগরি আইএসপি ইন্টারনেট সেবা প্রদান করছে। নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে একনজরে আইএসপির বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হলো :

ক্রমিক নং	লাইসেন্সের ধরণ	আইএসপির সংখ্যা	অপারেশনাল আইএসপি
১.	Nationwide	১২৬	১১৯
২.	Central Zone	৯০	৮২
৩.	Zonal	২৫৩	২০৭
৪.	Category-A	৮১৪	৭৩২
৫.	Category-B	১২৫	১০৮
৬.	Category-C	৫৯৬	৪৫৫
মোট		২০০৪	১৭০৩

ছক ৪.২০ : আইএসপির বর্তমান অবস্থা

ইন্টারনেট প্রযুক্তি খাতের গ্রাহকদের স্বার্থে সেবার মান নিশ্চিত করা এবং প্রতিযোগিতামূলক সূষ্ঠ্য পরিবেশ রক্ষার্থে ২০২০ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিটিআরসি হতে যুগোপযোগী আইএসপি গাইডলাইন ইস্যু করা হয়েছে। ইস্যুকৃত আইএসপি গাইডলাইন অনুযায়ী আইএসপি লাইসেন্সের ধরন, লাইসেন্স ফি এবং অপারেশন কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিমালা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নতুন গাইডলাইনে ইন্টারনেট সেবা গ্রহীতাদের নিরাপত্তা এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সকল আইএসপি অপারেটরদের অনলাইন মনিটরিং এর বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়াও, শিশুদের জন্য নিরাপদ ইন্টারনেট নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গাইডলাইনে Parental Guidance এর বিষয়ে অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ইস্যুকৃত গাইডলাইন অনুযায়ী সকল আইএসপি অপারেটরদের নেটওয়ার্কে Parental Control ব্যবস্থা প্রচলন এবং এ বিষয়ে অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আইএসপি অপারেটরদের অপারেশনাল কার্যক্রম মনিটরিং এর লক্ষ্যে Web Based Monitoring System

বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত গাইডলাইন মোতাবেক বর্তমানে কমিশনে আইএসপি লাইসেন্স কনভার্সন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আইএসপি লাইসেন্সিং গাইডলাইনে উল্লেখিত আইএসপি লাইসেন্স মোট ০৪ (চার) ধরনের, যা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	বিদ্যমান আইএসপি লাইসেন্সের প্রকারভেদ	নতুন আইএসপি গাইডলাইন অনুযায়ী আইএসপি লাইসেন্সের প্রকারভেদ
১.	ন্যাশনওয়াইড	ন্যাশনওয়াইড
২.	সেন্ট্রাল জোন	ডিভিশনাল
৩.	জোনাল (সাউথ-ইস্ট, সাউথ-ওয়েস্ট, নর্থ-ইস্ট, নর্থ-ওয়েস্ট)	
৪.	-	
৫.	ক্যাটাগরি-এ	উপজেলা/ থানা
৬.	ক্যাটাগরি-বি	
৭.	ক্যাটাগরি-সি	

ছক ৪.২১ : আইএসপি লাইসেন্সের ধরণ

১৫। ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ (NIX)

ইন্টারন্যাশনাল ব্যান্ডউইথ এর ব্যবহার সীমিতকরণে এবং অভ্যন্তরীণ ব্যান্ডউইথ এর ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে ০৯টি প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ০৬টি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ লাইসেন্স প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হলো অভ্যন্তরীণ Content এর পরিসর বৃদ্ধি, Local Web Browsing এ গ্রাহকগণের উৎসাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি Latency কমানো এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা। দেশের সকল আইএসপি ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ এর সাথে যুক্ত হলে ওয়েব ব্রাউজিং এ Latency কমানোর পাশাপাশি Local Traffic অভ্যন্তরীণভাবে Route হবে। ফলে লোকাল ইন্টারনেট/ ট্রাফিক ব্যবহারের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ব্যান্ডউইথ/ ইন্টারনেট এর ব্যবহার কমবে। এতে করে ইন্টারন্যাশনাল ব্যান্ডউইথ/ ইন্টারনেটের ক্রেয় বাবদ রাজস্ব ব্যয় কমানোর পাশাপাশি নতুন দেশীয় Content এর প্রসার ঘটবে। সর্বোপরি এ খাত সবদিক দিয়ে আরও শক্তিশালী হবে।

বর্তমানে অপারেশনাল ০৬টি প্রতিষ্ঠানের নাম নিম্নরূপঃ

ক্র.নং	প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	বাংলাদেশ ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ ট্রাস্ট
২.	নভোকম নিস্ক লি.
৩.	ডিজিকন টেলিকমিউনিকেশন লি.
৪.	লেভেলথ্রি ক্যারিয়ার লি.
৫.	সামিট কমিউনিকেশনস্ লি.
৬.	আমরা টেকনোলোজিস লি.

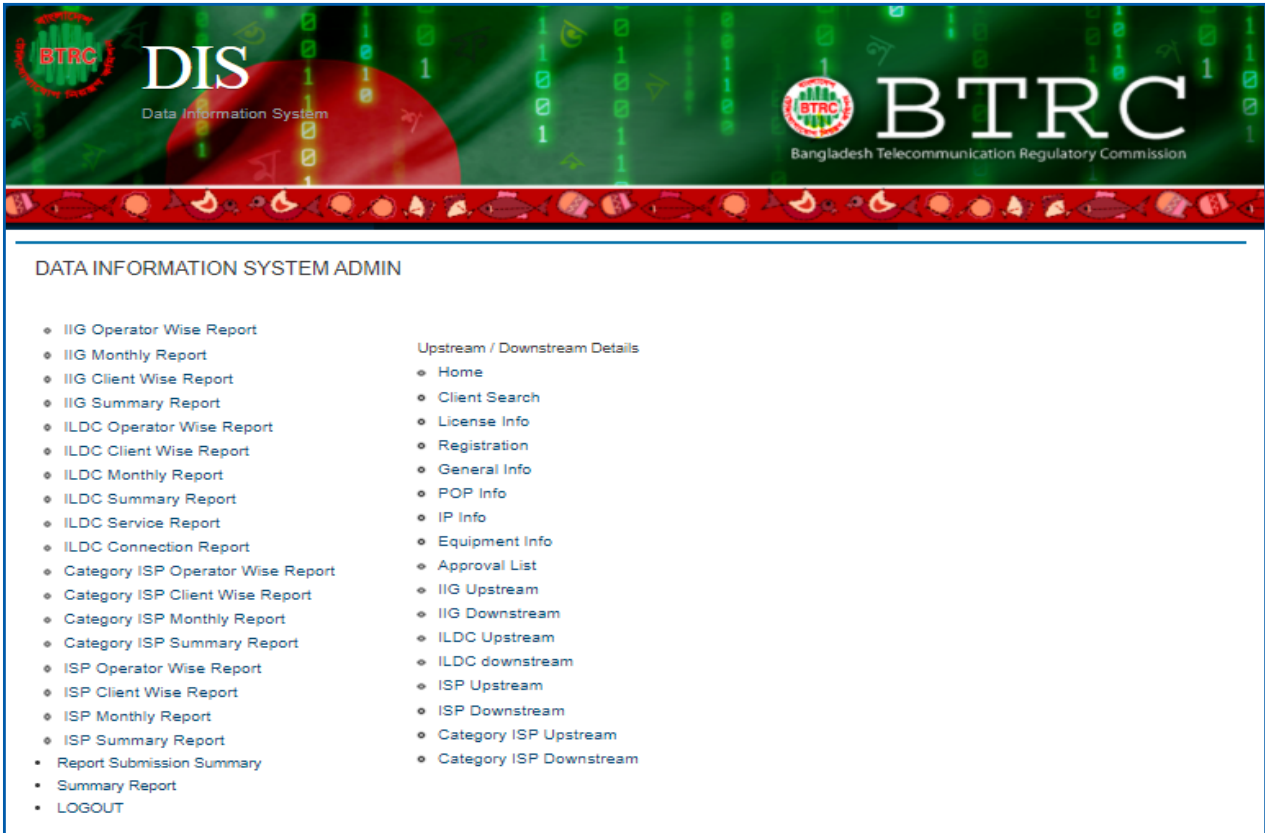
ছক ৪.২২ : অপারেশনাল ০৬টি NIX প্রতিষ্ঠানের নাম

বর্তমানে NIX অপারেটররা বিটিআরসি'র অনুমোদন সাপেক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের PoP স্থাপন কার্যক্রম শুরু করেছে যার ফলে প্রান্তিক আইএসপি অপারেটররা সহজে NIX সেবা পাবে এবং তাদের গ্রাহকরাও উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে।

১৬। Data Information System (DIS)

International Long Distance Cable (ILDC), International Internet Gateway (IIG), Internet Service Provider (Nationwide/Central Zone/Zonal) এবং Category (A/B/C) লাইসেন্সধারী সকল অপারেটরের অপারেশনাল কার্যাবলীর তথ্যাদি নিয়মিতভাবে কমিশনের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস (ইএন্ডও) বিভাগ কর্তৃক সংগ্রহ, সংরক্ষণ, হালনাগাদ এবং পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। অপারেটরদের অপারেশনাল সংক্রান্ত তথ্যাদি দ্রুততার সাথে প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এবং তথ্য সংক্রান্ত কাগজ পত্রের ব্যবহার কমাতে ইএন্ডও বিভাগের নিজস্ব উদ্যোগে Data Information System (DIS) নামক একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করা হয়। বর্তমানে বিটিআরসি'র ওয়েবসাইটে সংযুক্ত উক্ত সিস্টেমে ILDC, IIG এবং ISP অপারেটরগণ সরাসরি লগ-ইন করে মাসিক ব্যাল্ডউইথ তথ্যাদি দাখিলের পাশাপাশি ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, PoP, IP এবং প্রতিষ্ঠানের সাধারণ তথ্যাদি নিয়মিতভাবে কমিশনে দাখিল করছে।

DIS এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন অপারেটর কিংবা সকল অপারেটরের তথ্যাদি দ্রুততার সাথে প্রাপ্তির ফলে বিভিন্ন সময়ে সংসদীয় কমিটি বা সরকার/ মন্ত্রণালয় -এর চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদানের পাশাপাশি কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অনেকাংশেই সহজতর হয়েছে। DIS সিস্টেম এর মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির কারণে IIG হতে সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে। বর্তমানে DIS সিস্টেম আধুনিকায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।



চিত্র ৪.৫ : DIS সিস্টেম

১৭। সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেম

বাংলাদেশ ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে SEA-ME-WE-4 (SMW-4) নামক কনসোর্টিয়ামের সদস্য হিসেবে যোগদান করে এবং ২০০৬ সালে ৭.৫ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ নিয়ে দেশের সাবমেরিন ক্যাবল যুগের যাত্রা শুরু হয়। ইন্টারন্যাশনাল লং ডিস্ট্যান্স টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস (আইএলডিটিএস) নীতিমালার আলোকে দেশে উচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) সরকারের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমানে বিএসসিসিএল এর অধীনে SEA-ME-WE-4 ও SEA-ME-WE-5 শীর্ষক দু'টি আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবল রয়েছে যার মাধ্যমে দেশের আইআইজি ও আইজিডব্লিউ গ্রাহকগণকে সাবমেরিন ক্যাবল ক্যাপাসিটি সরবরাহ করে থাকে। সিঙ্গাপুর হতে ফ্রান্স পর্যন্ত বিস্তৃত SEA-ME-WE-4 সাবমেরিন ক্যাবলের দৈর্ঘ্য (ব্রাঞ্চ কেবলসহ) প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) কিলোমিটার। দেশের প্রথম এই সাবমেরিন ক্যাবলের মেয়াদ ২০২৫ সালে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। বর্তমানে এই ক্যাবল হতে বাংলাদেশ প্রায় ৫৫০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ লাভ করেছে। একটি মাত্র সাবমেরিন ক্যাবলের প্রয়োজনীয় Redundancy নিশ্চিতকরণ, নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা প্রদান এবং দেশে ক্রমবর্ধমান ব্যান্ডউইথের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেম SEA-ME-WE-5 এর সাথে যুক্ত হয়। ২০,০০০ কি:মি: দীর্ঘ এই সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে ২৪ টেরাবাইটের ব্রডব্যান্ড যোগাযোগ সরবরাহ করে। এই ক্যাবলের প্রত্যাশিত স্থায়িত্বকাল ২৫ বছর। সম্প্রতি উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে SMW-5 সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ডউইথ ক্যাপাসিটি ২৩০০ জিবিপিএস-এ উন্নীত হয়েছে। উক্ত ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির ফলে SMW-4 সহ বিএসসিসিএল এর মোট ক্যাপাসিটির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৮৫০ জিবিপিএস।

বর্তমানে বিএসসিসিএল এর অধীনে দু'টি সাবমেরিন ক্যাবল অপারেশনাল অবস্থায় থাকায় যে কোন একটি সাবমেরিন ক্যাবল অকার্যকর হলে অন্যটি দিয়ে দেশের ব্যান্ডউইথের চাহিদা মেটানো সম্ভব। উল্লেখ্য যে, বিটিআরসি এর নিকট হতে ২০০৮ সালে বিএসসিসিএল সাবমেরিন ক্যাবল পরিচালনার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। বিটিআরসি'র লাইসেন্সধারী আইআইজি এবং আইজিডব্লিউ অপারেটরসমূহ বিএসসিসিএল থেকে সরকার অনুমোদিত ট্যারিফ, নির্ধারিত লাইসেন্সিং গাইডলাইন, নিয়ম ও শর্তাবলী এবং রেগুলেশন অনুসারে ব্যান্ডউইথের লিজ গ্রহণ করে থাকে। কক্সবাজার ও কুয়াকাটায় ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে বর্তমানে বিএসসিসিএল বহির্বিদেশের সঙ্গে দেশের সংযোগের জন্য ব্যান্ডউইথ সেবা প্রদান করেছে। দেশের ইন্টারনেট চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশ ব্যান্ডউইথ এককভাবে বিএসসিসিএল সরবরাহ করেছে। বাজার সম্প্রসারণ ও আইটিসি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বিএসসিসিএল ইতোমধ্যে এর ব্যান্ডউইথের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে। চলতি অর্থবছরে বিএসসিসিএল-এর ব্যবহৃত ব্যান্ডউইথ-এর পরিমাণ হলো ১৩৩৫.৫৩৫ জিবিপিএস।

১৮। আন্তর্জাতিক টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল (আইটিসি)

বিএসসিসিএল এর পাশাপাশি বিটিআরসি হতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ০৭ (সাত)টি আন্তর্জাতিক টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল (আইটিসি) অপারেটরসমূহ পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে আন্তর্জাতিক লিংক তৈরী করে আইপিএলসি সেবা প্রদান করেছে। বর্তমান সময়ে আইটিসি লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বিএসসিসিএল এর মূল প্রতিযোগী। আইটিসি লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতীয় টেলিকম অপারেটর যথাঃ টাটা কমিউনিকেশনস লি. এবং ভারতী এয়ারটেল এর সঙ্গে ভূমির উপর দিয়ে লিংক স্থাপন করে ব্যান্ডউইথ ব্যবসা করছে এবং দেশে ব্যান্ডউইথের বিকল্প সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করছে। আইটিসি অপারেটরসমূহ কম মূল্যে ব্যান্ডউইথ সরবরাহ করার কারণে বিএসসিসিএল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। গত কয়েক বছরে বিএসসিসিএল ও আইটিসি এর ব্যান্ডউইথ ব্যবহার বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বার্ষিক ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধির হার প্রায় ৭০ শতাংশ। আগামীতে 5G সেবা চালু হলে দেশে ব্যান্ডউইথের ক্রমবর্ধমান চাহিদা আরও বাড়বে।

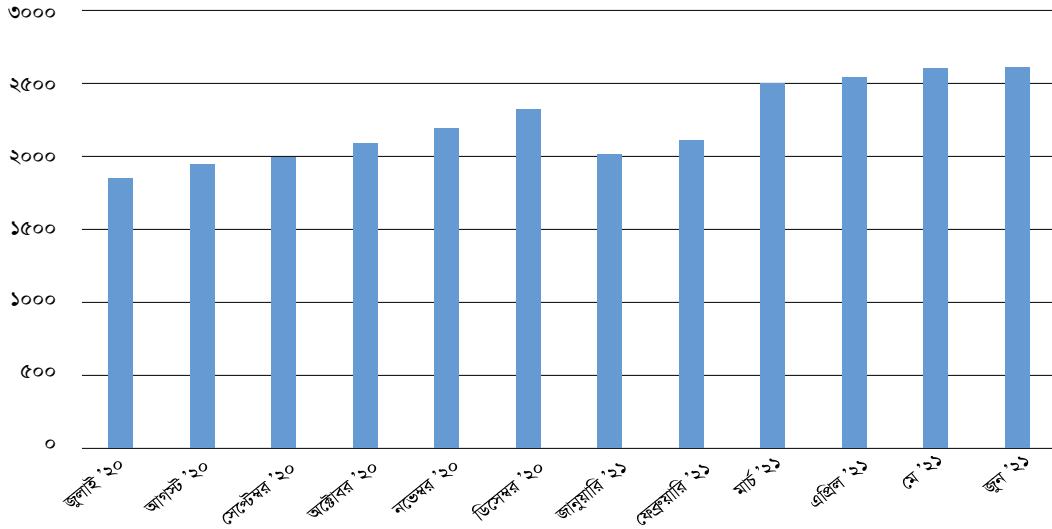
বিএসসিসিএল ও আইটিসি প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য ও সেবা :

লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী বিএসসিসিএল ও আইটিসি প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নবর্ণিত সেবা প্রদান করে থাকে :

- আইআইজি প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইপিএলসি ও আইপি ট্রানজিট সেবা।
- আইজিডব্লিউ প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইপিএলসি সেবা।
- আইএসপি প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইপি ট্রানজিট সেবা।
- বিটিআরসি কর্তৃক অনুমোদিত কর্পোরেট ব্যবহারকারী কোম্পানি বা সংস্থাসমূহকে আইপিএলসি সেবা।

এছাড়াও, বিএসসিসিএল সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক বাজারে আইপিএলসি ও ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ লিজ প্রদান এবং আইআইজি, আইজিডব্লিউ, আইএসপি, এনটিটিএন ও অন্যান্য গ্রাহকগণকে কো-লোকেশন সেবা (জায়গা, বিদ্যুৎ, কারিগরি সহায়তা ইত্যাদি) প্রদান করে থাকে।

বিএসসিসিএল ও আইটিসি প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যান্ডউইথ ব্যবহারের মাসভিত্তিক ব্যবহৃত ক্যাপাসিটি এর চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :



লেখচিত্র ৪.১৩ : বিএসসিসিএল ও আইটিসি অপারেটরদের মাসভিত্তিক ব্যান্ডউইথের ব্যবহার (Gbps)

১৯। ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস এক্সেস (বিডব্লিউএ)

দেশব্যাপী ব্রডব্যান্ড সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে Banglalion Communication Ltd. I Augure Wireless Broadband Bangladesh Ltd. (AWBBL) এবং ২০১৩ সালে Bangladesh Internet Exchange Ltd. কে Broadband Wireless Access (BWA) লাইসেন্স প্রদান করা হয়। কিন্তু BWA-এর প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটরদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের অক্ষমতা এবং মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে সহজলভ্য ইন্টারনেট সেবার বিস্তারের কারণে বর্তমানে দেশে BWA অপারেটরদের তেমন কোন কার্যক্রম নাই। উল্লেখ্য ২০১৩ সালে 3G ও ২০১৮ সালে 4G প্রযুক্তি প্রবর্তনের পরে WiMAX অপারেটরগণ গ্রাহক হারাতে শুরু করে। বর্তমানে তিনটি বিডব্লিউএ অপারেটরের কোন গ্রাহক নাই।

২০। আইপি-পিএবিএক্স (IP-PABX)

দেশের মধ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের নিমিত্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আইপি-পিএবিএক্স সিস্টেম ব্যবহৃত হচ্ছে। কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য আইপি-পিএবিএক্স ব্যবস্থা হচ্ছে একটি সাশ্রয়ী ও আধুনিক সমাধান, যার ব্যবহারে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রযুক্তিগতভাবে দৃঢ়তা লাভে সক্ষম হয়েছে।

২১। আইপি-টেলিফোনি (IP-Telephony)

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য নতুন টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি প্রবর্তনের জন্য বাংলাদেশ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আন্তর্জাতিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রবর্তন এবং জনসাধারণকে সশ্রয়ী মান সম্পন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিটিআরসি কাজ করে আসছে। ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি যা সহজভাবে আইপি টেলিফোনি নামে পরিচিত, বর্তমান সময়ে সশ্রয়ী উপায় যার মাধ্যমে ভয়েস কলকে ডাটা প্যাকেট আকারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সঞ্চারিত করা যায়। এ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ভয়েস কল করা সম্ভব। বিটিআরসি এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪২ টি আইএসপি প্রতিষ্ঠানকে আইপিটিএসপি লাইসেন্স প্রদান করেছে। এর মধ্যে বর্তমানে ২৬ টি আইপিটিএসপি প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জুন, ২০২১ শেষে আইপিটিএসপি গ্রাহক সংখ্যা ৯,০৪,০৫৬ এ উন্নীত হয়েছে।

২২। অ্যাপসভিত্তিক কলিং সার্ভিস (Apps Based Calling Service)

Apps ভিত্তিক Calling সার্ভিস ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণ খুব সহজে মোবাইল ফোনের Apps এর মাধ্যমে সুলভে টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণ করতে পারছে। বর্তমানে ১২টি আইপিটিএসপি অপারেটর ইন্টারক্লাউড লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, লিংক-থ্রী টেকনোলজিস লিমিটেড, বিডিকম অনলাইন লিমিটেড, মেট্রোনেট বাংলাদেশ লিমিটেড, আইসিসি কমিউনিকেশন লিমিটেড, বিটিএস কমিউনিকেশনস, রেস অনলাইন, এসএসডি টেক, এডিএন, অগ্নী এবং বিটিসিএলকে Apps ভিত্তিক Calling সার্ভিসের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ইন্টারক্লাউড লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড এবং বিটিসিএল প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাক্রমে Brilliant Apps, Amber IT IP Phone এবং আলাপ নামক Apps ভিত্তিক Calling সার্ভিস প্রদান করছে।

২৩। পরিসংখ্যান

লাইসেন্সধারী অপারেটরসমূহ থেকে নিয়মিতভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পোর্টালে টেলিকম সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ করে থাকে। এ সকল তথ্য-উপাত্ত ITU Portal, SDG Tracker, National Data Coordination Committee (NDCC), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, BTRC Website ইত্যাদিতে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়। প্রদানকৃত তথ্যাদির মাধ্যমে ITU এর সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণ করে থাকে। এছাড়াও এই উপাত্তসমূহ ITU এর বিভিন্ন Statistical Publication এ ব্যবহার করা হয়। হালনাগাদকৃত তথ্যাদি জাতিসংঘভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ণয়ে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি পর্যালোচনায় অবদান রাখছে।

২৪। অবকাঠামো শেয়ারিং

বিটিআরসি হতে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবহার করার লক্ষ্যে Infrastructure Sharing গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো তৈরি এবং এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অবকাঠামো তৈরি করা হলে টেলিযোগাযোগ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের এ সংক্রান্ত বিনিয়োগ কমার পাশাপাশি নেটওয়ার্ক অবকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে। এর ফলে দ্রুততম সময়ে ও সশ্রয়ী মূল্যে সেবা প্রদানের পথ উন্মুক্ত হবে। উক্ত অবকাঠামো শেয়ারিং-এর নীতিমালা অনুযায়ী বর্তমানে Passive অবকাঠামো শেয়ারের সুযোগ থাকলেও Active অবকাঠামো শেয়ারের কোন সুযোগ নেই। বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা একে অপরের সাথে অবকাঠামো শেয়ারিং-এর চুক্তি করছে এবং তদানুযায়ী তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাওয়ার, স্থান, ফাইবার ক্যাবল, জেনারেটরসহ অন্যান্য Passive Equipment শেয়ারের মাধ্যমে ব্যবহার করছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে Active

Sharing এর সুযোগ সৃষ্টি করা যায় কিনা সে বিষয়ে সরকারের নির্দেশক্রমে একটি খসড়া সংশোধিত গাইডলাইন কমিশন হতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত খসড়া গাইডলাইনে মোবাইল অপারেটরদের স্পেকট্রাম ব্যতীত Multi Operator Radio Access Network (MORAN) শেয়ারিং এর প্রস্তাব করা হয়েছে যা ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বিবেচনাধীন রয়েছে।

২৫। টাওয়ার শেয়ারিং

টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের নিমিত্ত টাওয়ারের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে টাওয়ার স্থাপন এর কারণে সৃষ্ট পরিবেশগত ক্ষতিরোধ এবং আবাদি জমির উপর টাওয়ার স্থাপনের কারণে আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস রোধ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন হতে মোট চারটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। উক্ত লাইসেন্সের সংশ্লিষ্ট গাইডলাইনের শর্ত মোতাবেক ইতোমধ্যে টাওয়ার শেয়ারিং অপারেটর এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে কমিশনের Vetting প্রদান করে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন অপারেটরদের মধ্যকার চুক্তি প্রস্তুত করা একটি জটিল বিষয় বিধায় নির্দেশনা মোতাবেক চুক্তি দাখিলে জটিলতা দেখা দেয়। কমিশন এই জটিলতা নিরসনের নিমিত্ত এবং জনগণের কাছে দ্রুত মানসম্মত সেবা নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টার নির্দেশনা মোতাবেক একটি Service Level Agreement (SLA) প্রণয়ন এর উদ্দেশ্যে সকল অপারেটরের উপস্থিতিতে একাধিক আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত আলোচনা সভাসমূহে বিষদ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ও উপস্থিত সকল অপারেটরের মতামত বিবেচনায় নিয়ে একটি Service Level Agreement (SLA) চূড়ান্ত করে কমিশন হতে জারি করা হয়। পরবর্তীতে জারীকৃত চুক্তির আলোকে সকল অপারেটরদের যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয় যাতে করে টাওয়ার শেয়ারিং গাইডলাইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানসম্মত ও পরিবেশবান্ধব টেলিযোগাযোগ সেবা জনগণের দোরগোড়ায় দ্রুত পৌঁছাতে পারে। কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক টাওয়ারকো লাইসেন্সসমূহ মোবাইল অপারেটর ও অন্যান্য অপারেটরদের সাথে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি প্রস্তুত করে কমিশনের vetting-এর উদ্দেশ্যে কমিশনের নিকট দাখিল করেছে। উক্ত চুক্তিসমূহের ভেটিং দ্রুততার সাথে সম্পাদন করতঃ অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে টাওয়ারকো লাইসেন্সের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করার মাধ্যমে টাওয়ার শেয়ারিং গাইডলাইনের বাস্তবায়নের যে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরী হয়েছে তা নিরসন হয়েছে এবং টাওয়ার শেয়ারিং যুগের সূচনা হয়েছে। বর্তমানে চারটি টাওয়ারকো অপারেটর ও মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরের মধ্যকার ১১ (এগার) টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে যা ভেটিং করতঃ বিটিআরসি হতে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরের পাশাপাশি বিভিন্ন টেলিকম অপারেটর যেমন : আইএসপি, এনটিটিএন ইত্যাদি অপারেটরের সাথে টাওয়ারকো অপারেটরদের মধ্যকার SLA ভেটিং করতঃ অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এতে করে মোবাইল অপারেটর ব্যতীত অন্যান্য টেলিকম অপারেটরগণ একই অবকাঠামো ব্যবহার করে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, সরকারের পূর্বানুমোদন প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত Bangladesh Telecommunication Company Limited (BTCL)-কে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক বিটিসিএল-এর বর্তমান টাওয়ারসমূহ লিজ/রেন্ট/শেয়ার প্রদানের নিমিত্ত বিটিসিএল-এর অনুকূলে একটি Permit ইস্যু করা হয়েছে।

বর্তমানে ০৪ টি টাওয়ারকো অপারেটরের সকলেই বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের সাথে চুক্তি সম্পাদন পূর্বক নতুন টাওয়ার নির্মাণ ও টাওয়ার শেয়ারিং-এর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক বিস্তারের কার্যক্রম চালু করেছে। টাওয়ারকোর মালিকানাধীন একই অবকাঠামো শেয়ারিং-এর মাধ্যমে অতি দ্রুততার সাথে প্রচুর টাওয়ার রোলআউট করা সম্ভব। বর্তমানে টাওয়ারকো অপারেটরসমূহ কর্তৃক স্থাপিত টাওয়ারের সংখ্যা নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	টাওয়ারকো	টাওয়ার সংখ্যা
০১	ইডটকো বাংলাদেশ কোঃ লি.	১১৮৭১
০২	এবি হাইটেক কর্পোরেশন লি.	১৪৩
০৩	সামিট টাওয়ার লিমিটেড	৩৮১
০৪	কীর্তনখোলা টাওয়ার বাংলাদেশ লি.	৪৬

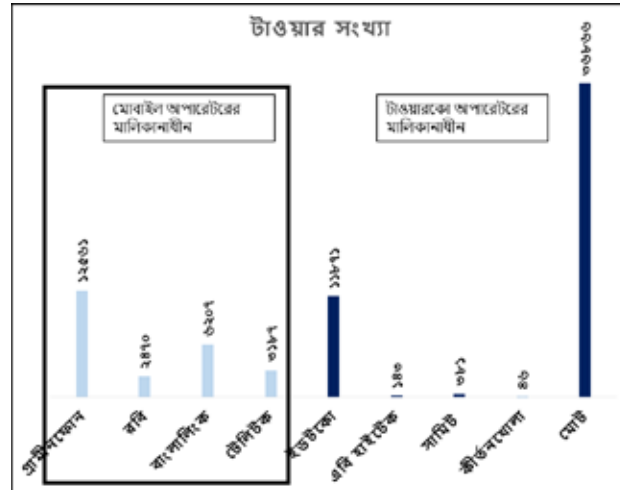
ছক ৪.২৩ : টাওয়ারকো অপারেটরসমূহ কর্তৃক স্থাপিত টাওয়ারের সংখ্যা

উপর্যুক্ত ছক মোতাবেক মোট ১২,৪৪১ টি টাওয়ার টাওয়ারকো অপারেটরের মালিকানাধীন। তন্মধ্যে ৪,৩৭৭ টি টাওয়ার শেয়ারিং এর মাধ্যমে অন্য অপারেটরগণ টাওয়ারকো হতে সেবা গ্রহণ করছে। বর্তমানে টাওয়ারকো মালিকানাধীন টাওয়ার শেয়ারিং এর শতকরা পরিমাণ ৩৫.২%।

টাওয়ারকো মালিকানাধীন টাওয়ার সংখ্যা	শেয়ারকৃত টাওয়ার সংখ্যা	টাওয়ার শেয়ারিং এর হার
১২,৪৪১	৪,৩৭৭	৩৫.২%

ছক ৪.২৪ : টাওয়ারকো মালিকানাধীন টাওয়ার শেয়ারিং-এর পরিমাণ

বাংলাদেশের টেলিকম নেটওয়ার্কে মোবাইল অপারেটরদের মালিকানাধীন টাওয়ারসমূহের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :



লেখচিত্র ৪.১৪ : অপারেটরভিত্তিক দেশের সামগ্রিক টাওয়ারসমূহের পরিমাণ

মোবাইল অপারেটরদের নিজস্ব মালিকানাধীন টাওয়ার সংখ্যা	শেয়ার প্রদানকৃত টাওয়ার সংখ্যা	শেয়ারিং-এর % হার
২৪,৪২৫	৪,১৪৮	১৭%

ছক ৪.২৫ : মোবাইল অপারেটরদের শেয়ারকৃত টাওয়ারসমূহের পরিমাণ

উপর্যুক্ত ছক হতে দেখা যাচ্ছে যে, মোবাইল অপারেটরদের মালিকানাধীন মোট টাওয়ার সংখ্যা ২৪,৪২৫টি। তন্মধ্যে ৪,১৪৮টি টাওয়ার অন্য অপারেটরের সাথে শেয়ার করা হয়েছে। মোবাইল অপারেটরদের মালিকানাধীন এই টাওয়ারসমূহ টাওয়ারকো অপারেটরের মাধ্যমে শেয়ারিং এর জন্য উন্মুক্তকরণের জন্য বিটিআরসি হতে ইতোমধ্যে শেয়ারিং এর উদ্দেশ্যে টাওয়ারকো ও মোবাইল অপারেটরদের মধ্যকার “Tripartite” চুক্তি করার বিষয়ে অনাপত্তি জ্ঞাপন করা হয়েছে। এতে করে স্বল্প খরচে একই অবকাঠামো ব্যবহার করে বিভিন্ন অপারেটরগণ নেটওয়ার্ক কাভারেজ নিশ্চিত করতে পারবে এবং জনগণের মানসম্মত টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত হবে।

২৬। ন্যাশনাল নাম্বারিং প্ল্যান

দেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্তার সাধনের লক্ষ্যে এবং এর বিস্তারের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ দূরীকরণের জন্য ২০০৫ সালে একটি নাম্বারিং প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়। ২০০৫ সালের প্রণীত নাম্বারিং প্ল্যানে টেলিযোগাযোগ ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন নতুন প্রযুক্তি যেমন : কনভারজেন্স, আইপি টেলিফোনি, মেশিন-টু-মেশিন কমিউনিকেশন, ENUM ইত্যাদি বিষয়সমূহ উল্লিখিত ছিল না। নতুন প্রযুক্তি, নতুন প্রোটোকল এবং নতুন টেলিযোগাযোগ সেবার আবির্ভাবের সাথে সাথে নাম্বারিং এবং অ্যাড্রেসিং ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হয়েছে। পূর্বে নাম্বারিং প্ল্যান তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল কারণ তখন টেলিকমিউনিকেশন নাম্বারিং সিস্টেম শুধুমাত্র ফিক্সড নেটওয়ার্ক (পিএসটিএন)-এর কলসমূহের অ্যাড্রেসিং নির্ধারণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল এবং তখন নাম্বারিং প্ল্যান একক প্রযুক্তি এবং সেবার সাথে সম্পর্কিত ছিল। এর বিপরীতে, আজকের নাম্বারিং প্ল্যান অনেক বেশি জটিল কেননা বর্তমানে একাধিক প্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগ সেবা এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (যেমন গ্রাফিক্স, অডিও এবং ভিডিও সংক্রান্ত ফিক্সড ও মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা)। টেলিযোগাযোগ সেবার এই নতুন মাত্রা এবং জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে, টেলিযোগাযোগ সেবাসমূহের সুশৃঙ্খল বিকাশ নিশ্চিত করতে ব্যাপক পরিকল্পনা প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজনীয়তা থেকেই ২০১৭ সালে ITU স্ট্যান্ডার্ড এর সাথে সঙ্গতি রেখে “বাংলাদেশ ন্যাশনাল নাম্বারিং প্ল্যান, ২০১৭” প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল নাম্বারিং প্ল্যান ২০১৭ অনুযায়ী, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি নির্ধারণ ও বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

- (ক) পিএসটিএন অপারেটরদের নাম্বারিং প্রিফিক্স বরাদ্দকরণ;
- (খ) পিএসটিএন অপারেটরদের নাম্বারিং স্কিম নির্ধারণ;
- (গ) আইপিটিএসপি অপারেটরদের অপারেটর কোড বরাদ্দকরণ;
- (ঘ) ইন্টার-নেটওয়ার্ক শর্ট কোড বরাদ্দকরণ;
- (ঙ) মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের অপারেটর কোড প্রদান;
- (চ) নাম্বারিং ব্লক বরাদ্দকরণ;
- (ছ) ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস এক্সেস সার্ভিস প্রোভাইডারদের অপারেটর কোড বরাদ্দকরণ;
- (জ) মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোবাইল নেটওয়ার্ক কোড বরাদ্দকরণ;
- (ঝ) মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের অনুকূলে Integrated Circuit Card ID (ICCID) বরাদ্দকরণ;
- (ঞ) টোল ফ্রি সার্ভিস নাম্বার (ITFS, LTFS) পরিকল্পনা;
- (ট) আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সিগন্যালিং পয়েন্ট কোড বা ISPC, জাতীয় পর্যায়ের সিগন্যালিং পয়েন্ট কোড বা NSPC-এর অবকাঠামো নির্ধারণ ও বরাদ্দকরণ;
- (ঠ) IMSI নাম্বারের অবকাঠামো নির্ধারণ;

২৭। ভিডিও কনফারেন্সিং

ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দেশে অথবা দেশের বাইরে অবস্থিত তাদের শাখা অফিস এবং অন্যান্য সহযোগী অথবা অংশীদারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে। কমিশন হতে ভিডিও কনফারেন্সিং

পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রযোজ্য ফি প্রদান সাপেক্ষে কমিশন হতে ভিডিও কনফারেন্সিং এর অনুমোদন প্রদান করা হয়। বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওসমূহের নিকট ভিডিও কনফারেন্সিং এর চাহিদা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, অবাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভিডিও কনফারেন্সিং এর ক্ষেত্রে কোন ধরনের ফি নির্ধারণ করা হয়নি।

২৮। টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি আমদানির অনাপত্তি পত্র (No Objection Certificate-NOC)

“বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১” এবং “আমদানি নীতিমালা ২০১৫-২০১৮” অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস বিভাগ হতে টেলিযোগাযোগ কাজে ব্যবহৃত নন-ওয়্যারলেস যন্ত্রপাতি আমদানির পূর্বানুমোদন প্রদান করা হয়। এ ধরনের নন-ওয়্যারলেস টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ আমদানির অনুমোদন পেতে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উল্লেখিত নীতিমালার আলোকে আবেদন করার প্রয়োজন হয়। এধরনের আবেদনের ক্ষেত্রে কোন ফি প্রযোজ্য নয়। অত্র বিভাগের আওতাধীনে গত অর্থবছরে বিপুল পরিমাণ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি যেমন : সুইচ, রাউটার, সার্ভার, মডেম, পাওয়ার সাপ্লাই যন্ত্রপাতি, রেকর্ডিং যন্ত্র, ক্যাবলসহ বিভিন্ন ধরনের নন-রেডিও টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি আমদানির অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদির গুণগত মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিটিআরসি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

২৯। ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে অব্যবহৃত ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ তথা রিসাইক্লিং কার্যক্রমের গুরুত্বও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে কোন প্রকার টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতির একটা আয়ুষ্কাল থাকে এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পরে তা অকেজো ও ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন ব্যবহার করা বা অব্যবহৃত থাকা উভয়ের ফলেই টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে তা বর্জ্য পরিণত হয়। দেশের পরিবেশ ও জীববৈচিত্রের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং রি-সাইক্লিং করা অত্যাবশ্যিক। বাংলাদেশে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর হতে লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে এবং লাইসেন্সকৃত কোম্পানিসমূহ পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কাজ করে থাকে। এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে (এসআরও নং ১৮৭- আইন/২০২১)। ই-বর্জ্য এর মধ্যে অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতির সাথে সাথে টেলিকম যন্ত্রপাতিও অন্তর্ভুক্ত বিধায় পরিবেশ অধিদপ্তর এর অনুমোদন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ পরবর্তীতে ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য বিটিআরসি বরাবরে আবেদন করে। ই-বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বিটিআরসি হতে Azizu Trading Co., Green Bangla Corporation, JR Enterprise, M/S Yousuf Enterprise, Bees Logistics & Networking Ltd., NH Enterprise, Zaman Enterprise এবং Techno Fair নামক ০৮টি প্রতিষ্ঠানকে শর্তসাপেক্ষে ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতির বর্জ্য পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অকেজো ও অব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি সংগ্রহের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

৩০। IPv6 বাস্তবায়ন কার্যক্রম

দেশের বিদ্যমান টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক অবকাঠামো ও এ সংশ্লিষ্ট টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশে IPv6 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কমিশনের সকল প্রকার লাইসেন্সধারী অপারেটর কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত একটি IPv6 বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয়। কমিটির প্রস্তাবনা এবং সংশ্লিষ্ট সকল অপারেটর কর্তৃক দাখিলকৃত IPv6 বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কারিগরি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেশের বিদ্যমান টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক অবকাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশে IPv6 বাস্তবায়নের জন্য টাইমলাইন নির্ধারণ করা হয়েছে এবং উক্ত টাইমলাইন অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩১। ভিপিএন সার্ভিস

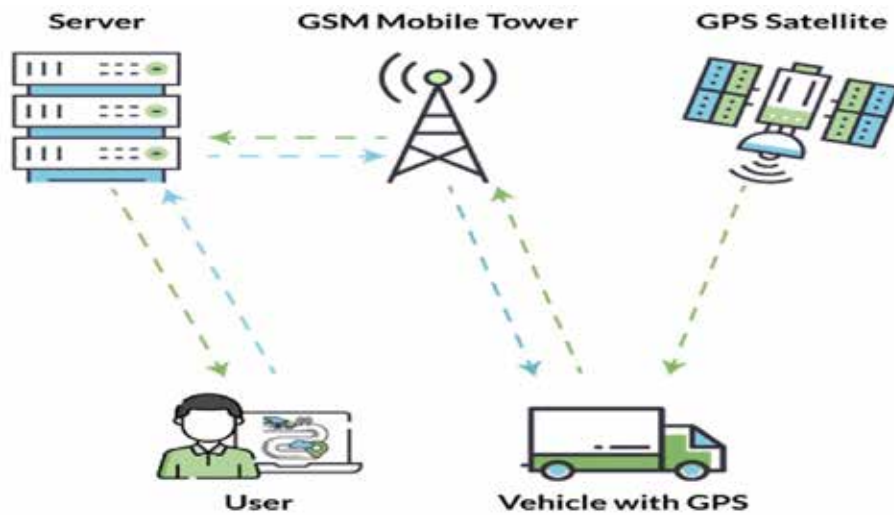
ভিপিএন সার্ভিস লাইসেন্সধারী ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী প্রদান করা হয়। ভিপিএন সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিটিআরসি'র পূর্বের নির্দেশনাটি এনটিএমসিসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে অধিকতর আধুনিকায়ন করা হয়েছে। নতুন নির্দেশনাটি বিটিআরসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা আছে। গ্রাহকগণ “VPN Registration Form” ও অন্যান্য তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট আইএসপি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিটিআরসি'তে জমা প্রদান সাপেক্ষে ভিপিএন সেবা গ্রহণ করতে পারে।

৩২। ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিজড সার্কিট (আইপিএলসি) সংযোগ

ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিজড সার্কিট (আইপিএলসি) একটি পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট (P2P) প্রাইভেট লাইন যা গ্রাহকদের রিয়েল-টাইম অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডেডিকেটেড আন্তর্জাতিক ডেটা ব্যান্ডউইথ সরবরাহ করে। ভৌগলিকভাবে দূরবর্তী অফিসসমূহে সংযোগ স্থাপন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই প্রাইভেট সার্কিট ব্যবহার করে থাকে। এই পরিষেবাটি সাধারণতঃ ইন্টারনেট অ্যাক্সেস, ব্যবসায়িক ডাটা এক্সচেঞ্জ, ভিডিও-কনফারেন্সিং এবং অন্য যে কোনও টেলিযোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা হয়। ILDC অপারেটর কর্তৃক গ্রাহককে আইপিএলসি পরিষেবার ক্ষেত্রে বিটিআরসি ডেডিকেটেড End to End ডিজিটাল লিংক সংযোগের জন্য অনুমোদন প্রদান করে থাকে। আন্ডার-সি ক্যাবল সিস্টেম, ল্যান্ডলাইন আন্তর্জাতিক ক্যাবল সিস্টেম ইত্যাদির মাধ্যমে উক্ত নেটওয়ার্কটি আন্তর্জাতিক রুটে পরিচালনা করা হয়। বিএসসিসিএল এর পাশাপাশি বিটিআরসি কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত ০৭ (সাত)টি আন্তর্জাতিক টেরিস্ট্রিয়াল ক্যাবল (আইটিসি) অপারেটরসমূহ পাশ্চবর্তী দেশসমূহের সাথে আন্তর্জাতিক লিংক তৈরি করে আইপিএলসি সেবা প্রদান করছে।

৩৩। Vehicle Tracking Service (VTS)

Vehicle Tracking Service (VTS) একটি টেলিযোগাযোগ সেবা যা ব্যবহার করে যানবাহনের অবস্থান ইন্টারনেট এর মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে, Global Positioning System (GPS) এবং Cellular Mobilephone System-এর প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। কমিশনের লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্স বিভাগ হতে VTS সেবা প্রদানের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়। VTS লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের অপারেশনাল সংক্রান্ত তথ্যাদি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অত্র বিভাগে প্রদান করে। VTS সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহক তার যানবাহনের সকল প্রকার মুভমেন্ট তাৎক্ষণিক জানতে সক্ষম হন। এছাড়াও, এ সিস্টেমে মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে যানবাহনের লাইভ ট্র্যাকিং করার সুবিধা রয়েছে। নিম্নে VTS সেবাটি কিভাবে কাজ করে সেটির একটি চিত্র তুলে ধরা হলো :



চিত্র ৪.৬ : Vehicle Tracking Service (VTS) সিস্টেম

৩৪ | Multi-Protocol Label Switching (MPLS)

Multi-Protocol Label Switching (MPLS) হচ্ছে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক এর একটি Switching পদ্ধতি যা IP ভিত্তিক সেবা প্রদানের প্লাটফর্ম হিসাবে কাজ করে। এই MPLS এর মাধ্যমে একটি আইএসপি তার ক্লায়েন্টসমূহের মধ্যে ট্রাফিক আদান-প্রদান করে থাকে। MPLS ব্যবহার করলে সার্ভিসের মান আরও ভালো হয় এবং ক্লায়েন্টদের ট্রাফিকের নিরাপত্তা বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্লায়েন্টদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্নভাবে Traffic Engineering (TE) করা সম্ভব হয়। সাধারণত, বিভিন্ন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহ এই MPLS সেবা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া, বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান এবং তাদের শাখা অফিসের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য-নিরাপত্তা অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য MPLS সার্ভিস ব্যবহার করে থাকে। শুরুতে International MPLS সেবা ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম থাকলেও পরবর্তীতে অনেক প্রতিষ্ঠান উক্ত সেবা ব্যবহারের জন্য কমিশনে আবেদন করেন। International MPLS সেবা প্রদানের জন্য সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বিটিআরসি'র পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে IIG এবং ISP (Nation wide, Central Zone এবং Zonal) থেকে IP Address (Source IP, Destination IP), Bandwidth গ্রহণ করতে হয়। কমিশনের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন বিভাগ হতে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রযোজ্য ফি প্রদান সাপেক্ষে বিভিন্ন শর্ত সহ এক বছরের International MPLS সেবা ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান করে থাকে এবং তা বাৎসরিক ভিত্তিতে নবায়ন করতে হয়।

৩৫ | Commercial Toll-Free Service

Commercial Toll-Free Service এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের সেবা কার্যক্রম-কে সহজলভ্য এবং গ্রাহকের সাথে সহজে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করে থাকে। এই সার্ভিসের মাধ্যমে Caller কে কোন অর্থ ব্যয় করতে হয় না, বরং Called Party অথবা 3rd Party কে একটি Call Tariff পরিশোধ করতে হয়। Commercial Toll-Free Service দুই ধরনের রয়েছে, যথা-

১। International Toll-Free Service (ITFS)

ITFS এর নম্বর ধরন নিম্নরূপঃ

000800+ Country Code+ XXX (Toll Free Service Number)

২। Local Toll-Free Service (LTFS)

LTFS এর নম্বর ধরন নিম্নরূপঃ

0800-XXXXXXXX (Customer's LTFS Number)

আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রযোজ্য ফি প্রদান সাপেক্ষে ইএন্ডও বিভাগ হতে শর্ত সাপেক্ষে ITFS/LTFS এর নম্বর বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রায় ৩৯টি LTFS-এর নম্বর ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ

লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ মূলত লিগ্যাল এবং লাইসেন্সিং এই ০২ (দুই) শাখা নিয়ে গঠিত। লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ এর প্রধান হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন একজন মহা-পরিচালক এবং লিগ্যাল শাখা ও লাইসেন্সিং শাখা এর দায়িত্বে রয়েছেন যথাক্রমে পরিচালক (লিগ্যাল) ও পরিচালক (লাইসেন্সিং)। লাইসেন্সিং শাখা বিভিন্ন প্রকার টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে লাইসেন্সিং গাইডলাইন প্রণয়ন, লাইসেন্স ইস্যুকরণ, লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করে থাকে। লিগ্যাল শাখা কমিশন এর পক্ষে অথবা বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনা, গাইডলাইন/লাইসেন্স এ বর্ণিত বিধানাবলী এর বিষয়ে জটিলতা নিরসনে আইনগত মতামত ও ব্যাখ্যা প্রদান এবং আইন সংশ্লিষ্ট যেকোন বিষয়ে কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা ইত্যাদি বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করে থাকে।

লিগ্যাল শাখা

লিগ্যাল শাখা কমিশনের আইন বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কমিশনের সকল বিভাগের কার্যক্রম হতে উদ্ভূত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়-আইনী পরামর্শ প্রদান, প্রস্তাবিত চুক্তির আইনগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অভিযোগ শুনানি, কারণ দর্শানো নোটিশ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন, প্রবিধানমালা, গাইডলাইনস্ এবং লাইসেন্সসমূহের খসড়া প্রণয়ন এ সরকারকে সহায়তা করা, দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টসহ বিভিন্ন আদালতে কমিশনের পক্ষে এবং বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনা, কমিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রবিধানমালা বিষয়ক কার্যাবলী সম্পাদন, কমিশনের অন্যান্য বিভাগের কাজে প্রয়োজনীয় আইনগত মতামত প্রদান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত টেলিযোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি ও এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ক বিভিন্ন আইন, প্রবিধান, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিশনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভেটিং ও মতামত প্রদান, লাইসেন্সধারীদের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ নিষ্পত্তি, মামলার বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ, বিভিন্ন ল'ফার্ম এবং সিনিয়র আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, আইনজীবী নিয়োগ, Affidavit তৈরি, মামলার তদন্ত সম্পন্ন করতঃ FRT/Chargesheet তৈরি, সারাদেশে বিভিন্ন থানায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এ দায়েরকৃত মামলাসমূহে VoIP যন্ত্রপাতি সনাক্তকরণ, দেশের বিভিন্ন থানায় দায়েরকৃত মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Chargesheet/ FRT দাখিল এর অনুমোদন প্রদান ইত্যাদি সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

১। টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে উল্লেখযোগ্য আইন

বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ সেবার উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় আইন প্রণীত হয়েছে। তার মধ্য থেকে নিম্নবর্ণিত আইনসমূহ উল্লেখযোগ্যঃ

ক্রমিক নং	উল্লেখযোগ্য আইন
১	The Telegraph Act, ১৮৮৫
২	The Wireless Telegraphy Act, ১৯৩৩
৩	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১
৪	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০১৮

ক্রমিক নং	উল্লেখযোগ্য আইন
৫	কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন, ২০০৬
৬	টেরিস্ট্রিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচার সুবিধা সংরক্ষণ আইন, ২০০৯
৭	পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২
৮	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২
৯	সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০১৫ এবং
১০	ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন, ২০১৮

ছক ৫.১ : টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে উল্লেখযোগ্য আইনের তালিকা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর সংশোধনীসমূহ :

দেশের স্বার্থ ও টেলিযোগাযোগ উন্নয়নের গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০০১ সালে প্রণীত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এ বিভিন্ন সময় সংশোধনী আনা হয়েছে। সংশোধনীসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সংশোধন অধ্যাদেশ	আইন কার্যকারিতা	মেয়াদকাল
১	১ম সংশোধন ২০০৫	সনের ১নং অধ্যাদেশ	অধ্যাদেশটি ২০০৬ সনের ৭নং আইন দ্বারা রহিত হয়। মেয়াদকাল ছিল ১০-১২-২০০৫ পর্যন্ত।
২	২য় সংশোধন	২০০৬ সনের ৭নং সংশোধন আইন	মেয়াদকাল ১১-১২-২০০৫ হতে ২১-১২-২০০৮।
৩	৩য় সংশোধন	২০০৮ সনের ৫৮ নং অধ্যাদেশ	মেয়াদকাল ২২-১২-২০০৮ হতে ২৪-০২-২০০৯ পর্যন্ত ছিল। বাংলাদেশ সংবিধান এর অনুচ্ছেদ-৯৩(২) এর বিধান মোতাবেক সংসদের ১ম অধিবেশনে উপস্থাপিত না হওয়ায় অধ্যাদেশটির কার্যকারিতা বিলুপ্ত হয়।
৪	৪র্থ সংশোধন	২০১০ সনের ৪১ নং আইন	মেয়াদকাল ০১-০৮-২০১০ হতে অদ্যাবধি।

ছক ৫.২ : বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর সংশোধনীসমূহ

২। টেলিযোগাযোগ সেবার সাথে সম্পৃক্ত পলিসিসমূহ

টেলিযোগাযোগ সেবার সাথে সম্পৃক্ত আইনের বিধান বাস্তবায়ন এবং একই সাথে এই সেবা খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও পরিচালনার স্বার্থে সরকার বিভিন্ন সময় এ সংক্রান্ত কতিপয় পলিসি বা নীতিমালা গ্রহণ করে। সময়ে সময়ে গৃহীত পলিসিসমূহ নিম্নরূপ :

১. National Telecommunications Policy, 1998;
২. ILDTS Policy, 2007;
৩. National Broadband Policy, 2009;
৪. ILDTS Policy, 2010;
৫. National Telecom Policy, 2018.

৩। টেলিযোগাযোগ সেবার সাথে সম্পৃক্ত বিধিমালা/আদেশসমূহ

একই সাথে এই সেবা খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও পরিচালনার স্বার্থে সরকার বিভিন্ন সময় এ সংক্রান্ত কতিপয় বিধিমালা/আদেশ জারি করে। সময়ে সময়ে জারিকৃত বিধিমালা/আদেশসমূহ নিম্নরূপ :

১. সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪।
২. আমদানি নীতি আদেশ ২০১৮-২০২১।

৪। সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত প্রবিধানমালাসমূহ

কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনে, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্স প্রদান, আন্তঃসংযোগ, কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরী প্রবিধানমালা, কর্মচারীদের চাকুরী সংশ্লিষ্ট সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি বিষয় ও এ সংক্রান্ত কার্যাবলী কি পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে তার বিধান সম্বলিত বেশ কয়েকটি প্রবিধানমালা কমিশন ইতোমধ্যে প্রণয়ন করেছে। বর্গিত প্রবিধানমালা দিয়েই কমিশনের প্রাত্যহিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আইনের ১৮(৪), ২৪(২)(খ), ৩১(২)(খ), ৩২, ৩৬(৬), ৩৮, ৪৯(৩)(খ), ৫৪(১), ৫৫(৩), ৫৭(১), ৬৫, ৭৫, ৮৭(৩) ও ৯৯ ধারার বিধান অনুসারে কমিশন অত্র আইন ও সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালার সাথে সংগতি রেখে প্রবিধান প্রণয়ন করে সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে গেজেট প্রজ্ঞাপন জারি করে। কমিশন হতে নিম্নে বর্গিত প্রবিধানমালাসমূহের খসড়া প্রস্তুত করতঃ সরকারের অনুমোদনের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছেঃ

১. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর কর্মকর্তা/কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল প্রবিধানমালা।
২. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (লাইসেন্স) প্রবিধানমালা।
৩. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (টেলিযোগাযোগ প্রতিযোগিতা) প্রবিধানমালা।
৪. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর কর্মচারী অবসর ভাতা প্রবিধানমালা।

৫। কমিশনে বর্তমানে নিম্নবর্গিত প্রবিধানমালাসমূহ কার্যকর রয়েছে

১. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Licensing Procedure) Regulations, 2004 (BTRC Regulation No. 1 of 2004).
২. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Interconnection) Regulations, 2004 (BTRC Regulations No 2 of 2004).
৩. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Employees) Service Regulations, 2005.
৪. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission Amendment no 1 of 2005 of the BTRC Licensing Procedure Regulations, 2004 (Regulations No. 1 of 2004).
৫. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission Amendment no 1 of 2007 of the BTRC Licensing Procedure Regulations, 2004 (Regulations No. 1 of 2004).
৬. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Administrative Fine) Regulations, 2007 (BTRC Regulation No. 2 of 2007).
৭. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission Interconnection (Amendment) Regulations, 2008 (BTRC Regulation No 1 of 2008).
৮. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission Interconnection (Licensing Procedure) (Amendment) Regulations, 2008 (BTRC Regulation No. 2 of 2008).

৯. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Licensing Procedure) (Second Amendment) Regulations, 2008 (BTRC Regulation No. 3 of 2008).
১০. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Licensing Procedure) (Amendment) Regulations, 2009 (BTRC Regulation No. 1 of 2009).
১১. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৯।
১২. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮।
১৩. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (ANS Operator's Quality of Service) Regulations, 2018.

৬। লিগ্যাল শাখার কার্যক্রমসমূহ

লিগ্যাল শাখা কমিশনের যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে তা সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

- (ক) কমিশন-কে মামলার বিষয়ে বা আইনী যে কোনো বিষয়ে আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
- (খ) দেশের ৬৪টি জেলার নিম্ন আদালতে কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহ তদারকি, মামলাসমূহের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা ও আদালতে মামলা পরিচালনা করা;
- (গ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৭৮(৯) এর বিধান মোতাবেক অন্যান্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত চার্জশীট / চূড়ান্ত রিপোর্ট পর্যালোচনান্তে আদালতে দাখিলের অনুমোদন প্রদান করা;
- (ঘ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর অধীনে দায়েরকৃত মামলায় জন্মকৃত আলামত আদালতে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করা;
- (ঙ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর অধীন নিম্ন আদালতে দায়েরকৃত সকল মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক যাচিত জন্মকৃত আলামত সংক্রান্ত কারিগরি মতামত প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- (চ) বিভিন্ন মামলার সাক্ষীসমূহকে পরামর্শ প্রদান এবং সাক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত করা;
- (ছ) কমিশনের নিকট দায়েরকৃত সকল আন্তঃঅপারেটরদের বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানীর ব্যবস্থা ও নিষ্পত্তি করা;
- (জ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৮০(৭) অনুযায়ী কমিশনের পক্ষে আদালতে বক্তব্য উপস্থাপন করা;
- (ঝ) মামলার দফাওয়ারী জবাব প্রস্তুত ও আদালতে দাখিল করা;
- (ঞ) কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে দায়ের করা উচ্চ আদালতের মামলাসমূহ পরিচালনা করা;
- (ট) র্যাভ/পুলিশ কর্তৃক জন্মকৃত মালামাল কোর্টের নির্দেশে সংরক্ষণ করা;
- (ঠ) কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত আইনজীবী/ল'ফার্ম-কে মামলা পরিচালনায় সহায়তা করা;
- (ড) লাইসেন্সিং শর্ত ভঙ্গের কারণে আইনগত ব্যবস্থা হিসেবে কারণ দর্শানো নোটিশের ভেটিং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা;
- (ঢ) রুলস্, রেগুলেশনস্, গাইডলাইনস্, লাইসেন্স, নির্দেশনা, পারমিট, চুক্তি, সমঝোতা স্মারকসহ নানাবিধ লিগ্যাল ডকুমেন্ট পরীক্ষা (ভেটিং) করা;

- (গ) সকল রেগুলেশন বা আইন সংশোধনের বিষয়ে কমিশনকে সহায়তা প্রদান করা;
- (ত) লাইসেন্স/ চুক্তির শর্ত লংঘন সংক্রান্ত আইনগত তদন্ত করা;
- (থ) আইন/লিগ্যাল সংশ্লিষ্ট কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা;
- (দ) মামলার তদন্তের স্বার্থে আসামীদের সম্পর্কে তথ্য উদঘাটন করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (হেফতার, আদালতে সোপর্দ) গ্রহণ করা;
- (ধ) মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন থানার ক্ষমতাপ্রাপ্ত তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তদন্তে সহায়তাসহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- (ন) মামলার কাগজপত্র সংগ্রহ করে কমিশনকে অবহিত করা এবং কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- (প) মামলার আলামত সংরক্ষণ এবং কমিশন কর্তৃক ধার্যকৃত মালখানা নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং আদালতে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করা;
- (ফ) কমিশন-কে সময় সময় তদন্ত অগ্রগতি অবহিত করা এবং আদালতে তদন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করা;
- (ব) সার্টিফিকেট অফিসার নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা;
- (ভ) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে আইন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ সম্পন্ন করা;
- (ম) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত টেলিযোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি ও এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ক বিভিন্ন আইন, প্রবিধান, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিশনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভেটিং ও মতামত প্রদান করা।

৭। কমিশনের নিয়োগপ্রাপ্ত ল'ফার্ম এবং আইনজীবী

বিটিআরসি'র মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত ল'ফার্ম এবং আইনজীবী বর্তমানে লিগ্যাল বিভাগের সাথে যুক্ত রয়েছে-

৭.১। লিগ্যাল এ্যাডভাইজার

লেব্ব কাউন্সেল
বিএসইসি ভবন, (লেভেল-১০)
১০২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

৭.২। প্যানেল ল'ইয়ার্স

ক) উচ্চ আদালতের জন্য

- ১। জনাব মোঃ রবিউল আলম বুদ্ধ, রুম নং-৩০৩, (পুরাতন), সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন বিল্ডিং, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।
- ২। জনাব মোঃ বদরুল ইসলাম, বেরতি, ১/২-বি (৪র্থ তলা), মনেশ্বর রোড, পোষ্টঃ জিগাতলা, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
- ৩। জনাব আব্দুল মারুদ মাসুম, ৩২/৬, পূর্ব নয়াটোলা, শান্তিনগর, রমনা, ঢাকা।
- ৪। জনাব এ কে এম আলমগীর পারভেজ ভূঞা, ১১/বি, আরবান গ্রিন, ফ্ল্যাট নংঃ ৬বি, ধানএন্ডী, ঢাকা।
- ৫। জনাব মোহাম্মাদ নজরুল ইসলাম খন্দকার, এ/পি-২০৩/এ, তাজ লেন, মধ্য পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

খ) নিম্ন আদালতের জন্য

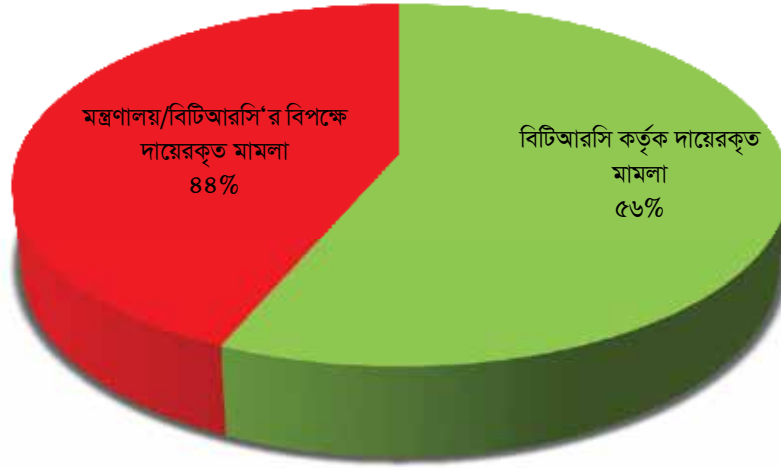
- ১। জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আবু, কাজী গার্ডেন, ৫২ নর্থ রোড, কলাবাগান, ধানমন্ডি, ঢাকা।
- ২। জনাব ইকবাল আহমেদ খান, এ-২২, আন্ডার গ্রাউন্ড পারজোয়ার সেন্টার, ঢাকা জজ কোর্ট, ঢাকা।
- ৩। জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, সুইট# ৮/৩৭ সি, ইস্টার্ন প্লাজা কমার্সিয়াল কমপ্লেক্স, হাতিরপুল, ঢাকা-১২০৫।
- ৪। জনাব মোঃ ইমানুর রহমান, ৪২, নর্থ রোড, থানা- কলাবাগান, ঢাকা-১২০৯ এবং সৈয়দ রেজাউর রহমান এসোসিয়েটস, রুম নং-০৮, ৬-৭ কোর্ট হাউস স্ট্রীট ঢাকা বার বিল্ডিং (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০।
- ৫। জনাব মোহাম্মাদ আবু সাঈদ সিদ্দিক, রুম নং- এ/২৬, পারজোয়ার সেন্টার, ২২, কোর্ট হাউস স্ট্রীট, ঢাকা-১০০০।
- ৬। জনাব মাইনুল ইসলাম, হায়দার ম্যানশন, রুম নং- ০৭ (১ম তলা), ১৪/১, কোর্ট হাউস স্ট্রীট, ঢাকা-১০০০।
- ৭। জনাব রুবেল পাল, ৪২ দেওয়ানজি পুকুর লেন, দেওয়ান বাজার, কতোয়ালী, চট্টগ্রাম এবং রুম নং- ৩১০ (৩য় তলা), আইনজীবী এনেক্স ভবন-১, কোর্ট হিল, চট্টগ্রাম।

৮। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক এবং কমিশনের বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহের বিবরণ

সাধারণত অপরাধী কর্তৃক বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১-এর লঙ্ঘন করায় কমিশন নিম্ন আদালত ও উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়। আবার কখনও কখনও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহও আদালতে মামলা দায়ের করে থাকে।

ক্রমিক নং	আদালতের নাম	বিবরণ/মামলার প্রকৃতি	বিটিআরসি কর্তৃক দায়েরকৃত	মন্ত্রণালয়/বিটিআরসি'র বিপক্ষে দায়েরকৃত	মোট মামলার সংখ্যা
১.	অধঃস্তন আদালত	দেওয়ানী (Civil)	০১	০০	৩৯টি
২.	অধঃস্তন আদালত	ফৌজদারী (Criminal)	১৯	০০	
৩.	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ	Writ Petition, Company Matter, Quashment	০০	১৭	
৪.	মহামান্য আপীল বিভাগ	আপীল	০২	০০	
৫.	জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার্স কোর্ট	সরকারি দাবী আদায় (PDR)	০০	০০	
মোট মামলার সংখ্যা =			২২	১৭	৩৯টি

ছক ৫.৩ : ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিটিআরসি কর্তৃক এবং কমিশনের বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহের বিবরণ

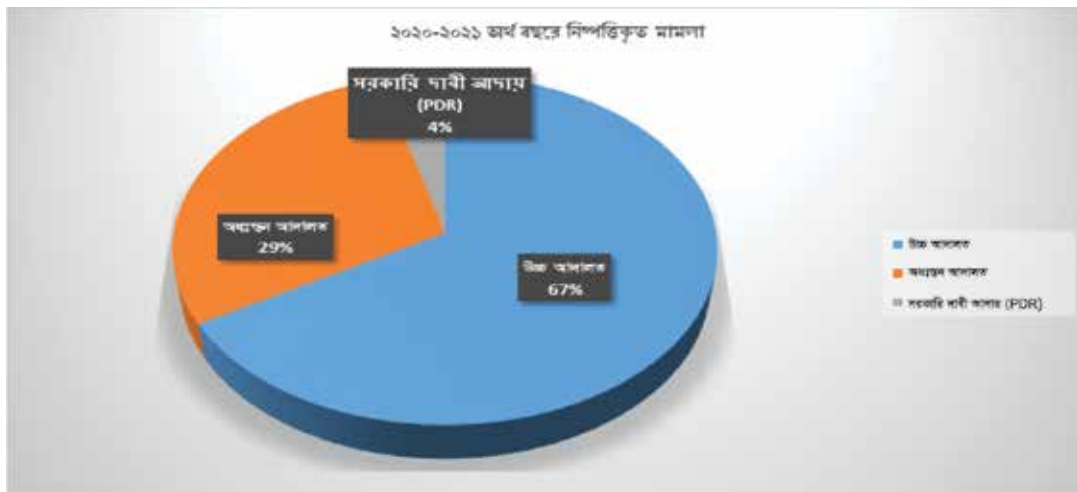


■ বিটিআরসি কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা ■ মন্ত্রণালয়/বিটিআরসি'র বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা

লেখচিত্র ৫.১ : ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কমিশন কর্তৃক এবং কমিশনের বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহের বিবরণ

ক্রমিক নং	আদালতের নাম	বিবরণ/মামলার প্রকৃতি	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা
১.	অধঃস্তন আদালত	দেওয়ানী (Civil)	০০
২.	দায়রা কোর্ট	ফৌজদারী (Criminal)	০৭
৩.	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ	Writ Petition, Contempt Petition	১০
৪.	মহামান্য আপীল বিভাগ	আপীল	০৬
৫.	জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার্স কোর্ট	সরকারি আদায় (PDR)	০১
মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা =			২৪

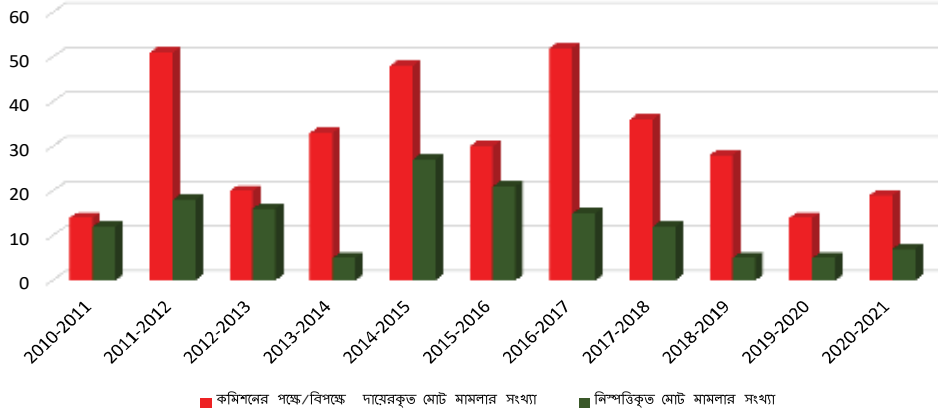
ছক ৫.৪ : ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ



লেখচিত্র ৫.২ : ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ

২০১০-২০১১ অর্থবছর থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত সময়কালে কমিশন এর পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলার একটি পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হলো :

বছর ভিত্তিক কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান



লেখচিত্র ৫.৩: বছরভিত্তিক কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান

৯। নিম্ন আদালতে মামলা নিষ্পত্তিতে বিটিআরসি'র ভূমিকা

লাইসেন্স বা পারমিট ব্যতীত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিটিআরসি আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। সাধারণতঃ অপরাধীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় জি. আর. মামলা রুজু করার মাধ্যমে ফৌজদারী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই শাখা সর্বদা সরকারের স্বার্থ সমুন্নত রক্ষার জন্য আইনগত তথ্য উপাত্ত দিয়ে অভিযোগকারী এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাদের সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৮০(৭) অনুযায়ী কমিশনের সহকারী পরিচালক থেকে শুরু করে পরিচালক (লিগ্যাল) সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ আদালতে উপস্থিত থেকে মামলা পরিচালনায় কমিশনের বা সরকারের আইনজীবীদের সহায়তা প্রদানসহ আদালতে বক্তব্য উপস্থাপন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, অনেক সময় বিভিন্ন অপারেটরের নিকট হতে তাদের Non-Compliance এর জন্য জরিমানা বাবদ কমিশনের পক্ষে অর্থ আদায়ের জন্য Public Demands Recovery Act, 1913 অনুযায়ী সার্টিফিকেট মামলা দায়ের ও সক্রিয়ভাবে পরিচালনা এই শাখা হতে করা হয়। এছাড়াও কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করা হলে তাতেও কমিশনের নিয়োগকৃত আইনজীবীর পাশাপাশি কমিশনের সহকারী পরিচালক থেকে শুরু করে পরিচালক (লিগ্যাল) সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ আদালতে সামগ্রিক তথ্য ও বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে মামলা পরিচালনা করেন। ফলে বিজ্ঞ আদালত বিভিন্ন দেওয়ানী মামলায় সুষ্ঠুভাবে শুনানী সম্পন্ন করে এখন পর্যন্ত সর্বদাই কমিশনের পক্ষে রায় প্রদান করেছেন।

ক্রমিক নং	অর্থবছর	কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	কমিশনের পক্ষে মামলা সংখ্যা	কমিশনের বিপক্ষে মামলা সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা	কমিশনের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত মামলা সংখ্যা	কমিশনের বিপক্ষে নিষ্পত্তিকৃত মামলা সংখ্যা
১.	২০১০-২০১১	১৪	১৪	০	১২	১২	০
২.	২০১১-২০১২	৫১	৫১	০	১৮	১৮	০
৩.	২০১২-২০১৩	২০	২০	০	১৬	১৬	০

ক্রমিক নং	অর্থবছর	কমিশনের পক্ষে/ বিপক্ষে দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	কমিশনের পক্ষে মামলা সংখ্যা	কমিশনের বিপক্ষে মামলা সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা	কমিশনের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত মামলা সংখ্যা	কমিশনের বিপক্ষে নিষ্পত্তিকৃত মামলা সংখ্যা
৪.	২০১৩-২০১৪	৩৩	৩৩	০	০৫	০৫	০
৫.	২০১৪-২০১৫	৪৮	৪৮	০	২৭	২৭	০
৬.	২০১৫-২০১৬	৩০	৩০	০	২১	২১	০
৭.	২০১৬-২০১৭	৫২	৫২	০	১৫	১৫	০
৮.	২০১৭-২০১৮	৩৬	৩৬	০	১২	১২	০
৯.	২০১৮-২০১৯	২৮	২৮	০	০৫	০৫	০
১০.	২০১৯-২০২০	১৪	১৪	০	০৫	০৫	০
১১.	২০২০-২০২১	১৯	১৯	০	০৭	০৭	০

ছক ৫.৫ : নিম্ন আদালতে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা

১০। অবৈধ ভিওআইপি সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী মামলার অভিযোগপত্র বা চূড়ান্ত রিপোর্ট-এর অনুমোদন জ্ঞাপন

কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবৈধ ভিওআইপি কার্যক্রম রোধকল্পে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৭৮ অনুযায়ী এবং সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ৬১, ৭৮ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ অনুসরণ সাপেক্ষে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৭৮(৯) অনুযায়ী এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ এর ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত রিপোর্ট জমা প্রদানের জন্য কমিশন হতে অনুমোদনপত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত বাধ্যবাধকতা যেন লংঘিত না হয় সেজন্য বাংলাদেশের সকল থানায় যোগাযোগ করে পত্র মারফত এবং আদালতের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৭৮(৯) অনুযায়ী কমিশন হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে মহাপরিচালক (লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং) প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে অবৈধ ভিওআইপি সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী মামলার কেস ডায়েরি (সিডি), সম্পূরক কেস ডায়েরি (এস, সি, ডি), অভিযোগপত্র বা চূড়ান্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে লিখিতভাবে অনুমোদন জ্ঞাপন বা প্রয়োজনীয় আইনানুগ আদেশ প্রদান করে থাকেন।

১১। উচ্চ আদালতে মামলা নিষ্পত্তিতে বিটিআরসি'র ভূমিকা

এই বিভাগ যে কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কমিশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভিন্ন ধরনের মামলা পরিচালনা করে থাকে। উল্লেখ্য যে, সাধারণত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কমিশনের আদেশে সংক্ষুব্ধ হয় তারা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে Writ of Mandamus, Writ of Certiorari এর মাধ্যমে প্রতিকার প্রার্থনা করে। এছাড়াও দায়রা আদালত কর্তৃক চার্জ গঠনের আদেশের বিরুদ্ধে ফৌজদারী রিভিশন দায়ের এর মাধ্যমে প্রতিকার প্রার্থনা করে থাকে। উক্ত মামলাসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এই বিভাগ সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ কমিশনের পক্ষে affidavit in opposition প্রস্তুত করে এবং মামলার রুল শুনানী বা আদেশের জন্য প্রস্তুত হলে নিয়োগকৃত ল-চেম্বারের মাধ্যমে শুনানিতে সরাসরি সংশ্লিষ্ট থাকে। এছাড়া প্রাথমিক কাজসমূহ যেমন affidavit in opposition

দাখিল করার জন্য ক্ষমতা অর্পণ পত্র, ওকালতনামা এবং নোটিশ প্রস্তুত করাসহ সংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে ল'ফার্মকে সরবরাহ ও তা ব্যাখ্যা করে থাকে। প্রয়োজনে আদালতে উপস্থিত হয়ে কারিগরি মতামত প্রদান করা হয়। ফলে এখন পর্যন্ত মাননীয় আদালত ৮৭.৫৬% রীট মামলায় কমিশনের পক্ষে রায় প্রদান করেছেন।

১২। প্রশাসনিক জরিমানা

কোন লাইসেন্সধারী লাইসেন্সের কোন শর্ত অথবা নির্দেশনা অথবা আইন/প্রবিধানের কোন বিধান লংঘন করলে এই বিভাগ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ৩১(ঠ), ৪৬(৩)(গ), ৪৬(৩)(ঘ), ৬৩(৩), ৬৪(৩), ৬৫ ধারা এবং সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের শর্তানুযায়ী উক্ত লাইসেন্সধারীকে তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করে। যদি লাইসেন্সধারীর বক্তব্য সন্তোষজনক না হয়, তা হলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারীর উপর প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি কমিশনের সামনে উত্থাপন করা হয়। কমিশন আইনের বিধান অনুযায়ী প্রশাসনিক জরিমানা আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কমিশনের লিগ্যাল ও লাইসেন্সিং বিভাগ হতে প্রশাসনিক জরিমানা সংশ্লিষ্ট কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়।

১৩। বিরোধ নিষ্পত্তি

যদি কোন পরিচালনকারী অথবা কোনো গ্রাহক অন্য কোন অপারেটর সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত কারণে কমিশনের বরাবরে অভিযোগ করে, কমিশন থেকে সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অভিযোগ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে বর্ণিত অভিযোগ সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, এই বিভাগ সংশ্লিষ্ট অপারেটরদেরকে আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ডেকে পাঠাতে পারে। কমিশনের লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ৩১(২)(চ) এবং ৩১(২)(দ) ধারা, The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Interconnection) Regulations, 2004 এর প্রবিধান-১০ এবং সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের শর্তানুযায়ী কমিশন উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপারেটরদের কমিশনের সিদ্ধান্ত মান্য করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কমিশনে বর্তমানে কয়েকটি অপারেটরের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় রয়েছে।

লাইসেন্সিং শাখা

টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির ছোঁয়ায় ক্রমান্বয়ে বদলে গেছে দেশ, যা নিঃসন্দেহে দিনবদলের প্রধান নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে লাইসেন্সিং শাখার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। লিগ্যাল এণ্ড লাইসেন্সিং বিভাগের অন্তর্ভুক্ত লাইসেন্সিং শাখা কমিশনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা। টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত সকল লাইসেন্স এ শাখা হতে ইস্যু করা হয়। কমিশনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশের টেলিযোগাযোগ সেक्टरের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে লাইসেন্সিং শাখা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুশৃঙ্খল উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ৩৬ এর বিধান অনুসরণপূর্বক এ শাখা হতে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সময় সময় বিডিং/অকশন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্স এবং সারা বছর উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্স ইস্যু করা হয়ে থাকে। এছাড়াও লাইসেন্স ইস্যুর পাশাপাশি এ শাখা হতে কলসেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ও টেলিকম ভ্যালু এডেড সার্ভিসেস রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়ে থাকে। লাইসেন্সিং শাখা হতে নতুন লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে গাইডলাইন প্রণয়ন, পত্রিকা ও ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রদান, নতুন লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্র গ্রহণ, আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন, পরিদর্শন, লাইসেন্স ইস্যুকরণ, পুনঃবৈধকরণ, নবায়ন, স্থগিতকরণ, বাতিলকরণ, সমর্পণ, সংশোধন, পরিবর্তন, একীভূতকরণ, গাইডলাইন ও লাইসেন্সের শর্তাবলী সংশোধন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

১। লাইসেন্সিং শাখার কার্যক্রম

লাইসেন্সিং শাখা যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে তা সংক্ষিপ্তরূপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

- (ক) লাইসেন্সিং সংশ্লিষ্ট সকল সিদ্ধান্ত কমিশনের পক্ষে বাস্তবায়ন করা;
- (খ) বিডিং/অকশন পদ্ধতিতে প্রদত্ত লাইসেন্সসমূহের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে লাইসেন্সের প্রস্তাবনা আহবান করা;
- (গ) লাইসেন্সের আবেদন প্রস্তাব জমা রাখা এবং আবেদনপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা;
- (ঘ) লাইসেন্সের মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- (ঙ) মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক লাইসেন্স প্রস্তুতকরণ;
- (চ) সকল প্রকার লাইসেন্স ইস্যু করা;
- (ছ) সকল লাইসেন্স নবায়ন করা;
- (জ) লাইসেন্সের বাৎসরিক এনডোর্সমেন্ট এর আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা;
- (ঝ) লাইসেন্সের শর্তভঙ্গের কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা;
- (ঞ) কমিশন হতে প্রণয়নকৃত সকল প্রকার গাইডলাইন জারি করা;
- (ট) কমিশনের অডিট কার্যক্রমে সহায়তা করা;
- (ঠ) বাৎসরিক প্রতিবেদনসহ লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে সহায়তা করা;
- (ড) কমিশন হতে লাইসেন্স ইস্যু/বাতিল সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সমন্বয়যোগী করে সংরক্ষণ করা এবং ওয়েব সাইটে ও পত্রিকায় প্রকাশ করা;
- (ঢ) লাইসেন্সের পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন/একীভূতকরণ সংশ্লিষ্ট কমিশনের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা;
- (ণ) লাইসেন্সের শর্ত আরোপ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা;
- (ত) সরকারের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে লাইসেন্সযোগ্য বিভিন্ন ধরনের টেলিযোগাযোগ সেবা অনুমোদনের ব্যবস্থা করা;
- (থ) লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা পরিবর্তনের অনুমোদন প্রদান;
- (দ) কমিশন সভায় সিদ্ধান্তের জন্য লাইসেন্স সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যপত্র উপস্থাপন;
- (ধ) কমিশন সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন;

- (ন) বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন আদেশ জারি করা;
- (প) লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী বিভিন্ন শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক গ্যারান্টি সংরক্ষণ, কর্তন ও অবমুক্তকরণ;
- (ফ) লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;
- (ব) লাইসেন্সধারী কোম্পানির শেয়ার মূলধন হস্তান্তর, পেইড আপ ক্যাপিটাল বৃদ্ধি সংক্রান্ত আবেদন নিষ্পত্তিকরণ;
- (ভ) কোম্পানি একীভূতকরণ সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তিকরণ;
- (ম) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ সম্পন্ন করা;

২। লাইসেন্স ইস্যুকরণ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আইনের বিধান অনুসারে কমিশন হতে আইন ও সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালার সাথে সংগতি রেখে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান এর লক্ষ্যে The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Licensing Procedure) Regulations, 2004 (BTRC Regulation No.1 of 2004) প্রণয়ন করা হয়। বর্ণিত লাইসেন্সিং রেগুলেশন অনুযায়ী কমিশন হতে বিডিং/অকশন পদ্ধতিতে এবং উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে টেলিযোগাযোগ সেবার লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে।

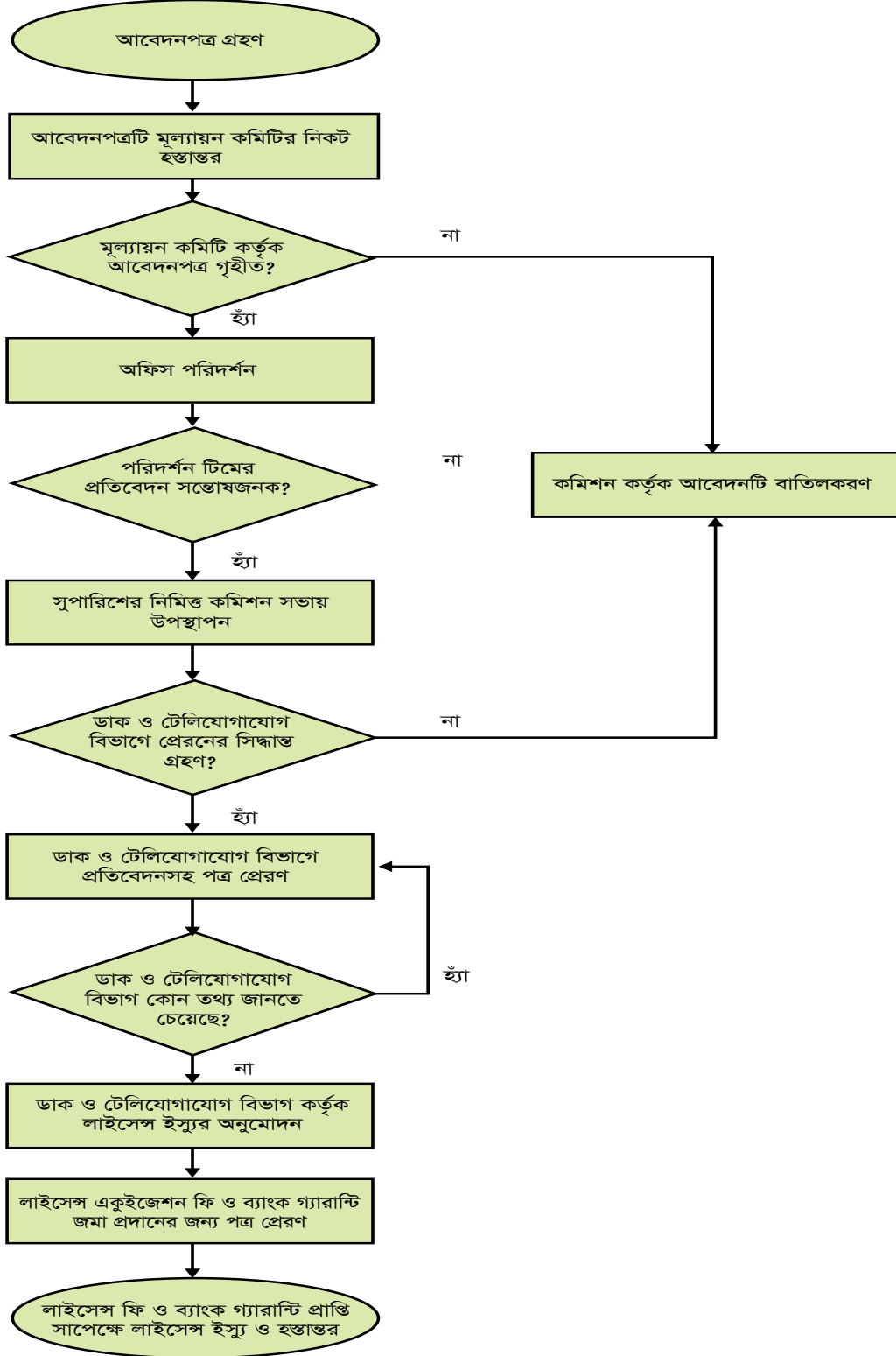
২.১। উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতি

কমিশন হতে উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি), ভেরি স্মল অ্যাপারচার টার্মিনাল (ভিস্যাট), ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিস প্রোভাইডার, ন্যাশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন), ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সার্ভিসেস (ভিটিএস), ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ লাইসেন্স এবং কল সেন্টার ও টেলিকম ভ্যালু এডেড সার্ভিসেস (টিভ্যাস) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এ সকল লাইসেন্সের আবেদনপত্র পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন কমিটি লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্রসমূহ মূল্যায়ন করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিশন বরাবর জমা প্রদান করে। এছাড়াও প্রয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কমিটির সদস্যগণ সরেজমিনে আবেদনকারীর স্থাপনা পরিদর্শন করে আইনের বাধ্যবাধকতা সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে কমিশনে একটি প্রতিবেদন জমা প্রদান করে। উক্ত প্রতিবেদনসমূহ বিশ্লেষণ করে কমিশনের অনুমোদনক্রমে লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে সরকারের পূর্বানুমোদনের জন্য কমিশন হতে সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। সরকারের পূর্বানুমোদন পাওয়ার পর কমিশন হতে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স ইস্যু করা হয়।

নিম্নে কমিশন হতে উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত লাইসেন্সসমূহ চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :



চিত্র ৫.১: উন্মুক্ত পদ্ধতিতে প্রদত্ত লাইসেন্সসমূহ

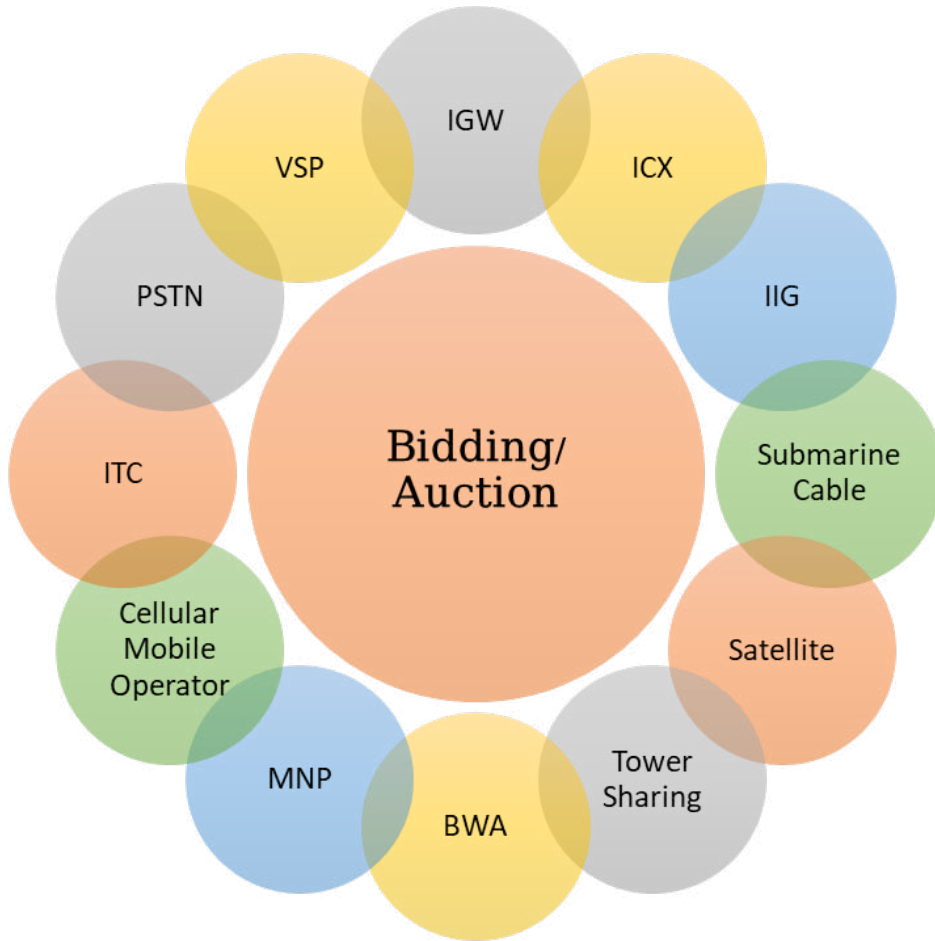


চিত্র ৫.২: উনুজ্জ লাইসেন্সিং পদ্ধতি

২.২। বিডিং/অকশন লাইসেন্সিং পদ্ধতি

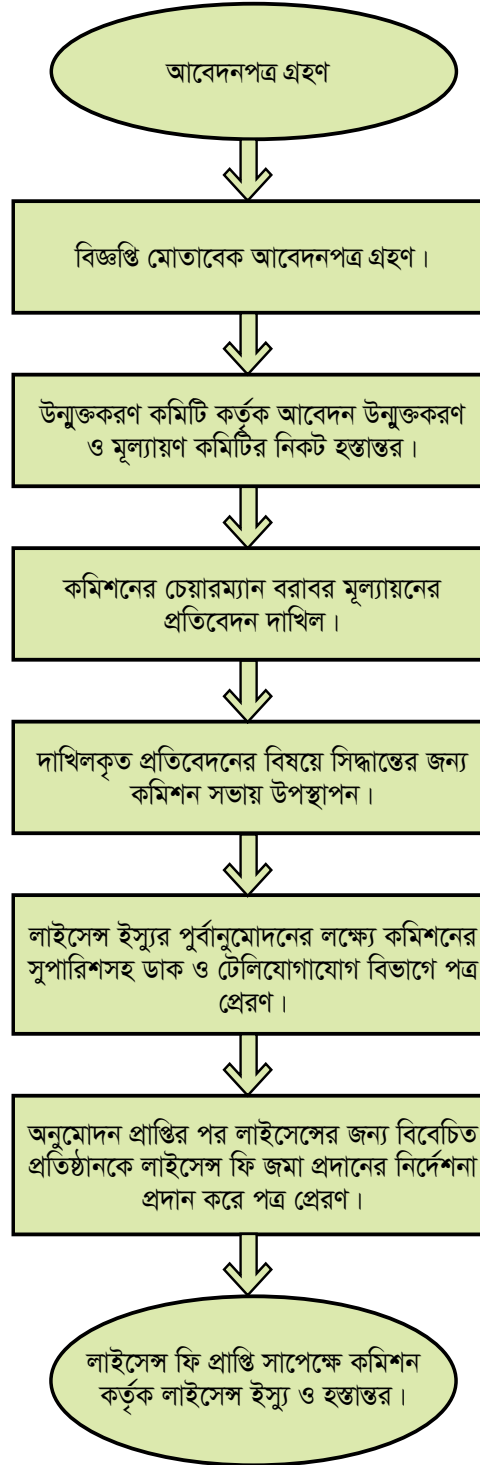
যে সকল লাইসেন্স সীমিত/নির্ধারিত সংখ্যক ইস্যু করা প্রয়োজন সে সকল লাইসেন্স বিডিং/অকশন পদ্ধতিতে লাইসেন্সিং গাইডলাইন প্রণয়নপূর্বক প্রদান করা হয়। প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেক ধরনের লাইসেন্স ইস্যুকরণের পূর্বে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যথাযথ বাছাই ও পরীক্ষা করণের জন্য কমিশন হতে মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়। সকল লাইসেন্সের আবেদন সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যোগ্য আবেদনকারীদের বিষয়ে তাদের সুপারিশ কমিশন বরাবর পেশ করে। এই শাখা হতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক উক্ত মতামত/সুপারিশ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করে সরকারের পূর্বানুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দেশের সীমিত এবং দূর্লভ সম্পদ হিসেবে স্পেকট্রাম সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান লাইসেন্সসমূহ বিডিং অথবা অকশনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে সরকারের যথাযথ অনুমোদন নিয়ে কমিশন অনুমোদিত গাইডলাইনে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অকশন কার্যক্রম সম্পন্ন করে।

নিম্নে কমিশন হতে বিডিং/অকশন লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত লাইসেন্সসমূহ চার্টের মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো :



চিত্র ৫.৩: বিডিং/অকশন পদ্ধতিতে প্রদত্ত লাইসেন্সসমূহ

বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (বিডিং/ অকশন লাইসেন্সিং পদ্ধতির জন্য)



চিত্র ৫.৪: বিডিং/অকশন লাইসেন্সিং পদ্ধতি

কমিশনের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্স প্রদানের লক্ষ্যে কার্যকর গাইডলাইনসমূহের তালিকা নিম্নরূপ :

PSTN	Regulatory and Licensing Guidelines for PSTN Generic Form of PSTN Licence Application Information and Prescribed Licence Application Form, 2004	
Central Zone PSTN	Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Proposals/Offer for Issuing Zonal Licence to Private Operator for Establishing, Operating and Maintaining PSTN Services in Central Zone, Bangladesh	BTRC/LL/Central Zone/ PSTN(227)/2006-1916, Dated: 23-03-2006
PSTN Conversion	Zonal PSTN License থেকে National License এ Conversion করার পদ্ধতি ও সম্ভাব্য শর্তাবলী	BTRC/LL/PSTN Conversion (235)/2006-2996, Dated: 04-07-2007
BWA	Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Proposals/Offer for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining Broadband Wireless Access Services in Bangladesh	BTRC/LL/BWA(275)/2008-1033, Dated: 06-08-2008
NTTN	Regulatory and Licensing Guidelines for Nationwide Telecommunication Transmission Network	BTRC/LL/NTTN(307)/2008-1346, Dated: 30-11-2008
VTS	Regulatory and Licensing Guidelines (Amended) for issuing License for Establishing, Operating and Maintaining Vehicle Tracking Service in Bangladesh	BTRC/LL/Vehicle Tracking(311)/2008-277, Dated: 26-04-2009
IPTSP	Amended Regulatory and Licensing Guidelines for Internet Protocol Telephony Service Provider License	BTRC/LL/IP Telephony(276)/2008-260(1), Dated: 04-06-2009
ITC	Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Offers/Proposal for Issuing License to Build, Operate and Maintain International Terrestrial Cable (ITC) Systems and Services in Bangladesh	BTRC/LL/ITC(369)/2011-178, Dated: 31-03-2011
Submarin Cable	Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Offers/Proposal for Issuing License to Build, Operate and Maintain Submarine Cable Systems and Services in Bangladesh	BTRC/LL/SC(270)/2008-177, Dated: 31-03-2011

Infrastructure Sharing	Amended Guidelines for Infrastructure Sharing	BTRC/LL/INF-SHARING (304)/2008-447, Dated: 07-07-2011
2G Cellular Mobile (Renewal)	Regulatory and Licensing Guidelines for Renewal of Cellular Mobile Phone Operator License for Establishing, Operating and Maintaining Cellular Mobile Phone Systems and Services in Bangladesh	BTRC/LL/Mobile/License Renewal (342)/2009-563, Dated: 11-09-2011
ICX	Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Proposals/Offer for Issuing License for Interconnection Exchange (ICX) Services Establishing, Operating and Maintaining in Bangladesh	BTRC/LL/ICX(384)/2011-700, Dated: 20-10-2011
IIG	Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Proposals/Offer for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining International Internet Gateway (IIG) Services in Bangladesh	BTRC/LL/IIG(385)/2011-701, Dated: 20-10-2011
NIX	Regulatory and Licensing Guidelines for issuing License to National Internet Exchange in Bangladesh	BTRC/LL/NIX(387)/2011-845, Dated: 27-06-2012
VSP	Regulatory and Licensing Guidelines for issuing License to VoIP Service Provider (VSP) in Bangladesh	BTRC/LL/VSP(392)/2012-889, Dated: 22-07-2012
3G	Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Proposals/Offer for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining 3G Cellular Mobile Phone Services in Bangladesh	BTRC/LL/3G Guideline(394)/ Part-1/2012-148, Dated:14-02-2013
Call Center	Instruction for Issuance of Registration Certificate for the Operation of BPO/Call Center (International/Domestic)	BTRC/LL/Call Center/Licensing Procedure(268)2008-967, Date: 18-09-2013
MNP	Regulatory and Licensing Guidelines for Mobile Number Portability Services in Bangladesh	14.32.0000.007.81.013.17.1185, Dated: 24-07-2017
4G/LTE	Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Proposals/Offer for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining 4G/LTE Cellular Mobile Phone Services in Bangladesh	14.32.0000.007.51.081.17.1592, Date: 04-12-2017

2100, 1800 and 900 MHz Bands Spectrum Auction	Guidelines for Invitation To Proposal/Offer for Assignment of Spectrum From 2100, 1800 and 900 MHz Bands To Cellular Mobile Phone Service Operators and Issuing Radio Communications Apparatus License In Bangladesh	14.32.0000.007.51.061.15.1593, Date: 04-12-2017
Tower Sharing	Regulatory and Licensing Guidelines for issuing License for Tower Sharing in Bangladesh	14.32.0000.007.81.014.15.480 Dated: 01-04-2018
TVAS	Regulatory Guidelines for Issuance of Registration Certificate for Providing Telecommunication Value Added Services (TVAS) In Bangladesh	14.32.0000.702.51.001.18.921, Date: 31-05-2018
IGW	Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Offers/ Proposals for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining International Gateway (IGW) Services in Bangladesh	14.32.0000.702.42.001.18.1747, Dated: 19-09-2018
ISP	Regulatory and Licensing Guidelines for Internet Service Provider (ISP) in Bangladesh	14.32.0000.007.55.101.15.613, Date: 15-12-2020

৩। কমিশন হতে ইস্যুকৃত লাইসেন্সসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৩০ জুন, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত)

- ক. **International Gateway (IGW) Service** : আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী ও বর্হিগামী বৈধ পথে কল পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। কমিশন হতে বর্তমানে ইস্যুকৃত IGW লাইসেন্সের সংখ্যা মোট ২৪ (চব্বিশ) টি।
- খ. **Interconnection Exchange (ICX) Service** : আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ কল ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। কমিশন হতে ইস্যুকৃত ICX লাইসেন্সের সংখ্যা মোট ২৬ (ছাব্বিশ) টি।
- গ. **International Internet Gateway (IIG) Service** : ইন্টারনেট ব্যন্ডউইথ এর সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য এবং গ্রাহকদের ইন্টারনেট ব্যবহারের বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা করার জন্য এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। কমিশন হতে ইস্যুকৃত IIG লাইসেন্সের সংখ্যা মোট ৩০ (ত্রিশ) টি।
- ঘ. **Broadband Wireless Access (BWA) Service** : তারবিহীন উচ্চ গতিসম্পন্ন ডাটা সার্ভিস প্রদান এবং গ্রাম বাংলাকে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের সাথে সংযুক্ত করার জন্য এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। কমিশন হতে ইস্যুকৃত BWA লাইসেন্সের সংখ্যা মোট ৩ (তিন) টি।
- ঙ. **International Terrestrial Cable (ITC) Service** : দেশের স্থলপথে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশের সাথে এবং এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সুপার হাইওয়ে অর্থাৎ সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে সংযোগ স্থাপন করা। উহার মাধ্যমে ডাটা এবং ভয়েস সার্ভিসেস এর প্রয়োজনাতিরিক্ত সংযোগ স্থাপন করে বিরতিহীনভাবে টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত করা যায়। কমিশন হতে ইস্যুকৃত ITC লাইসেন্সের সংখ্যা মোট ৭ (সাত) টি।
- চ. **Public Switched Telephone Network (PSTN) Service** : সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিসের পাশাপাশি ফিক্সড ফোন সেবা মানুষের দোড়-গোঁড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় তারের মাধ্যমে

এবং ডব্লিউ এলএল পদ্ধতি ব্যবহার করে জনগণকে তারবিহীন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করা হয়। ইতোপূর্বে কমিশন হতে কয়েকটি লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে এবং কয়েকটি অপারেটর তাদের লাইসেন্স সমর্পণ করেছে। তাছাড়া অবৈধ কল টার্মিনেশনের কারণে ২০১০ সালে মোট ৫টি পিএসটিএন অপারেটর এর লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছিল। তবে সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩ টি পিএসটিএন অপারেটর যথাঃ রয়াক্সস টেলিকম লি., ন্যাশনাল টেলিকম লি. এবং ওয়ার্ল্ড টেল বাংলাদেশ লি. এর লাইসেন্স বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং বাকি ২টি অপারেটর যথাঃ ঢাকা টেলিফোন কোম্পানি লি. এবং পিপলস্ টেলিকমিউনিকেশন এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস লি. কর্তৃক সরকার প্রদত্ত শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হবার কারণে উক্ত কোম্পানিসমূহের লাইসেন্স বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করার সুযোগ স্থগিত করা হয়েছে। বর্তমানে PSTN লাইসেন্সের সংখ্যা মোট ১১ (এগার) টি।

ছ. **Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) Service** : সারাদেশে একটি সাধারণ ও একক টেলিযোগাযোগ সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য NTTN লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। কমিশন হতে ইস্যুকৃত NTTN লাইসেন্সের সংখ্যা মোট ৬ (ছয়)টি।

জ. **Vehicle Tracking Service (VTS) License** : এ পদ্ধতি ব্যবহার করে সারাদেশের সকল প্রকার যানবাহনের অবস্থান মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানা সম্ভব। এক্ষেত্রে জিপিএস সিস্টেম এবং সেলুলার মোবাইল ফোন সিস্টেম এর প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। কমিশন হতে ইস্যুকৃত Vehicle Tracking লাইসেন্সের মধ্যে বর্তমানে কার্যকর লাইসেন্সের সংখ্যা মোট ৪২(বিয়াল্লিশ) টি এবং VTS Service Approval এর সংখ্যা ৩ (তিন) টি।

ঝ. **Internet Protocol Telephony Service Provider (IPTSP) License** : ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি যা সহজভাবে IP Telephony নামে পরিচিত বর্তমান সময়ে সাশ্রয়ী উপায় যার মাধ্যমে ভয়েস কলকে ডাটা প্যাকেট আকারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সঞ্চারিত করা যায়। কমিশন হতে ইস্যুকৃত IPTSP লাইসেন্সের সংখ্যা মোট ৪২(বিয়াল্লিশ) টি।

ঞ. **Internet Service Provider (ISP) License** : ISP অপারেটররা প্রান্তিক গ্রাহক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ডায়াল আপ, ক্যাবল, ওয়্যারলেস ও ডিএসএল ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন, ডাটা কানেক্টিভিটি এবং অন্যান্য সেবা যেমন ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন, ওয়েব ডিজাইন, ওয়েব হোস্টিং, ম্যানেজড নেটওয়ার্ক সল্যুশন, নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি সল্যুশন, ডিএনএস পার্কিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, ই-মেইল হোস্টিং ইত্যাদি সেবা প্রদান করে আসছে। কমিশন হতে ইস্যুকৃত ISP লাইসেন্সের সংখ্যা মোট ২০০৪ (দুই হাজার চার) টি।

ট. **Call Center Registration Certificate** : কলসেন্টার এর সাহায্যে অন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ পদ্ধতি এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করে তথ্য আদান প্রদান, ব্যবসা পরিচালনা, বিপণন ইত্যাদি সেবা গ্রহণ ও প্রদান করা যায়। কলসেন্টার বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য এক নতুন দিগন্তের সূচনায় বাংলাদেশে কলসেন্টারের যাত্রা শুরু হয় ২০০৮ সালে। সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন হতে কল সেন্টার সেবাকে টেলিকম সেবার আওতা মুক্ত রেখে শুধু রেজিস্ট্রেশন করে উক্ত সেবা প্রদানের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরির কল সেন্টার সেবা দেয়ার জন্য ২১২ (দুইশত বারো) প্রতিষ্ঠানকে কমিশন হতে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, উক্ত সিদ্ধান্তের ফলে দেশে সকল প্রকারের কল সেন্টারের বিকাশ ঘটবে এবং বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি উহা দেশের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক অবদান রাখবে।

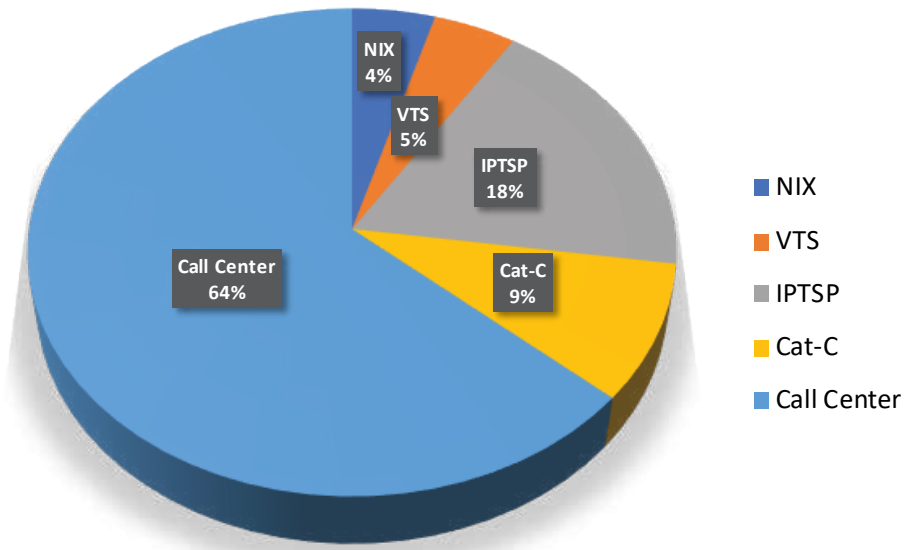
ঠ. **National Internet Exchange (NIX)** : ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ হচ্ছে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের নিরপেক্ষ মিলন স্থল। NIX প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো ঘরোয়া (Domestic) ইন্টারনেট ট্রাফিকসমূহের গমনাগমন নিশ্চিত করা। NIX স্থানীয় কনটেন্ট এর উন্নয়ন, ওয়েব হোস্টিং এবং অভ্যন্তরীণ ট্রাফিকের গমনাগমন সহজতর করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথ এবং বিদেশি মুদ্রার সাশ্রয় নিশ্চিত করে। কমিশন হতে ইস্যুকৃত NIX লাইসেন্স-এর সংখ্যা ৯ (নয়) টি।

- ড. **Telecommunication Value Added Services (TVAS) :** বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ মূল্য সংযোজন সেবা (TVAS) প্রদানের ক্ষেত্রে নিবন্ধন সনদ জারির জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১, ধারা-৩১ এর বিধান অনুযায়ী “Regulatory Guidelines for Issuance of Registration Certificate for Providing Telecommunication Value Added Services (TVAS) in Bangladesh” গাইডলাইনটি গত ২৫-০৩-২০১৮ তারিখে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে কমিশন হতে ইস্যু করা হয়। মোবাইল ফোন প্রযুক্তি উদীয়মান অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। টেলিকম শিল্পে, টেলিকম মূল্য সংযোজন সেবা (TVAS) কে ভয়েস, এসএমএস ও ডাটা বুঝানো হয়েছে। এসএমএস, ইউএসডি, আইভিআর ও স্মার্ট ফোন এপিপিএস এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত রিং ব্যাক টোনস যে কোনো সেবা যা উত্তরের অপেক্ষায় থাকার সময় শুনার জন্য তাদের কলারদের গান চালাতে ব্যবহারকারীদেরকে সক্ষম করে, গান, সংবাদ এবং স্পোর্টস বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত। উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশসমূহে পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, টেলিযোগাযোগ প্রবৃদ্ধির প্রথমার্ধের পরে নন ভয়েস সার্ভিসেস উক্ত সেক্টরের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান চালক হয়ে পড়েছে। অসংখ্য অ্যাপ্লিকেশন সেবা যেমন-গেমিং, ভিডিও ও অডিও প্রবাহ, স্টক কোর্টস, সংবাদ, ক্রিকেট আপডেট, টেলি- ভোটিং-চ্যাটিং ইত্যাদি জনপ্রিয় হচ্ছে; প্রত্যেক সেবার বিষয়বস্তু, মূল্য ও চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এবং ভোক্তাদের জন্য যা বিভিন্ন বিভাগে উপযোগী করা হয়। হাই ব্যান্ডউইথ মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট সার্ভিস, মোবাইল টিভি, অনলাইন গেমিং এবং উপযোগিতা কৌশল পদ্ধতি যেমন-ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স, ই-এডুকেশন, ই-হেলথ এখন জনপ্রিয় অ্যাপ্লিকেশন। স্বচ্ছতা, ন্যায়, বৈষম্যহীনতা এবং অন্যান্য সকল প্রাসঙ্গিক নীতিমালার যথাযথ বিবেচনায়; সাধারণ জনগণের কাছে নিরাপদ, উপযোগী, দক্ষ, সার্বজনীন এবং নাগালের মধ্যে টেলিযোগাযোগ VAS সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে গাইডলাইনটি প্রস্তুত করা হয়। এর ফলে বিচিত্র এবং উদ্ভাবনীমূলক টেলিযোগাযোগ ব্যবসার জন্য স্থানীয় টেলিযোগাযোগ/আইসিটি শিল্প উদ্যোগের প্রণোদনা ও চালিকাশক্তি হিসাবে ইহা অবদান রাখবে। একইসাথে সফটওয়্যার/অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে প্রচার ও প্রচারনা সাধিত হবে এবং টেলিযোগাযোগভিত্তিক আইটি সমর্থিত সেবার রপ্তানী বৃদ্ধিসহ দেশেও এসব সেবার জন্য বাজার সৃষ্টি হবে। নতুন রাজস্ব ধারা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে TVAS গাইডলাইন অনুযায়ী কমিশন হতে ইতোমধ্যে ১৮৩ (একশত তিরিশ) টি প্রতিষ্ঠানকে Registration Certificate প্রদান করা হয়েছে।
- ঢ. **VoIP Service Provider (VSP) :** ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল অর্থ কোন ইন্টারনেট বা ইন্টারনেট প্রটোকল নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে কথোপকথন চালানার পদ্ধতি। এতে ভয়েস-ডাটা প্রচলিত Dedicated Circuit Switched Voice Transmission লাইনের পরিবর্তে প্যাকেট সুইচড নেটওয়ার্ক এর মধ্য দিয়ে সম্বলিত হয়। কমিশন হতে ইস্যুকৃত VSP লাইসেন্সের সংখ্যা ৭৫৬ (সাতশত ছাপান্ন) টি। লাইসেন্স ইস্যুর পর কমিশন হতে VSP অপারেটরসমূহকে বিভিন্ন IGW অপারেটরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও VSP অপারেটরসমূহের সু-শৃঙ্খল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিশন হতে ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে একই সাথে মেয়াদ উত্তীর্ণ লাইসেন্স নবায়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ণ. **Tower Sharing License :** প্রযুক্তিগত উপায় সহজলভ্য, অনিয়ন্ত্রিতভাবে গড়ে উঠা টেলিযোগাযোগ ব্যবসা রোধকল্পে এবং টেলিযোগাযোগ খাতের বিকাশ ও সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১, ধারা-৩১ এর বিধান অনুযায়ী “Regulatory and Licensing Guidelines for issuing License for Tower Sharing in Bangladesh” গাইডলাইনটি সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হতে গত ০১-০৪-২০১৮ তারিখে ইস্যু করা হয়। টাওয়ার স্থাপনা বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, টাওয়ার সংক্রান্ত রিসোর্সের যথাযথ ব্যবহার হ্রাস ছাড়াও বিভিন্ন অপারেটরের পৃথক পৃথক স্থাপিত মোবাইল টাওয়ার হতে স্থানীয় মানুষের ওপর রেডিয়েশনের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবাদী জমির ওপর টাওয়ার স্থাপন করার ফলে আবাদী জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে, বিদ্যুৎ সংযোগের চাহিদার ওপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে ইত্যাদি। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায়, নতুন রাজস্ব ধারা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে Tower Sharing গাইডলাইন অনুযায়ী কমিশন হতে ০৪ (চার) টি প্রতিষ্ঠানকে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

৪। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রদত্ত লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য

কমিশন ২০২০-২০২১ অর্থবছরে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স ইস্যু করেছে, যথাঃ ভেহিকেল ট্র্যাকিং সার্ভিসেস, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিস প্রোভাইডার, কল সেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি। গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কমিশন হতে বিভিন্ন প্রকারের মোট ২২টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	লাইসেন্সের নাম/ ধরন	ইস্যুকৃত লাইসেন্সধারীর সংখ্যা
১.	ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ (এনআইএক্স)	০১
২.	ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সার্ভিসেস (ভিটিএস)	০১
৩.	ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিস প্রোভাইডার (আইপিটিএসপি)	০৪
৪.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- ক্যাটাগরি সি	০২
৫.	কল সেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট	১৪
	সর্বমোট=	২২



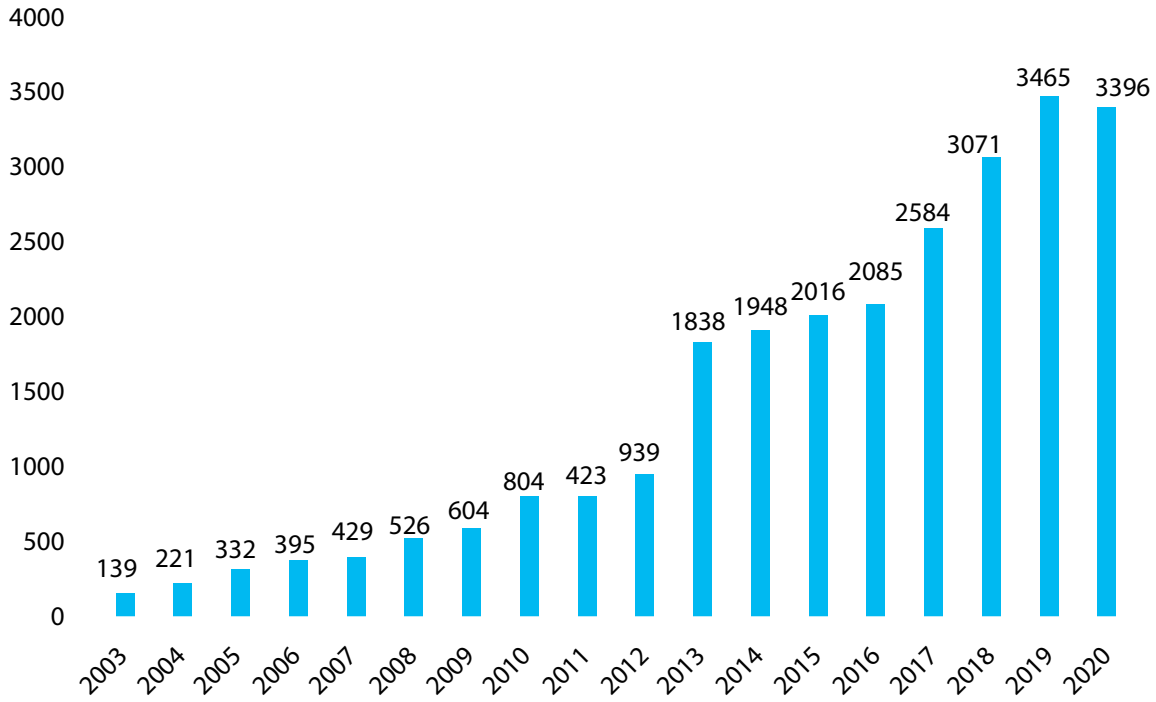
লেখচিত্র ৫.৪ : ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্সসমূহের শতকরা হার

৫। বর্তমানে কার্যকর বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্সের বিবরণ

ছক ৫.৪: ৩০ জুন, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্সের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো :

SI No.	Category of License	Licensee
1.	International Gateway (IGW) Services	24
2.	Interconnection Exchange (ICX) Services	26
3.	International Internet Gateway (IIG) Services	34
4.	Mobile Number Portability (MNP)	01
5.	Broadband Wireless Access (BWA)	03
6.	Cellular Mobile Telecom Operator	05
7.	3G Cellular Mobile Phone Services Operator	04
8.	4G/LTE Cellular Mobile Phone Services Operator	04
9.	International Terrestrial Cable (ITC) Services	07
10.	Tower Sharing License	04
11.	Public Switched Telephone Network (PSTN) Operator [National: 04, Zonal: 06, Rural: 01]	11
12.	VoIP Service Provider	756
13.	Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) Service Provider	06
14.	National Internet Exchange (NIX)	09
15.	Vehicle Tracking Services [Service License: 42, Service Approval: 03]	45
16.	Internet Protocol Telephony Service Provider – Nationwide	38
17.	Internet Protocol Telephony Service Provider – Central Zone	02
18.	Internet Protocol Telephony Service Provider – Zonal [South-East: 01, South-West: 00, North-East: 01, North-West: 00]	02
19.	Internet Service Provider – Nationwide	126
20.	Internet Service Provider – Central Zone	90
21.	Internet Service Provider – Zonal [South-East:62 South-West:70, North-East: 63, North-West: 58]	253
22.	Internet Service Provider – Category A	814
23.	Internet Service Provider – Category B	125
24.	Internet Service Provider – Category C	596

SI No.	Category of License	Licensee
25.	VSAT User	12
26.	VSAT Provider	01
27.	VSAT Provider with HUB	03
28.	Telecommunication Value Added Services (TVAS) Registration Certificate	183
29.	Call Center Registration Certificate	212
Total Number of Present Licenses =		3,396



লেখচিত্র ৫.৫ : কমিশনের কার্যক্রম শুরু হতে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত বছরভিত্তিক লাইসেন্সের পরিসংখ্যান

৬। লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হস্তান্তর এবং মালিকানা একীভূতকরণ

কোন অপারেটর কমিশনের কাছে অন্য কোন অপারেটর/কোম্পানি/সত্তা এর বরাবরে শেয়ার হস্তান্তর বা উক্ত অপারেটর/কোম্পানি/সত্তা এর সাথে একীভূত হওয়ার জন্য আবেদন করলে এই বিভাগ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১-এর ধারা ৩৭(২)(ঝ) অনুযায়ী উক্ত আবেদন পরীক্ষা করে। আবেদনকারী আইনের শর্ত পূরণ করলে সেগুলো সরকারের পূর্বনুমোদনের জন্য প্রতিবেদন আকারে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সরকারের পূর্বনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্সিং শাখা এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করে।

৭। লাইসেন্স বাতিলকরণ ও স্থগিতকরণ এবং বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন আদেশ জারিকরণ

কোন লাইসেন্সধারী/অপারেটর যদি লাইসেন্সের কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়/শর্ত লঙ্ঘন করে বা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ বা তদাধীন প্রণীত কোন প্রবিধানের বিধান ভঙ্গ করে, সে ক্ষেত্রে এই বিভাগ উক্ত আইনের ধারা ৪৬ অনুযায়ী উক্ত লাইসেন্স বাতিল/স্থগিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। উক্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সরকারের পূর্বানুমোদন নিয়ে লাইসেন্সধারীকে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক কেন তার লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল করা হবে না, এই মর্মে ৩০ (ত্রিশ) দিনের সময় প্রদান করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। যদি উক্ত লাইসেন্সধারী নোটিশের উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হয় বা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক হিসেবে বিবেচিত না হয়, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১-এর ধারা ৪৬ (৩) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে কমিশন উক্ত বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এছাড়া যদি কোন লাইসেন্সধারী/পরিচালনকারী এ আইনের অথবা প্রবিধানের কোন বিধান বা লাইসেন্স বা পারমিটের আওতায় পরিচালিত ব্যবস্থা বা সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন শর্ত লঙ্ঘন করে বা ভুল তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে লাইসেন্স বা পারমিট বা কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ হাসিল করে, তবে 'কেন একটি বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন আদেশ ইস্যু করা হবে না বা উক্ত লাইসেন্স বা পারমিট বা সনদ বাতিল করা হবে না' মর্মে এই বিভাগ কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করে। যদি সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারী উক্ত নোটিশের উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হয় বা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক হিসেবে বিবেচিত না হয়, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১-এর ধারা ৬৩ (৩) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি কমিশন সভায় উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া এই বিভাগ আরোপকৃত প্রশাসনিক জরিমানা/লাইসেন্স স্থগিতকরণ/লাইসেন্স বাতিলকরণ অথবা অনুমতিপত্র বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে লাইসেন্সধারী/অপারেটরদেরকে অবহিত করে।

৮। লাইসেন্স নবায়ন

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৮ অনুযায়ী সাধারণতঃ ইস্যুকৃত লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী এবং কমিশন কর্তৃক জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি/প্রশাসনিক আদেশে ধার্যকৃত পদ্ধতিতে ফিস প্রদান সাপেক্ষে ইতোপূর্বে প্রদত্ত সেবার বিষয় বিবেচনাপূর্বক মতামত/সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কমিশন হতে বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কমিশন হতে বিভিন্ন প্রকারের মোট ১৮টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	লাইসেন্সের নাম/ ধরন	নবায়নকৃত লাইসেন্সধারীর সংখ্যা
১.	ন্যাশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন)	০১
২.	ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সার্ভিসেস (ভিটিএস)	০৪
৩.	ভেরি স্মল অ্যাপারচার টার্মিনাল (ভিস্যাট)-ইউজার	০৫
৪.	ভেরি স্মল অ্যাপারচার টার্মিনাল (ভিস্যাট)-প্রোভাইডার	০১
৫.	ভেরি স্মল অ্যাপারচার টার্মিনাল (ভিস্যাট)-প্রোভাইডার উইথ হাব	০৩
৬.	কল সেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট	০৪
সর্বমোট =		১৮

৯। লাইসেন্সের শর্তাবলী সংশোধন

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১-এর ধারা ৩৯-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কমিশন যে কোনো লাইসেন্সের যে কোনো শর্ত সংশোধন করতে পারে। কমিশন স্বীয় উদ্যোগে কোন লাইসেন্সের শর্ত সংশোধনের নির্দেশ দিলে এই বিভাগ লাইসেন্সধারীকে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণ উল্লেখপূর্বক তৎসম্পর্কে তার বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দিয়ে একটি নোটিশ প্রেরণ করে। যদি কোন বক্তব্য উপস্থাপিত হয়, এই বিভাগ হতে উক্ত পরিবর্তন/সংশোধন বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে কমিশন এই বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাছাড়া সরকার স্ব-উদ্যোগে লাইসেন্সের শর্ত সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে এবং আইনের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অপারেটরগণ যুক্তিসঙ্গত কারণে তাদের লাইসেন্সের শর্ত সংশোধনের জন্য কমিশন/সরকারের নিকট আবেদন করতে পারে।

১০। লাইসেন্সিং শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ক. **2G সেবা প্রদানের লাইসেন্স নবায়ন :** কমিশন গঠনের পর গ্রামীণফোন লিমিটেড, ওরাসকম বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড, রবি আজিয়াটা লিমিটেড এবং প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড এর সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর লাইসেন্স Revalidate করা হয়। পরবর্তীতে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড এর অনুকূলে কমিশন হতে নতুন মোবাইল অপারেটর লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। গ্রামীণফোন লিমিটেড, ওরাসকম বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড, রবি আজিয়াটা লিমিটেড এবং প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড এর সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর লাইসেন্সের মেয়াদ গত ০৯-১১-২০১১ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়ায় কমিশন হতে বর্ণিত অপারেটরসমূহের লাইসেন্স নবায়ন করে দেয়া হয়েছে।
- খ. **3G সেবা প্রদানের লাইসেন্স নবায়ন :** সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন হতে ইতোমধ্যে Grameenphone Ltd, Banglalink Digital Communications Ltd, Robi Axiata Ltd এবং Airtel Bangladesh Ltd এর অনুকূলে 3G লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় সকল উপজেলায় 3G সেবা পৌঁছে গেছে এবং সাধারণ জনগণ উক্ত সেবার সুফল ভোগ করছে।
- গ. **Mobile Number Portability Services (MNPS) :** মোবাইল নম্বর অপরিবর্তিত রেখে অন্য যেকোন মোবাইল অপারেটরের সেবা গ্রহণ করাই হলো Mobile Number Portability Services (MNPS)। সরকারের অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন হতে গত ২৪ জুলাই ২০১৭ তারিখে MNPS গাইডলাইন জারি করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৬ (ছয়)টি প্রতিষ্ঠান MNPS লাইসেন্সের গাইডলাইন ত্রুটি করে এবং ৫(পাঁচ)টি প্রতিষ্ঠান MNPS লাইসেন্সের কমিশন বরাবর আবেদন করে। মূল্যায়ন কমিটি আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে প্রাপ্ত কাগজপত্রাদি সুষ্ঠুভাবে মূল্যায়ন করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করে। আবেদন মূল্যায়ন এর জন্য গঠিত কমিটি প্রদত্ত নম্বরের ভিত্তিতে যোগ্যতার ক্রমানুযায়ী সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান Infozillion BD-Teletech Consortium এর অনুকূলে MNPS লাইসেন্স প্রদানের জন্য সুপারিশ করে। পরবর্তীতে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে গত ৩০-১১-২০১৭ তারিখে Infozillion Teletech BD Limited এর অনুকূলে একটি MNPS লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি গত ০১-১০-২০১৮ তারিখ হতে তাদের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করেছে।
- ঘ. **4G/LTE সেলুলার ফোন সার্ভিস অপারেটর লাইসেন্স :** মোবাইল টেলিকমিউনিকেশনের অন্যতম আধুনিক সংস্করণ 4G/LTE এটি সম্পূর্ণরূপে ইন্টারনেট প্রটোকলভিত্তিক একটি টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম যা গ্রাহককে Ultra-broadband mobile internet access প্রদান করে থাকে। 4G প্রযুক্তি হচ্ছে 3G প্রযুক্তির আধুনিকতর সংস্করণ। সরকারের অনুমোদন

সাপেক্ষে কমিশন হতে গত ০৪ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে Regulatory and Licensing Guidelines For 4G/LTE Cellular Mobile Phone Services In Bangladesh ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে 4G/LTE Cellular Mobile Phone Services Operator লাইসেন্সের জন্য প্রাপ্ত ৫ (পাঁচ) টি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে Teletalk Bangladesh Limited, Pacific Bangladesh Telecom Limited, Banglalink Digital Communications Limited, Grameenphone Limited এবং Robi Axiata Limited আবেদন করে। আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের আবেদন মূল্যায়নের জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক আবেদনপত্রসমূহ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এবং সংশ্লিষ্ট গাইডলাইনের বিধান অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হয় এবং কমিশনের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন সরকারের পূর্বানুমোদনের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সরকারের পূর্বানুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন হতে গত ১৯-০২-২০১৮ তারিখে Teletalk Bangladesh Limited, Banglalink Digital Communications Limited, Grameenphone Limited এবং Robi Axiata Limited এর অনুকূল 4G/LTE Cellular Mobile Phone Services Operator লাইসেন্স ইস্যু করা হয়।

৬. টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স গাইডলাইন প্রণয়ন : কমিশন হতে প্রথমে ২০০৮ সালে মূল ও পরে গত ৭ জুলাই ২০১১ তারিখে মোবাইল অপারেটরদের জন্য সংশোধিত “Amended Guidelines for Infrastructure Sharing” প্রকাশ করা হয়। উক্ত গাইডলাইন অনুযায়ী মোবাইল অপারেটরসমূহ নিজেদের অবকাঠামো পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে শেয়ার করে আসছিলো। অপারেটরসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা গেছে, বর্তমানে মোট টাওয়ার এর সংখ্যা প্রায় ২৬,৪০০ এবং এর মধ্যে Tower Sharing এর পরিমাণ মাত্র ১৫%-১৬%, যা অত্যন্ত কম বলে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, “Amended Guidelines for Infrastructure Sharing”-এ সকল ANS অপারেটরদের টাওয়ার শেয়ারিং বিষয়টিতে অনুমতি প্রদান করা হলেও কোন নির্দিষ্ট সংস্থার উপর Tower Sharing বিষয়টিতে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। টাওয়ার স্থাপনা বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, টাওয়ার সংক্রান্ত রিসোর্সের যথাযথ ব্যবহার হ্রাস ছাড়াও বিভিন্ন অপারেটরের পৃথক পৃথক স্থাপিত মোবাইল টাওয়ার হতে স্থানীয় মানুষের উপর রেডিয়েশনের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে আবাদী জমির উপর টাওয়ার স্থাপন করা হচ্ছে যাতে আবাদী জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে, বিদ্যুৎ সংযোগের চাহিদার উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে ইত্যাদি। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১, ধারা-৩১ এর মাধ্যমে “Regulatory and Licensing Guidelines for issuing License for Tower Sharing in Bangladesh” গাইডলাইনটি সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হতে ইস্যু করা হয় হয়েছে। কমিশন হতে ০৪ (চার) টি প্রতিষ্ঠানকে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কমিশন হতে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স প্রদানে নিম্নলিখিত সুফল বয়ে এনেছে :

- ❑ মোবাইল অপারেটরসমূহের CAPEX ও OPEX হ্রাস;
- ❑ টেলিকম স্থাপনাসমূহের Optimum Resource Utilization নিশ্চিতকরণ;
- ❑ সুলভ মূল্যে গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণ;
- ❑ 3G ও 4G/LTE সেবার রোল আউট দ্রুততার সাথে সম্পন্ন;
- ❑ টাওয়ার কর্তৃক সৃষ্ট রেডিয়েশন হার কমানো;
- ❑ নতুন অপারেটরের বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ;

- ❑ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- ❑ নতুন করে বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীলতা কমেছে;
- ❑ আবাদী জমিতে টাওয়ার স্থাপনের প্রবণতা কমেছে।

চ. **Telecommunication Value Added Services (TVAS) :** বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ মূল্য সংযোজন সেবা (TVAS) প্রদানের ক্ষেত্রে নিবন্ধন সনদ জারির জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১, ধারা-৩১ এর মাধ্যমে “Regulatory Guidelines for Issuance of Registration Certificate for Providing Telecommunication Value Added Services (TVAS) in Bangladesh” গাইডলাইনটি গত ২৫-০৩-২০১৮ তারিখে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হতে জারি করা হয়। অসংখ্য অ্যাপ্লিকেশন সেবা যেমন-গেমিং, ভিডিও ও অডিও প্রবাহ, স্টক কোর্টস, সংবাদ, ক্রিকেট আপডেট, টেলি-ভোটিং-চ্যাটিং ইত্যাদি জনপ্রিয় হচ্ছে; প্রত্যেক সেবার বিষয়বস্তু, মূল্য ও চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এবং ভোক্তাদের জন্য যা বিভিন্ন বিভাগে উপযোগী করা হয়। হাই ব্যান্ডউইথ মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট সার্ভিস, মোবাইল টিভি, অনলাইন গেমিং এবং উপযোগিতা কৌশল পদ্ধতি যেমন-ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স, ই-এডুকেশন, ই-হেলথ এখন জনপ্রিয় অ্যাপ্লিকেশন। স্বচ্ছতা, ন্যায় ও বৈষম্যহীনতা এবং অন্যান্য সকল প্রাসঙ্গিক নীতিমালার যথাযথ বিবেচনায়; সাধারণ জনগণের কাছে নিরাপদ, উপযোগী, দক্ষ, সার্বজনীন এবং নাগালের মধ্যে টেলিযোগাযোগ TVAS সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে গাইডলাইনটি প্রস্তুত করা হয়। এর ফলে বিচিত্র এবং উদ্ভাবনীমূলক টেলিযোগাযোগ ব্যবসার জন্য স্থানীয় টেলিযোগাযোগ/আইসিটি শিল্প উদ্যোগের প্রণোদনা ও চালিকাশক্তি হিসাবে ইহা অবদান রাখবে।

প্রযুক্তিগত উপায় সহজলভ্য, অনিয়ন্ত্রিতভাবে গড়ে ওঠা টেলিযোগাযোগ ব্যবসা রোধকল্পে এবং টেলিযোগাযোগ খাতের বিকাশ ও সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২০০৭ সালে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে International Long Distance Telecommunication Service (ILDTS) Policy, ২০০৭ প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের নীতিমালা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা ও সমস্যাাদি সযত্নে বিশ্লেষণ করে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৩ অনুসরণ করে International Long Distance Telecommunication Service (ILDTS) Policy, ২০১০ অনুমোদন ও জারি করে।

বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্পকে বাস্তবে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে ILDTS Policy, 2010 এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্পমূল্যে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা প্রদান এবং টেলিযোগাযোগ খাতে স্থানীয় উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন এ পর্যন্ত ২৯ (উনত্রিশ) টি ক্যাটাগরির ৩,৩৯৬ (তিন হাজার তিন শত ছিয়ানব্বই) টি লাইসেন্স প্রদান করেছে। তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে বাংলাদেশকে একটি দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন সরকারের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে লক্ষ্যে অর্জনে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগযোগ্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ

অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সূচনালগ্ন হতে অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ সরকারের সকল কর ব্যতীত রাজস্ব (নন-ট্যাক্স রেভিনিউ) আদায়কারী সংস্থার মধ্যে বিটিআরসি বৃহৎ রাজস্ব আদায়কারী সংস্থা হিসাবে বিগত একযুগ ধরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুনাম বজায় রেখে চলেছে, যেক্ষেত্রে অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। বিটিআরসি কর্তৃক আহরিত রাজস্ব বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সরাসরি অবদান রাখছে এবং এই অবস্থান সমুজ্জ্বল রাখতে কমিশনের অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ কমিশনের বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বাজেট প্রণয়ন, টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত সরকারি ও বেসরকারি অপারেটর হতে রাজস্ব আদায়, ব্যাংক ও তহবিল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, বেতন ভাতাদি নির্ধারণ ও পরিশোধ, ভ্রমণ সংক্রান্ত বিল প্রস্তুত ও পরিশোধ, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দাবীকৃত বিল পরিশোধ, সরকারি কোষাগারে চালানের মাধ্যমে আয়কর, ভ্যাট এবং উদ্বৃত্ত অর্থ জমা দেয়া, আয়-ব্যয়ের বিবরণী, নগদ প্রবাহ, ব্যালেন্সসীট এবং অডিট রিপোর্ট প্রস্তুতের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বিটিআরসি'র আয়ের প্রধান উৎস হলো মোবাইল, পিএসটিএন, আইজিডব্লিউ, আইসিএক্স, আইআইজি, আইএসপি ও ভিসিটিএস সহ বিভিন্ন টেলিকম অপারেটরসমূহের নিকট হতে লাইসেন্স ফি, লাইসেন্স নবায়ন ফি, রেভিনিউ শেয়ারিং এবং স্পেকট্রাম চার্জ ও সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি আদায়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে অপারেটরসমূহের সাথে যোগাযোগ/চিঠিপত্র আদান-প্রদানসহ যাবতীয় রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব এ বিভাগ পালন করে থাকে। নিম্নে এ বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হলো :

১। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আয় ও ব্যয় হিসাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

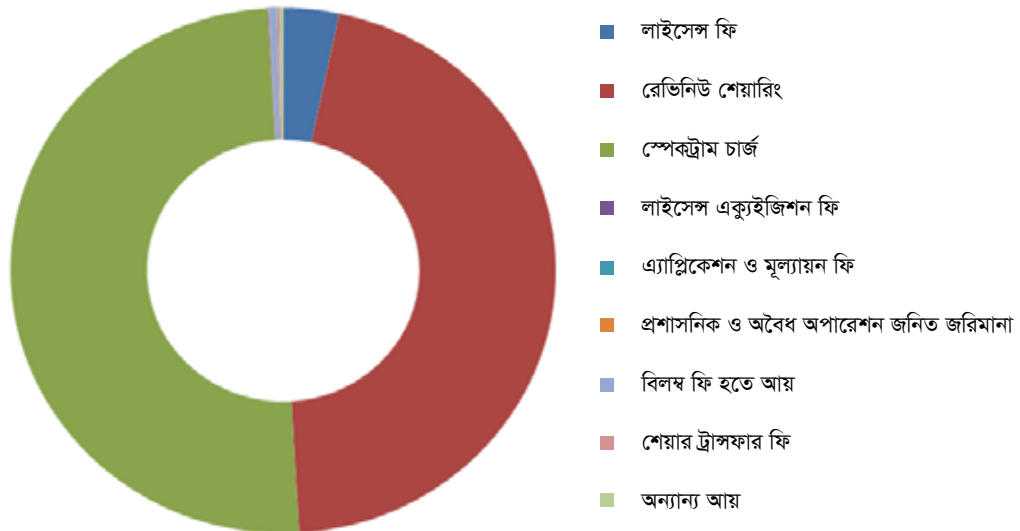
২০২০-২০২১ অর্থবছরে কমিশনের বাজেটে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২,৯৭৫.০০ কোটি টাকা। প্রশাসনিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৩৬.১৪ কোটি টাকা এবং মূলধনী ব্যয়ের লক্ষ্য মাত্রা ৪০৬.৫৭ কোটি টাকাসহ সর্বমোট রাজস্ব ব্যয়ের লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৭৪২.৭১ কোটি টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রকৃত রাজস্ব আদায় হয়েছে ৩,৮০১.০৩ কোটি টাকা। প্রশাসনিক ও রাজস্ব ব্যয় হয়েছে ১৮৯.১৩ কোটি টাকা, মূলধনী ব্যয়ের পরিমাণ ১৫.০৯ কোটি টাকা এবং বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এর ঋণ পরিশোধ বাবদ ব্যয় ৮৮.১৯ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ২৯২.৪১ কোটি টাকা। মোট ব্যয়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ উপলক্ষে গৃহীত ঋণের কিস্তি এবং আনুসঙ্গিক ব্যয় পরিশোধ বাবদ ২০৬.৯৯ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ব্যয় সংকোচন নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করায় রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ বাজেটের তুলনায় কম হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, যেখানে বাজেটে সরকারি কোষাগারে ব্যয়ের অতিরিক্ত অর্থ জমা দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২,২৩২.২৯ কোটি টাকা সেখানে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে ৩,৫০৮.৬২কোটি টাকা অর্থাৎ সরকারি কোষাগারে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১,২৭৬.৩৩ কোটি টাকা রাজস্ব বেশি জমা প্রদান করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো :

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রকৃত রাজস্ব (কোটি টাকা)
১	লাইসেন্স ফি	১২২.২০
২	রেভিনিউ শেয়ারিং	১,৭৩৯.৮৫
৩	স্পেকট্রাম চার্জ	১,৮৯৯.৪৯
৪	লাইসেন্স একুইজিশন ফি	২.২৩
৫	এ্যাপ্লিকেশন ও মূল্যায়ন ফি	০.৭৩
৬	প্রশাসনিক ও অবৈধ অপারেশন জনিত জরিমানা	১.৭৪
৭	বিলম্ব ফি হতে আয়	১৭.৩২
৮	শেয়ার ট্রান্সফার ফি	৬.১৫
৯	অন্যান্য আয়	১১.৩২
সর্বমোট		৩,৮০১.০৩

ছক ৬.১ : ২০২০-২০২১ অর্থবছরের রাজস্ব আয়

প্রকৃত রাজস্ব (কোটি টাকা)



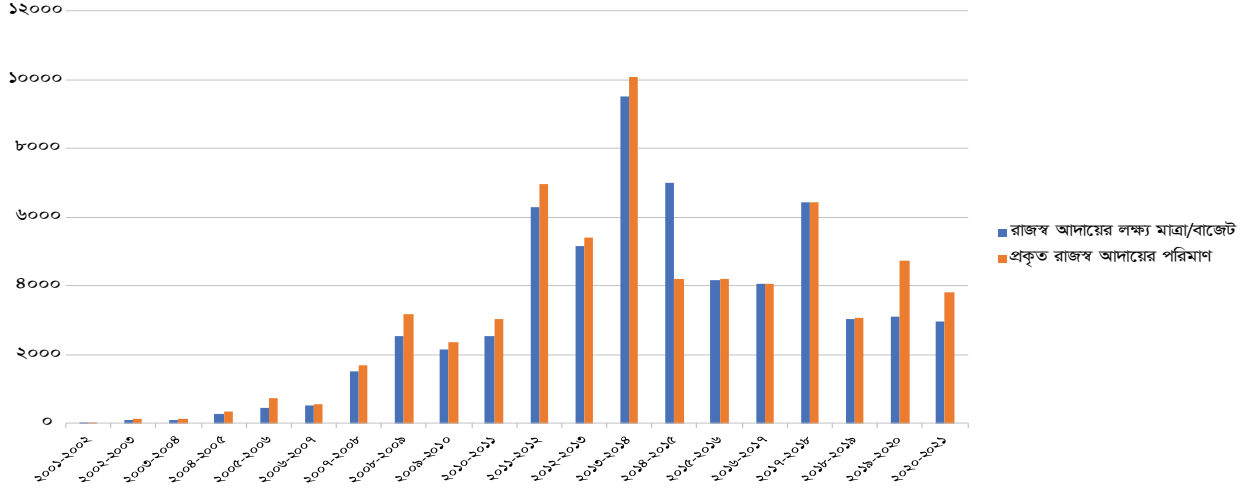
লেখচিত্র ৬.১ : ২০২০-২০২১ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের তুলনামূলক লেখচিত্র

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিটিআরসি'র রাজস্ব আদায়ের একটি তুলনামূলক বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো :

ক্রমিক নং	অর্থবছর	রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা/ বাজেট (কোটি টাকায়)	প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
০১	২০০১-২০০২	৪.২৬	৩.৪৫
০২	২০০২-২০০৩	৮৯.০০	১২০.০৭
০৩	২০০৩-২০০৪	৯১.০০	১৪৭.৮৫
০৪	২০০৪-২০০৫	২৭০.০০	৩৫৭.১৪
০৫	২০০৫-২০০৬	৪৪৯.২৫	৭৩৫.৭০
০৬	২০০৬-২০০৭	৫১২.৩১	৫৬৫.৬১
০৭	২০০৭-২০০৮	১,৫০১.৯২	১,৬৭৭.৮৫
০৮	২০০৮-২০০৯	২,৫৪৭.৬৮	৩,১৯৫.৩৮
০৯	২০০৯-২০১০	২,১৩৫.৩৫	২,৩৭০.৯৮
১০	২০১০-২০১১	২,৫৫৬.৭৪	৩,০৪৭.২৮
১১	২০১১-২০১২	৬,৩০২.৫৭	৬,৯৫৭.৭০
১২	২০১২-২০১৩	৫,১৫৯.৩২	৫,৪০৪.৬৯
১৩	২০১৩-২০১৪	৯,৪৯৭.০০	১০,০৮৫.৩৫
১৪	২০১৪-২০১৫	৭,০০০.০০	৪,২১৯.১৯
১৫	২০১৫-২০১৬	৪,১৮১.১০	৪,২০৭.৯৪
১৬	২০১৬-২০১৭	৪,০৬০.০০	৪,০৬৬.৪৮
১৭	২০১৭-২০১৮	৬,৪৪৪.৮৬	৬,৪৪৫.৩৬
১৮	২০১৮-২০১৯	৩,০২৫.০০	৩,০৫৮.৮৮
১৯	২০১৯-২০২০	৩,১০০.০০	৪,৭১৯.৮২
২০	২০২০-২০২১	২,৯৭৫.০০	৩,৮০১.০৩
মোট		৬১,৯০২.৩৬	৬৫,১৮৭.৭৫

ছক ৬.২ : প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে রাজস্ব আদায়ের একটি তুলনামূলক বিবরণী

- ২০১১-২০১২ অর্থবছরে 2G নবায়ন ও Spectrum Renewal; ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে 2G নবায়ন, 3G লাইসেন্স প্রদান ও Spectrum Assignment এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১৮০০ ও ২১০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডের তরঙ্গ বিক্রয় এবং Technology Neutrality-র জন্য রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বেশি হয়েছে।

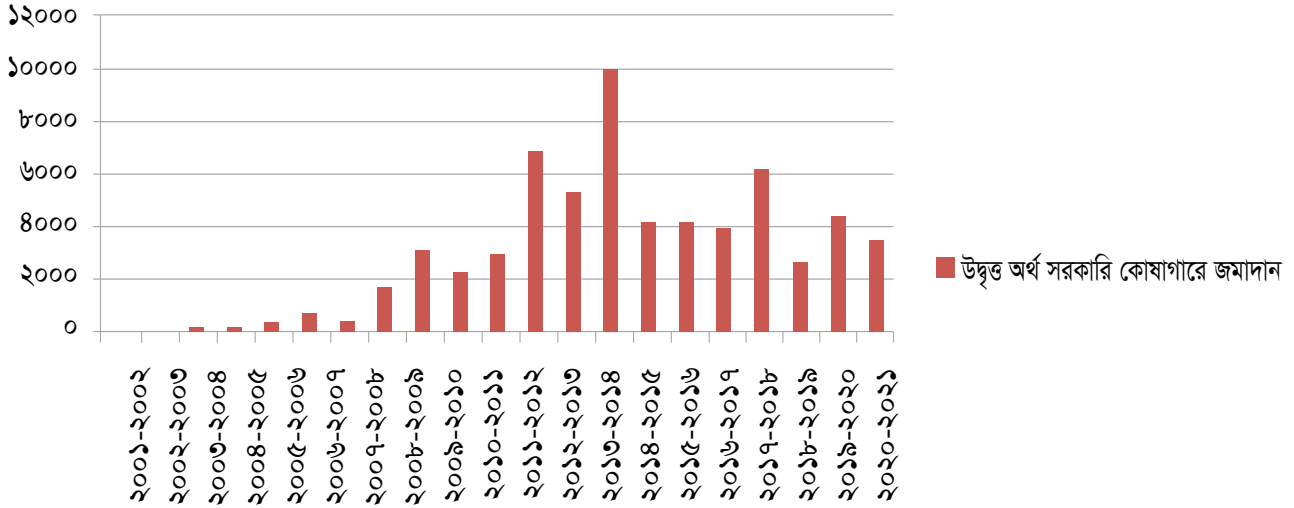


লেখচিত্র ৬.২ : রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক লেখচিত্র

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিটিআরসি'র উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদানের একটি তুলনামূলক বিবরণী নিম্নে দেওয়া হলো :

ক্রমিক নং	অর্থবছর	ব্যয়	উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদান
১	২০০১-২০০২	১.৫৪	১.৯১
২	২০০২-২০০৩	১.৬৯	১১৮.৩৮
৩	২০০৩-২০০৪	১.৭০	১৪৬.১৫
৪	২০০৪-২০০৫	৩.০২	৩৫৪.১২
৫	২০০৫-২০০৬	৩.৫০	৭৩২.২০
৬	২০০৬-২০০৭	৩.৯৪	৫৬১.৬৭
৭	২০০৭-২০০৮	২৫.৪৩	১,৬৫২.৪২
৮	২০০৮-২০০৯	৩৫.৯৭	৩,১৫৯.৪০
৯	২০০৯-২০১০	২৫.০১	২,৩৪৫.৯৭
১০	২০১০-২০১১	২৮.১২	৩,০১৯.১৬
১১	২০১১-২০১২	২৭.৮৭	৬,৯২৯.৭৯
১২	২০১২-২০১৩	৫৫.৫৯	৫,৩৪৯.১০
১৩	২০১৩-২০১৪	৪৯.৯৪	১০,০৩৫.৪২
১৪	২০১৪-২০১৫	৪২.৫৮	৪,১৭৬.৬১
১৫	২০১৫-২০১৬	৭০.৪৬	৪,১৩৭.৪৮
১৬	২০১৬-২০১৭	৭৮.৫৬	৩,৯৮৭.৯২
১৭	২০১৭-২০১৮	১৮২.৪০	৬,২৬২.৯৬
১৮	২০১৮-২০১৯	৩০০.৮৬	২,৭৫৮.০২
১৯	২০১৯-২০২০	৩১৭.৯৭	৪,৪০১.৮৫
২০	২০২০-২০২১	২৯২.৪১	৩,৫০৮.৬২
	মোট	১,৫৪৮.৫৬	৬৩,৬৩৯.১৫

উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদান



লেখচিত্র ৬.৪ : উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদানের লেখচিত্র

২। ব্যাংক ও তহবিল ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর ২১(২) ধারা অনুযায়ী কমিশনের আদায়কৃত রাজস্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের আদেশ নং- Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. 127 of 1972) এর সংজ্ঞায়িত তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখার বিধান রয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন হতে আহরিত রাজস্ব বর্তমানে চারটি সরকারি ও একটি বেসরকারি ব্যাংকে জমা করা হচ্ছে।

৩। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

৩.১। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

ক. অংশগ্রহণভিত্তিক ভবিষ্য তহবিল

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণে প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল স্কীম চালু করা হয়েছে। প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন হতে মূল বেতনের ১০% অর্থ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা হিসাবে কর্তন করা হয় এবং সমপরিমাণ অর্থ অর্থাৎ কমিশনের তহবিল হতে আরও ১০% অর্থ তাদের নিজ নিজ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল হিসাবে জমা দেয়া হয়। প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের বিধি মোতাবেক সকল প্রকার আর্থিক সুবিধা তহবিলের সদস্যগণের প্রাপ্য। সিপিএফ ব্যাংক একাউন্টে ৩০শে জুন ২০২১খ্রিঃ তারিখের স্থিতি/জমার পরিমাণ ১৮.০৭ কোটি টাকা।

খ. ট্রাস্টি বোর্ড গঠন

কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা অধ্যাদেশ, ১৯৮২ অনুযায়ী কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য যৌথবীমা ও কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল পরিচালনার জন্য কমিশন ৩ (তিন) বছর মেয়াদী ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেছে। কমিশনের একজন কমিশনারকে এ ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ড কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা অধ্যাদেশ ১৯৮২ এবং কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা বিধিমালা, ১৯৮২ অনুযায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন করবেন। ট্রাস্টি বোর্ড প্রতি অর্থবছর শেষে দুই মাসের মধ্যে কমিশনের নিকট বোর্ডের কার্যাবলী সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করবেন।

গ. অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা পরিকল্পনা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ ধারা ১৮ (৩)(ঙ) অনুযায়ী বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কর্মচারীদের অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা প্রদানের জন্য কমিশনের ৯০তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ হতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের পর প্রদেয় আনুতোষিক (Gratuity) সুবিধা দেয়ার উদ্দেশ্যে Employees Gratuity Fund গঠন করা হয়েছে। এছাড়া কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসরোত্তর পেনশন সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

৩.২। নিরীক্ষা কার্যক্রম



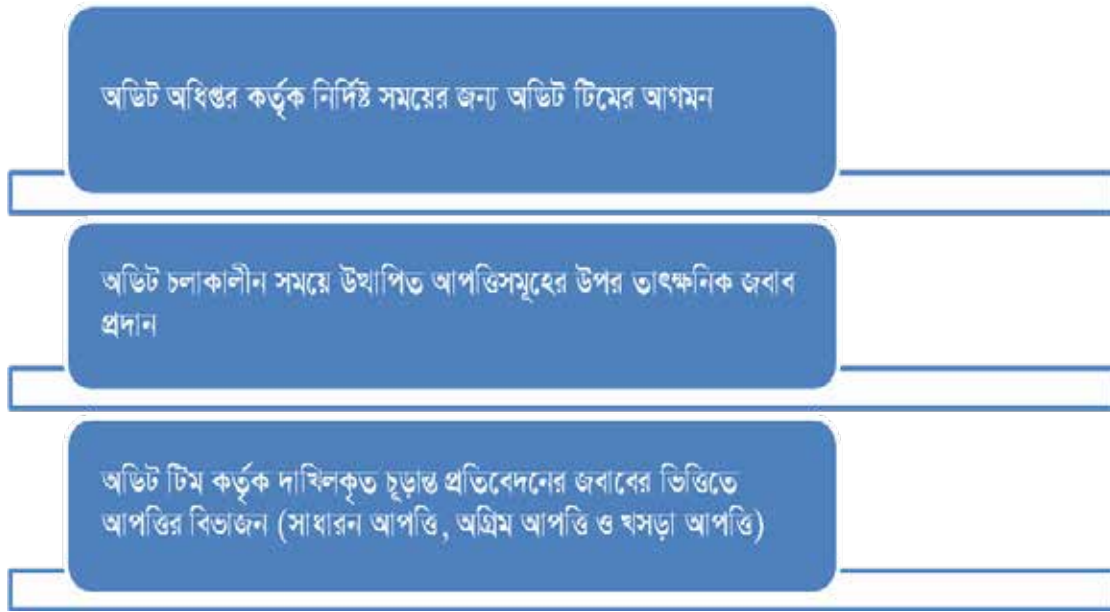
ক. সিএ ফার্ম নিরীক্ষা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর সংশোধিত ২৭(২) ধারার বিধান অনুযায়ী প্রতি অর্থবছর শেষ হওয়ার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কমিশনের বার্ষিক হিসাব-বিবরণী এবং আর্থিক-বিবরণী প্রস্তুত করে Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর অধীনে নিবন্ধিত চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্ম এম. এ ফজল এন্ড কোং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের বার্ষিক হিসাব বিবরণী, আর্থিক বিবরণী এবং প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল (CPF) হিসাব, সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের নিরীক্ষা সম্পাদনের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

খ. সরকারি নিরীক্ষা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর সংশোধিত ২৭(৩) ধারা অনুযায়ী Comptroller and Auditor General (Additional Functions) Act, 1974 (XXIV of 1974) মোতাবেক বিটিআরসি একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান (Statutory Public Authority) হিসেবে প্রতি অর্থ বছর সমাপ্তিতে এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রধান হিসাব রক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক এই অডিট কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিটিআরসি'র প্রতিষ্ঠা হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত সরকারি অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

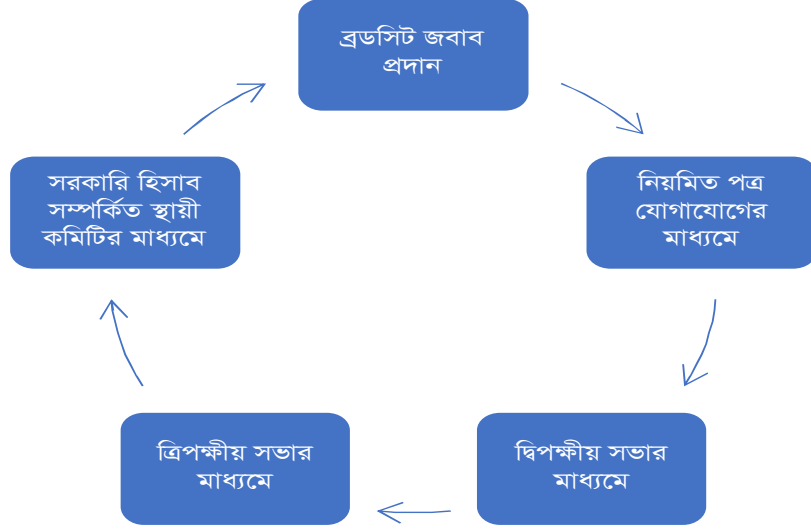
সরকারি নিরীক্ষা কার্যক্রম



অডিট আপত্তির ধরন



নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া



গ. তথ্যভিত্তিক নিরীক্ষা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ এর বিধান মোতাবেক মোবাইল অপারেটরসমূহের তথ্যভিত্তিক নিরীক্ষা কার্যক্রম (Information System Audit) পরিচালনার অংশ হিসাবে মোবাইল অপারেটরসমূহের উক্ত নিরীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গ্রামীণফোন লিমিটেড ও রবি আজিয়াটা লিমিটেড এর অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত নিরীক্ষার আওতায় অপারেটরসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি; কারিগরি বিষয়াদি; আর্থিক বিষয়াদি এবং অন্যান্য বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেড এর তথ্যভিত্তিক নিরীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩.৩। সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ এর ২১ (ক) ধারা মোতাবেক দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অনগ্রসর এলাকার জনসাধারণের বিশেষ করে টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় টেলিযোগাযোগ সুবিধা বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে “সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (Social Obligation Fund)” নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ এই তহবিলে জমা হবে :

- সরকার প্রদত্ত অনুদান;
- অন্য কোন দেশি বা বিদেশি বা আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- টেলিযোগাযোগ ও বেতার যোগাযোগ পরিচালনাকরীগণের নিকট হতে এতদুদ্দেশ্যে প্রাপ্ত চাঁদা (Subscription);
- অন্য কোন বৈধ উৎস হতে প্রাপ্ত যে কোনো অনুদান (Contribution);

সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত একটি তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হচ্ছে। মোবাইল অপারেটরসমূহ তাদের গ্রস অডিটেড আয়ের ১% হারে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলে চাঁদা প্রদান করবে এ মর্মে লাইসেন্সিং গাইড লাইনে বিধান রাখা হয়েছে। টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগণের মধ্যে টেলিযোগাযোগ সুবিধা সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে সরকারের পরিকল্পনা মোতাবেক অনুমোদনক্রমে এই অর্থ ব্যবহার করা হয়।

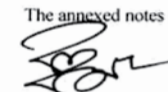
M A FAZAL & CO.
Chartered Accountants

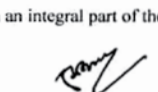
Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC)
Statement of Financial Position
As at 30 June, 2021

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30-June-2021	30-June-2020
Assets			
Non-current assets:		23,268,994,846	25,069,037,366
Property, Plant and Equipment	4.00	236,681,922	106,556,477
SRCB-IDA Credit 3790-BD			
Projects Assets (IDA PART)	5.00	87,497,557	161,124,265
Bangabandhu Satellite System	6.00	22,944,815,367	24,801,356,624
Current Assets:		3,677,010,967	4,092,433,043
Advances, Deposits and Pre-payments	7.00	5,654,570	12,524,368
Receivable from Operators	8.00	4,549,813	149,820
Other Receivables	9.00	4,002,678	4,002,678
Cash and Cash Equivalents	10.00	3,662,803,906	4,075,756,177
Total Assets		26,946,005,813	29,161,470,409
Fund and Liabilities:			
Project Fund:		12,893,919,328	12,893,919,328
Project (SRCB-IDA 3790-BD) Fund	11.00	455,631,100	455,631,100
Satellite Launching Project	12.00	12,438,288,228	12,438,288,228
Fund Account:		2,482,786,763	3,849,703,761
Benevolent Reserve Fund	13.00	3,923,457	2,436,322
Gratuity Fund	14.00	174,731,418	142,342,341
Group Insurance Fund	15.00	128,492,765	104,546,794
Pension Fund	16.00	1,648,705,947	1,584,989,227
Leave Encashment Reserve Fund	17.00	29,097,048	19,449,549
Capital Expenditure Fund	18.00	497,836,129	1,995,939,529
Non-Current Liabilities:		10,900,944,645	11,782,930,361
Long term loan from HSBC	19.00	10,900,944,645	11,782,930,361
Current Liabilities:		668,355,077	634,916,960
Account Payable	20.00	96,915,709	97,038,854
Accrued Expenses	21.00	121,909,113	2,129,022
Payable to GOB Consolidated Fund	22.00	449,530,255	535,749,084
Total Fund and Liabilities		26,946,005,813	29,161,470,409


The annexed notes form an integral part of these financial statements.


Md. Delowar Hossain
Deputy Director


Aftab Md. Rashedul Wadud
Director


Engr. Md. Mesbahuzzaman
Director General


Subrata Roy Maitra
Vice Chairman


Shyam Sunder Sikder
Chairman

Signed in terms of our report of even date.

Dated, Dhaka.
The 28 October, 2021.


M A FAZAL & CO.
Chartered Accountants



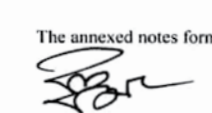
M A FAZAL & CO.
Chartered Accountants

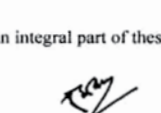
Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC)
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the year ended 30 June, 2021


Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30-June-2021	30-June-2020
Revenue Income:			
Fees and Charges	23.00	37,706,461,886	25,557,409,044
Administrative fines and late fees	24.00	190,674,770	171,505,073
Audit Finding Revenue	25.00	-	21,380,000,000
Finance income	26.00	104,682,764	88,823,673
Other income	27.00	8,527,908	437,852
Total Income (A)		38,010,347,328	47,198,175,642
Expenditure:			
Salary and benefits	28.00	247,208,608	234,845,748
Provident fund revenue expenses	29.00	21,124,345	18,152,387
Repairs and maintenance	30.00	24,053,152	4,815,461
Travelling expenses	31.00	1,660,492	24,757,660
Fuel expense (Petrol and CNG)	32.00	5,534,594	6,291,918
Electricity, Water and Gas	33.00	6,448,558	8,250,872
Administrative expenses	34.00	298,051,471	773,357,475
Satellite preparatory project	35.00	1,187,891,156	168,035,454
Training expenses	36.00	839,359	3,831,517
Printing & publication and stationery	37.00	3,838,036	3,072,623
Finance Expenses	38.00	227,646	47,134
Depreciation expenses	4.00	20,777,354	16,584,073
Depreciation expense: SRCB IDA Project	5.00	73,626,708	73,626,709
Depreciation: Satellite Asset	6.00	1,856,541,257	1,856,541,257
Total Expenditure (B)		3,747,822,736	3,192,210,287
Excess of income over expenditure transferred to GOB consolidated fund account (A-B)		34,262,524,592	44,005,965,355
Amount transferred to GOB Consolidated Fund Accounts			
Excess of income over expenditure		34,262,524,592	44,005,965,355
Depreciation on Satellite Asset		1,856,541,257	1,856,541,257
		36,119,065,849	45,862,506,612

The annexed notes form an integral part of these financial statements.


Md. Delowar Hossain
Deputy Director


Aftab Md. Rashedul Wadud
Director


Engr. Md. Mesbahuzzaman
Director General


Subrata Roy Maitra
Vice Chairman


Shyam Sunder Sikder
Chairman

Signed in terms of our report of even date.

Dated, Dhaka.
The 28 October, 2021.


M A FAZAL & CO.
Chartered Accountants



M A FAZAL & CO.
Chartered Accountants

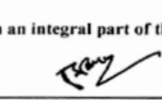
Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC)
Statement of Cash Flows
For the year ended 30 June, 2021

Particulars	Amount in Taka	
	30-June-2021	30-June-2020
Cash Flows from Operating Activities:		
Excess of Income over Expenditure	34,262,524,592	44,005,965,355
Adjustment for:		
Exchange loss- HSBC Loan	-	-
Depreciation Expenses	1,950,945,319	1,946,752,038
	36,213,469,911	45,952,717,393
Changes in:		
Receivables from operators	(4,399,993)	3,151,433,990
Other Receivables	-	-
Advances, Deposits and Pre-payments	6,869,798	7,522,258
Account Payable	(123,145)	(136,411)
Accrued Expenses	119,780,091	1,411,170
Leave Encashment Reserve Fund	9,647,499	19,449,549
Benevolent Reserve Fund	1,487,135	535,314
Pension Fund	63,716,720	555,797,196
Gratuity Fund	32,389,077	35,164,655
Group Insurance Fund	23,945,971	23,693,109
Cash generated from Operating Activities	253,313,154	3,794,870,831
A. Net Cash from Operating Activities	36,466,783,065	49,747,588,225
Cash Flows from Investing Activities:		
Acquisition of Furniture & Fixture	(1,528,791)	(377,052)
Acquisition of Office Equipment	(555,789)	(1,099,001)
Acquisition of Computer & Printer	(102,475)	(2,797,914)
Acquisition of LAN Network Equipment	(201,996)	(110,000)
Telecom Equipment	(148,513,749)	(23,700,741)
Vehicles	-	(9,479,600)
Fire Extingisher	-	-
Reimbursement of overpayment on acquisition of Telecom Equipment	-	-
Bangabandhu Satellite System	-	-
B. Net Cash Used in Investing Activities	(150,902,800)	(37,564,308)
Cash Flows from Financing activities:		
Repayment of Long Term HSBC loan	(881,985,716)	(1,807,391,542)
Fund Transferred to GOB Accounts	(35,846,846,821)	(46,140,217,483)
C. Net Cash used in Financing Activities	(36,728,832,537)	(47,947,609,025)
D. Net increase/(decrease) in Cash at Bank Balances (A+B+C)	(412,952,272)	1,762,414,892
Opening Cash and Bank Balances	4,075,756,177	2,313,341,283
F. Closing Cash at Bank Balances (D+E)	3,662,803,906	4,075,756,177

The annexed notes form an integral part of these financial statements.


Md. Delowar Hossain
Deputy Director


Afab Md. Rashedul Wadud
Director


Engr. Md. Mesbahuzzaman
Director General


Rubrata Roy Maltra
Vice Chairman


Shyamsunder Sikder
Chairman

Signed in terms of our report of even date.


M A FAZAL & CO.
Chartered Accountants

Dated, Dhaka.
The 28 October, 2021.



মিডিয়া কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিকেশন উইং

মিডিয়া কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিকেশন উইং

জনসংযোগ হচ্ছে গণমাধ্যমের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত প্রকৃত ঘটনাভিত্তিক উদ্দেশ্যমূলক একটি যোগাযোগ প্রক্রিয়া। এটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের মধ্যে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার অনুশীলন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারের ফলে বর্তমানে জনসংযোগের গুরুত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি বেড়েছে এর বহুমাত্রিক প্রয়োগ। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর মিডিয়া কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিকেশন উইং কমিশন এবং জনগণের মধ্যে কার্যকর ও অব্যাহত যোগাযোগ স্থাপন, কমিশনের কর্মকাণ্ড ও গৃহীত পদক্ষেপ জনগণের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি টেলিযোগাযোগ খাতসংশ্লিষ্ট দৈনিক খবর/কলাম/ফিচার সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার দায়িত্ব পালন করে চলছে। এই উইং বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং সংবাদ সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে। দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের সম্ভাবনা ও সফলতার চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি বিটিআরসি'র কার্যক্রম এবং আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তি ও নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সংবাদ পৌঁছে দিতে এ উইং বদ্ধপরিকর। প্রতি অর্থবছরে অত্র উইং বিটিআরসি'র কার্যক্রম, সফলতা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনার তথ্য-উপাত্ত নিয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। কমিশনের চেয়ারম্যান দপ্তরের অধীনে কমিশন সচিব মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে এ উইংয়ে একজন উপ-পরিচালক, একজন সিনিয়র সহকারী পরিচালক, একজন রিপোর্টার এবং দুই জন ফটোগ্রাফার কর্মরত রয়েছেন।



চেয়ারম্যান দপ্তর এবং সংযুক্ত ডিরেক্টরেট ও উইং

২০২০-২০২১ অর্থবছরে মিডিয়া কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিকেশন উইং কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- ১। দেশের প্রধান জাতীয় দৈনিক, অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং সংবাদ সংস্থায় প্রকাশিত টেলিকম খাতসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ খবর/কলাম/ফিচার নিয়ে গত অর্থবছরে প্রায় ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টির অধিক প্রেস ক্লিপিং প্রস্তুত করে তা পরিচালক পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে।
- ২। দেশের মূলধারার সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, বেতার, সংবাদ সংস্থা এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালে টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত সংবাদ, ফিচার, কলাম পর্যালোচনা করে তা কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।
- ৩। কমিশনের বিভিন্ন কর্মসূচি, মতবিনিময় সভা, সংবাদ সম্মেলন এবং গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে গণমাধ্যমকর্মীদের আমন্ত্রণ জানানো এবং গণমাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রকাশ/প্রচারের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।
- ৪। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও কমিশনার মহোদয়গণের সাথে গণমাধ্যমের মতবিনিময় সভা ও সাক্ষাৎকার আয়োজন এবং সংবাদ সম্মেলনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

- ৫। বিটিআরসি'র ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১০) এর ধারা ২৮ এর বিধান প্রতিপালন করত: বার্ষিক প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজি) প্রণয়ন ও প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।
- ৬। বিটিআরসি'র ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি/বিজ্ঞাপন গণমাধ্যমে প্রেরণ, প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি/বিজ্ঞাপনের বিল প্রস্তুতের পাশাপাশি বিটিআরসি'র বিভিন্ন উদ্যোগ/তথ্য গ্রাহকদের অবগত করতে টেলিভিশন চ্যানেলে স্ক্রল প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ৭। বিটিআরসি'র ২০২০-২০২১ অর্থবছর জুড়ে কমিশনের অর্জন, সাফল্য ও সম্পাদিত নানা কার্যক্রম নিয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের অসংখ্য জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান ছিল। প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে অগণিত টেলিকম খাতসংশ্লিষ্ট সংবাদ। তার উল্লেখযোগ্য কিছু সংবাদ শিরোনাম নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ক্রমিক নং	সংবাদ মাধ্যম	উল্লেখযোগ্য সংবাদ
বাংলা সংবাদপত্র		
১.	প্রথম আলো	১. গ্রামীণফোনের ওপর নিয়ন্ত্রক সংস্থার নতুন বিধি-নিষেধ আরোপ ২. ইন্টারনেট খরচ বহন করতে পারছেন না অনেক শিক্ষার্থী ৩. ভ্যাট হার নিয়ে জটিলতা, বিপাকে ইন্টারনেট সেবা ৪. করোনায় মোবাইল পরিষেবা বিল পরিশোধ বেড়েছে ৪০ শতাংশ ৫. দেশে ফিচার ফোন ব্যবহারকারী ৬০%, ফোরজি ব্যবহারকারী ১০% ৬. অবৈধ মুঠোফোন বন্ধের ব্যবস্থা চালু জুলাই থেকে ৭. ফেসবুক-টুইটারকে মানুষের জন্য হুমকি মনে করছেন কেন বিজ্ঞানীরা
২.	কালেরকণ্ঠ	১. মোবাইল ব্যাংকিংয়ে করোনার হানা ২. করের আওতায় আসছে বিদেশি সামাজিক মাধ্যম ৩. শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যয় নয় বরং বিনিয়োগ ৪. শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট ও ঋণ সুবিধা চায় বিটিআরসি ৫. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সাগরে টেলারের নেটওয়ার্কের আওতা বাড়ানোর কাজ এগিয়েছে ৬৫ ভাগ ৬. ১০ লাখ টাকা লেনদেন করা যাবে ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে ৭. ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল মনিটরিং এর আওতায় আসছে ৮. মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে যাবে সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা ৯. সাড়ে চার হাজার ইউনিয়নে রয়েছে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট
৩.	সমকাল	১. ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবায় আসছে নতুন নীতিমালা ২. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নামমাত্র মূল্যে ইন্টারনেট ৩. ইন্টারনেটের কল্যাণে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন চাষীরা ৪. বাংলাদেশে অফিস স্থাপনে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের তিন ধারায় আপত্তি ফেসবুক, গুগল ও আমাজনের ৬. ডিজিটাল ডিভাইসের দেশীয় চাহিদার ৭৫ শতাংশই তৈরি হয় স্থানীয়ভাবে ৭. ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন আসছে
৪.	জনকণ্ঠ	১. করোনায় ইন্টারনেট গ্রাহক বেড়েছে এক কোটি ২. রাজধানীর বিপদের নাম ঝুলন্ত তার ৩. বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের বড় মাধ্যম হয়ে উঠছে তথ্যপ্রযুক্তি খাত ৪. টেলিটক সাড়ে চারশ টাওয়ার করবে দেশজুড়ে ৫. প্রযুক্তির অপব্যবহারে ফলে অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে

ক্রমিক নং	সংবাদ মাধ্যম	উল্লেখযোগ্য সংবাদ
৫.	আমাদের সময়	<ol style="list-style-type: none"> ১. ঝুলন্ত ক্যাবল সরাতে মাঠে নামছে ডিএনসিসি ২. ফেসবুক ও ইউটিউবকে নিবন্ধনের আওতায় আনতে চায় সরকার ৩. 'এক দেশ এক রোট' সেবার আওতায় আসছে ব্রডব্যান্ড ৪. ডিজিটাল প্রযুক্তিতে এগিয়ে গেছে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ৫. বিদেশ থেকে কেনা, উপহারের মোবাইল নিবন্ধন করার পদ্ধতি
৬.	ইত্তেফাক	<ol style="list-style-type: none"> ১. ৩১টি দুর্গম দ্বীপে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ২. সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকার স্পেকট্রাম বিক্রি করলো বিটিআরসি ৩. মোবাইল আর্থিক সেবা অর্থনীতিতে এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ৪. ইউটিউব, টিকটক, লাইকি-ফেসবুক গ্রুপ ও পেজ নজরদারির আওতায়
৭.	যুগান্তর	<ol style="list-style-type: none"> ১. ইন্টারনেট হোক বাংলাদেশের মানুষের আরেকটি মৌলিক অধিকার ২. মোবাইল টাওয়ার থেকে ফ্রি ওয়াইফাই ইন্টারনেট সংযোগ দেয়ার চেষ্টা ৩. ২০২১ সালের মধ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ৪. ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট স্পিডে চীনের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ ৫. বেসরকারি অপারেটরদের গ্রাহক কমলেও বেড়েছে টেলিটকের ৬. আমাজন-গুগলকে করের আওতায় আনতে ঐতিহাসিক চুক্তি শীর্ষ অর্থনীতির দেশগুলোর ৭. সামাজিক মাধ্যমগুলোর চাপিয়ে দেওয়া কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড দেশের জন্য বুকিং: মোস্তাফা জব্বার
৮.	বণিক বার্তা	<ol style="list-style-type: none"> ১. ইন্টারনেটে ভ্যাট জটিলতা নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চায় আইএসপিএবি ২. সচেতনতা ও প্রতিরোধই পারে সাইবার বুলিং রুখতে: টিক্যাব ৩. প্রাস্তিক পর্যায়ে ফোরজি ডিভাইস প্রাপ্তিতে ১২ দফা প্রস্তাব
৯.	বাংলাদেশ প্রতিদিন	<ol style="list-style-type: none"> ১. অনলাইন ক্লাসের বড় বাঁধা ইন্টারনেটের চড়া মূল্য ২. বাংলাদেশে ফেসবুক-ইউটিউবের অফিস আনার চেষ্টা চলছে ৩. নির্ধারিত দামে ইন্টারনেট না পেলে অভিযোগ করবেন যেভাবে ৪. বিগো ও লাইকির আড়ালে শতকোটি টাকা পাচার ৫. টিকটক লাইকি বন্ধের নির্দেশনা চেয়ে হাই কোর্টে রিট
১০.	মানব জমিন	<ol style="list-style-type: none"> ১. বালু তুলতে গিয়ে সাবমেরিন কেবল কেটে যাওয়ায় ইন্টারনেটে বীরগতি ২. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফ্রি একসেস বন্ধের নির্দেশনা বিটিআরসি'র ৩. লাইসেন্স ছাড়া ওয়াকিটকি কেনাবেচায় বিটিআরসি'র সতর্ককতা
১১.	ইনকিলাব	<ol style="list-style-type: none"> ১. মননশীল বিকাশে অন্তরায় মোবাইল আসক্তি ২. ৫৪ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের ইন্টারনেট সুবিধা নেই ৩. বিটিআরসি আরোপিত শর্তের বিরুদ্ধে গ্রামীণফোনের রিট ৪. এবার বাংলাদেশে ভ্যাট নিবন্ধন পেল ফেসবুক
১২.	শেয়ারবিজ	<ol style="list-style-type: none"> ১. শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ইন্টারনেট দেওয়ার আহবান শিক্ষামন্ত্রীর ২. ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগে এগিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগ ৩. তিন প্রান্তিকে গ্রামীণফোনের আয় কমেছে ৮.২ শতাংশ ৪. বিনামূল্যে ফেসবুক প্যাকেজ ব্যবহারে বিটিআরসি'র নিষেধাজ্ঞা ৫. মুসক দিচ্ছে না বাংলালিংক, সাড়া দিচ্ছে না তাগিদপত্রে ৬. অজুহাত দেখিয়ে ভ্যাট দেয়নি গ্রামীণফোন ৭. বিনামূল্যে অনলাইন ক্লাসের সুবিধা দিবে টেলিটক ৮. বিনিয়োগে শীর্ষে রবি আজিয়াটা, রাজস্ব আয়ে শীর্ষে গ্রামীণফোন ৯. লেনদেনে টেলিকমিউনিকেশন খাতের একক আধিপত্য

ক্রমিক নং	সংবাদ মাধ্যম	উল্লেখযোগ্য সংবাদ
১৩.	ভোরের কাগজ	১. দ্বিতীয় প্রান্তিকে ডাটা থেকে আয় বেড়েছে বাংলালিংকের ২. মাথার ওপরে তারের জঞ্জাল আর নয় ৩. র্যাবের অভিযানে বিটকয়েন চক্রের হোতাসহ আটক ৪
১৪.	মানবকণ্ঠ	১. শিক্ষার্থীদের হাতে ডিজিটাল ডিভাইস ও ইন্টারনেট দিতে হবে ২. করোনায় বিক্রি বেড়েছে প্রযুক্তি পণ্যের ৩. প্রযুক্তি বন্ধ নয় নিয়ন্ত্রণেই হতে পারে সমাধান ৪. সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের 'আচরণবিধি' বেধে দিলো ভিয়েতনাম
১৫.	দেশ রূপান্তর	১. ফেসবুক বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ ২. ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বন্ধের হুমকি আইএসপিএবির ৩. বিটিআরসি'র বিরুদ্ধে করা রিট ফিরিয়ে নিল গ্রামীণফোন ৪. করোনায় বেড়েছে স্মার্টফোন বিক্রি ৫. ৭৭৭ দুর্গম ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড সংযোগ দেয়ার উদ্যোগ ৬. মহামারীতে ফোরজি ফোনে শুল্ক মওকুফের অনুরোধ
ইংরেজি সংবাদপত্র		
১৬.	দ্যা ডেইলি স্টার	১. করোনায় মার্চ থেকে মে মাসে ৪৬ লাখ গ্রাহক হারিয়েছে মোবাইল অপারেটররা ২. ব্রডব্যান্ডের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছে বিটিআরসি ৩. ১৫৯ কক্ষিকে ছাটাই করলো গ্রামীণফোন ৪. মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসে কর বৃদ্ধি অগ্রগতির পথে অন্তরায় হবে ৫. ডিজিটাল বাংলাদেশে অনিশ্চিত নিয়ন্ত্রণের বাধাসমূহ
১৭.	দ্যা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড	১. নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ডাটা সেবা থেকে বাংলালিংকের রাজস্ব আয় বেড়েছে ৩০ ভাগ ২. ব্যবসা করতে হলে ফেসবুক এর স্থানীয় অফিস খোলা দরকার ৩. করোনায় ৩.৩ শতাংশ মুনাফা অর্জন করেছে রবি ৪. ২০২১ সালে মে মাসে মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহক বেড়েছে ২১ লাখ
১৮.	দ্যা নিউ এজ	১. অনুমোদন ছাড়া বিভিন্ন মোবাইল বিক্রির অভিযোগে ৫ মোবাইল ডিভাইস আমদানিকারককে জরিমানা করেছে বিটিআরসি ২. জুলাই ২০২০ সালে পায় ৩১ লাখ গ্রাহক যুক্ত হয়েছে গ্রামীণফোন, রবি, ও বাংলালিংকে ৩. সারাদেশে একদামে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট, ৫০০ টাকায় ৫ এমবিপিএস ৪. টেলিকম ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খসড়া নির্দেশিকার বিষয়ে মতামত চায় বিটিআরসি
১৯.	দ্যা ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস	১. ২০২০ সালে রবির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ ছিল গ্রাহকের ২. টিকটক-লাইকি-পাবজি বন্ধে লিগ্যাল নোটিশ
২০.	ঢাকা ট্রিবিউন	১. বুলস্ট ইন্টারনেট ক্যাবল অপসারণ শুরু করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ২. দিনে ১০ কোটি মিনিট করে কমেছে আন্তর্জাতিক ইনকামিং কল ৩. জুলাই থেকে অচল হয়ে যাচ্ছে অবৈধ মোবাইল ফোন ৪. ২০২০ সালে ১১.৪৮ শতাংশ মানুষ অনলাইন কেনাকাটায় প্রতারণার শিকার হয়েছে
২১.	ডেইলি সান	১. ফাইভজি থেকে ৫০০ বিলিয়ন রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা সরকারের ২. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে ৩. তিন মোবাইল অপারেটরের কাছে ৪.৪ বিলিয়ন ভ্যাট বাকি ৪. রবির ৪.৪জি নেটওয়ার্ক চালু ১১ হাজার সাইটে ৫. ২০২৩ সালে দেশের সকল শিল্প এলাকায় ফাইভজি পৌঁছাবে

ক্রমিক নং	সংবাদ মাধ্যম	উল্লেখযোগ্য সংবাদ
অনলাইন নিউজ পোর্টাল		
২২.	বিডিনিউজ২৪.কম	<ol style="list-style-type: none"> দেশেই ফোরজি-ফাইভজি হ্যাডসেট উৎপাদন সম্ভব মোবাইল সেবার মান যাচাইয়ে বিটিআরসি'র ড্রাইভ টেস্ট শুরু মোবাইল হ্যাডসেট আমদানির দিন ফুরোচ্ছে সিবিডিএমপি ব্যবহার নিয়ে বিটিআরসি ও বিসিসির মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই মোবাইল ফোন অপারেটরদের ফোরজি লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন ও স্পেকট্রামের ওপর ভ্যাট কমেছে ৭ শতাংশ ইন্টারনেট সেবাদাতাদের কর্পোরেট কর ১০ শতাংশ করার প্রস্তাব
২৩.	বাংলানিউজ২৪.কম	<ol style="list-style-type: none"> উত্তরায় অবৈধ আইএসপি প্রতিষ্ঠান সিলগালা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বাংলায় এসএমএস পাঠানোর আহবান ওটিটি তদারকিতে খসড়া নীতিমালা হাইকোর্টে দাখিলের নির্দেশ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ পাঠানোর কার্যক্রম শুরু মোবাইলে বাংলা এসএমএসের খরচ কমে হলো অর্ধেক সোশ্যাল মিডিয়ায় ফোন নম্বর-ইমেইল না রাখার পরামর্শ বিটিআরসি'র গ্রামীণফোনের ১৫,৫০০ টাওয়ার ফোরজি ঘোষণা টিআরএনবির নতুন সভাপতি রাশেদ, সম্পাদক সমীর
২৪.	টেকশহর	<ol style="list-style-type: none"> ফাইভজির খসড়া গাইডলাইনে মতামতের সময় বাড়লো কল কম, বার্ষিক ফিতে ছাড় চায় আইজিডব্লিউ-আইসিএক্স অপারেটর ১৭ কোটি ছাড়ালো মোবাইল গ্রাহক সংযোগ ব্রডব্যান্ডে বাড়লো ৯ লাখ গ্রাহক করোনার বছরে গ্রামীণফোনের লাভ ৩ হাজার ৭১৯ কোটি টাকা আল-জাজিরার তথ্যচিত্র সরাতে ফেইসবুক-ইউটিউবকে বিটিআরসি'র অনুরোধ রবির সব টাওয়ারে ফোরজি
২৫.	বাংলা ট্রিবিউন	<ol style="list-style-type: none"> বিদেশি কল কমে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন আইজিডব্লিউ অপারেটররা ২০ হাজার কিলোমিটার জুড়ে ৩০০ উপজেলায় বিটিআরসি'র ড্রাইভ টেস্ট সর্বশেষ দরেই গ্রামীণফোন ও রবিকে তরঙ্গ দিচ্ছে বিটিআরসি টেলিকমসহ ৪ অপারেটরই তরঙ্গ নিলামে অংশ নিচ্ছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ও ইমো-ভাইবার-মেসেঞ্জার থেকে রাজস্ব আদায়ের পরিকল্পনা রবির '০১৬০' ও '০১৬১' নম্বর বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা বহাল যে কারণে ইন্টারনেট সেবায় 'প্যারেন্টাল কন্ট্রোল' থাকতে হবে ব্যবসা আছে, তাই অ্যাপভিত্তিক প্ল্যাটফর্মগুলোর নজর বাংলাদেশে ক্ষতিকর গেমস নিষিদ্ধসহ সেন্সরশিপ ব্যবস্থার পরামর্শ
২৬.	জাগো নিউজ	<ol style="list-style-type: none"> টেলিকম খাত ডিজিটাল বিশ্বের সুপারহাইওয়ে-মোস্তাফা জব্বার রাজস্ব ফাঁকি রোধে অপারেটরদের তদারকির প্রযুক্তি কিনছে বিটিআরসি বুলস্ক তারসহ ট্রান্সমিশন সমস্যা দূর হবে- বিটিআরসি চেয়ারম্যান রেগুলেটর হিসেবে নয়, ফ্যাসিলিটের হিসেবে কাজ করবে বিটিআরসি গ্রাহকের অজান্তে মোবাইলে টাকা কাটার ব্যাপারে কঠোর বিটিআরসি টেলিকম কোম্পানির এসএমএস বাংলায় দেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে

ক্রমিক নং	সংবাদ মাধ্যম	উল্লেখযোগ্য সংবাদ
২৭.	ডিজিবাংলা২৪.কম	১. ফাইভজি এর জন্য ক্লিন তরঙ্গ বরাদ্দ চান সেবাদাতারা ২. পাঠ্যক্রমে ইলেক্ট্রোমেকানিকস্ অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দেবে বিটিআরসি ৩. এক বছরে ইন্টারনেট সংযোগ বেড়েছে এক কোটি ৪. ২০ হাজার কিলোমিটার জুড়ে ৩০০ উপজেলায় বিটিআরসি'র ড্রাইভ টেস্ট ৫. ১ বছরে মোবাইল ইন্টারনেটের গতি বেড়েছে ১.৮৪ এমবিপিএস
২৮.	ঢাকাপোস্ট২৪.কম	১. সীমান্তে টাওয়ার বসিয়ে তথ্য নিচ্ছে মিয়ানমার ২. অবৈধ মুঠোফোন ঠেকানোর দায়িত্ব বিটিআরসি'র-টিক্যাব ৩. গ্রাহক সেবায় টেলিযোগাযোগ খাতসংশ্লিষ্টদের আরও যত্নবান হতে হবে ৪. টেলিকম খাতের জন্য ভবিষ্যত সংকটের নাম দক্ষ মানবসম্পদ ৫. প্রযুক্তি খাতে ২০২৫ সালে রপ্তানি দাড়াবে ৫ বিলিয়ন ডলার
২৯.	সারাবাংলা	১. করোনায় অনলাইন নির্ভরতায় কেটেছে ২০২০ সাল ২. পহেলা জুলাই থেকে অবৈধ মোবাইল সেট আর চলবে না ৩. দেশে মানসম্মত টেলিসেবা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বিটিআরসি চেয়ারম্যানের ৪. অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো ডিজিটাল সংযোগের আওতায় আনার কাজ চলছে
৩০.	ঢাকা টাইমস	১. বাংলাদেশ থেকে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ নিতে চায় ভুটান ২. ২০২১ সালেই বাংলাদেশ ফাইভজি চালু হবে- মোস্তাফা জব্বার ৩. রেকর্ড দামে তরঙ্গ ক্রয়, সেবা বাড়বে কতটা?
সংবাদ সংস্থা		
৩১.	ইউএনবি	১. ২০২১ সালের মধ্যে ফাইভজি গ্রাহক হবে ৫৮০ মিলিয়ন ২. 'ভবিষ্যতের শিল্প কারখানা হবে ফাইভজি নির্ভর' ৩. প্রথমধাপেই ফাইভজি প্রযুক্তিতে যুক্ত হবে ইপিজেড- মোস্তাফা জব্বার
ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া		
৩২.	সময় টিভি	১. 'ই-বর্জ্য ভয়াবহ হুমকির মুখে পড়বে পরিবেশ-জীববৈচিত্র্য' ২. করোনাকালে মোবাইল সেবার মান যাচাইয়ে নজরদারি শুরু ৩. মুঠোফোনের কলড্রপে ভোগান্তিতে গ্রাহক
৩৩.	যমুনা টিভি	১. তৃণমূল থেকে গুগল ও ফেসবুকের ক্যাশ সার্ভার তুলে নেওয়ার নির্দেশ বিটিআরসি'র ২. ৫০০ টাকায় ৫ এমবিপিএস ইন্টারনেট, ব্রডব্যান্ড জগতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ ৩. জানা যাবে চুরি হওয়া হ্যাণ্ডসেট কোথায়? ৪. তরঙ্গ নিলামে রবি-জিপিএর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, গতি বাড়বে কার?
৩৪.	ইনডিপেন্ডেন্ট টিভি	১.সারাদেশে ৫০০ টাকায় মাসজুড়ে ইন্টারনেট ২.পহেলা জুলাই থেকে চালু হচ্ছে অবৈধ হ্যাণ্ডসেট বন্ধের প্রযুক্তি ৩. আগামী ১৫ বছরের জন্য নিলামে তরঙ্গ কিনেছে মোবাইল ফোন অপারেটররা
৩৫.	ডিবিসি নিউজ	১. ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বেড়েছে ডিজিটাল ছন্ডি ২. ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাদানে অনিয়মের ক্ষেত্রে বিটিআরসি'র কড়া হুঁশিয়ারি
৩৬.	একান্তর টিভি	১. টিকটক-লাইকি-ভিগো-ফ্রি ফায়ার-পাবজি নিয়ন্ত্রণের দাবি ২. এবার শহর-গ্রামে একই দামে মিলবে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট
৩৭.	নিউজ২৪	১. বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম নিবন্ধনের জন্য ডব্লিউএসআইএস পুরস্কার-২০২১ জিতল বিটিআরসি ২. রাজধানীতে অবৈধ ভিওআইপি সরঞ্জামসহ এর সঙ্গে জড়িত ৩জন আটক

ক্রমিক নং	সংবাদ মাধ্যম	উল্লেখযোগ্য সংবাদ
৩৮.	চ্যানেল২৪	১. অর্ধেক খরচে বাংলায় এসএমএস চালু করলো বিটিআরসি ২. এ বছরই পরীক্ষামূলকভাবে চালু হচ্ছে ফাইভজি
৩৯.	চ্যানেল আই	১. বিটিআরসি'র লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন ২. বাংলাদেশে ব্যবসার নিবন্ধন নিয়েছে গুগল-অ্যামাজন
৪০.	আরটিভি	১. চার মোবাইল অপারেটরের কাছে সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকা সরকারের পাওনা ২. সেপ্টেম্বর ২০২১ এর আগে কেনা সব মোবাইল হ্যাণ্ডসেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হবে ৩. তরঙ্গ নতুন বিন্যাসের জন্য আট ঘণ্টা বিলম্বিত হতে পারে মোবাইল নেটওয়ার্ক
৪১.	বাংলাভিশন	১. টিকটক-পাবজি বন্ধে নোটিশ, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে বিটিআরসি ২. বায়োমেট্রিক সিম নিবন্ধনের জন্য ডব্লিউএসআইএস পুরস্কার জিতল বিটিআরসি ৩. রবির স্পেকট্রাম ব্যান্ড নবায়ন করলো বিটিআরসি
৪২.	এনটিভি	১. গ্রামীণফোনের সব টাওয়ার ফোরজি সক্ষম ২. টেলিকমে উন্নত গ্রাহক সেবার বিষয়টি এখনো মানসম্মত নয়: মোস্তাফা জব্বার ৩. এক্সেলিস ইন অটোমেশন স্বীকৃতি অর্জন করেছে গ্রামীণফোন
৪৩.	এটিএন নিউজ	১. সারাদেশে ব্রডব্যান্ডের জন্য 'এক দেশ এক রোট' সেবা চালু ২. পহেলা জুলাই থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হচ্ছে মোবাইল হ্যাণ্ডসেট নিবন্ধন

৮। টেলিযোগাযোগ খাতে বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ, সেবার মানোন্নয়নে চলমান কার্যক্রম এবং হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তির জন্য বছর জুড়ে গণমাধ্যমকর্মীদের নানা জিজ্ঞাসা থাকে। গণমাধ্যমের যে কোনো জিজ্ঞাসা সাদরে গ্রহণ করে তার সবিস্তারে উত্তর দিতে সবসময় সচেষ্ট থাকেন কমিশনের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং কমিশনার মহোদয়গণ।



চিত্র ৭.১ : টেলিকম খাত সম্পর্কে গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার

৯। টেলিযোগাযোগ খাতসংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার। ৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে কমিশনের প্রধান সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে দেশের প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন নিউজ পোর্টালে কর্মরত টেলিকম খাতের গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের অর্জন, সাফল্য, অগ্রগতি এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান। টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে গণমাধ্যমকর্মীদের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করে আগামী দিনগুলোতে তাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। অনুষ্ঠানে কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান, কমিশনার এবং মহাপরিচালকবৃন্দসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান আয়োজন এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনায় মূখ্য ভূমিকা পালন করে কমিশনের মিডিয়া কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিকেশন উইং।



চিত্র ৭.২ : বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার-এর সাথে নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মী এবং বিটিআরসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

১০। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২১ উপলক্ষে অর্ধেক খরচে বাংলায় এসএমএস সেবা উদ্বোধন করেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর প্রধান সম্মেলন কক্ষে কমিশনের সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, বিশ্বের ৩৫ কোটি মানুষ বাংলায় কথা বলে এবং ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা চতুর্থ মাতৃভাষা। অর্ধেক খরচে বাংলায় এসএমএস সেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বিটিআরসি ও অপারেটরদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ভাষার জন্য রক্ত দিয়ে বাংলাভাষাভিত্তিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার পর আমাদের নৈতিক দায়িত্ব সর্বত্র বাংলা চালু করা। কমিশনের মিডিয়া কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিকেশন উইং এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন এবং সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র ৭.৩ : গ্রাহকের জন্য অর্ধেক খরচে বাংলায় এসএমএস সেবা চালু উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিটিআরসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মোবাইল অপারেটরদের প্রতিনিধিবৃন্দ

১১। দ্রুত পরিবর্তনশীল টেলিযোগাযোগ খাত, গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন এবং ক্রমাগত ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ চাহিদার উপর গুরুত্বারোপ করে বিটিআরসি'র আয়োজনে ০৮ মার্চ ২০২১ তারিখে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ১৮০০/২১০০ মেগাহার্ত ব্যান্ডের তরঙ্গ নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার। বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আফজাল হোসেন অনুষ্ঠানে নিলাম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। কমিশনের স্পেকট্রাম বিভাগের কমিশনার জনাব প্রকৌশলী এ.কে.এম শহীদুজ্জামান-এর সভাপতিত্বে প্রায় ১২ ঘন্টাব্যাপি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। নিলামে সর্বমোট প্রস্তাবিত ২৭.৪ মেগাহার্ত (১৮০০ মেগাহার্ত ব্যান্ডে ৭.৪ এবং ২১০০ মেগাহার্ত ব্যান্ডে ২০ মেগাহার্ত) তরঙ্গ প্রদানের নিষ্পত্তি হয়। মিডিয়া কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিকেশন উইংয়ের সহযোগিতায় নিলাম অনুষ্ঠানটি বিটিআরসি'র ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এছাড়া, অনুষ্ঠানে দেশের মূলধারার সকল গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে সংবাদ সংগ্রহ করেন এবং টেলিভিশন চ্যানেলসমূহে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।



চিত্র ৭.৪ : তরঙ্গ নিলাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার, বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদারসহ বিটিআরসি ও মোবাইল অপারেটরদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

১২। বিটিআরসি গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে সবসময় বদ্ধপরিকর। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন সংশ্লিষ্ট এবং টেলিকম খাতের অর্জন, অগ্রগতি ও গৃহীত নানা উদ্যোগের বিষয়ে সংবাদকর্মীদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন কমিশনের সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান ও সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের কমিশনার জনাব সুব্রত রায় মৈত্র।



চিত্র ৭.৫ : গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন বিটিআরসি'র ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব সুব্রত রায় মৈত্র

১৩। ৮ মে ২০২১ তারিখে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিযোগিতা ও অংশীদারিত্বের প্রেক্ষাপট শীর্ষক ওয়েবিনার-এর আয়োজন করে টেলিকম রিপোর্টার্স নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ (টিআরএনবি)। টিআরএনবি'র জনাব সভাপতি রাশেদ মেহেদীর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার। অনুষ্ঠানে বিটিআরসি'র জনাব চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার, প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলাম, রবি'র সিইও মাহতাব উদ্দিন আহমেদ, ডাচ বাংলা ব্যাংকের সিইও আবুল কাশেম শিরিন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর আবুল কাশেম, নগদের সিইও তানভীর এ মিশুক, বিকাশের চীফ মার্কেটিং অফিসার মিজানুর রশিদ বক্তৃতা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন টিআরএনবি'র সাধারণ সম্পাদক সমীর কুমার দে। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বাংলাদেশ ক্রমেই ক্যাশলেস সোসাইটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

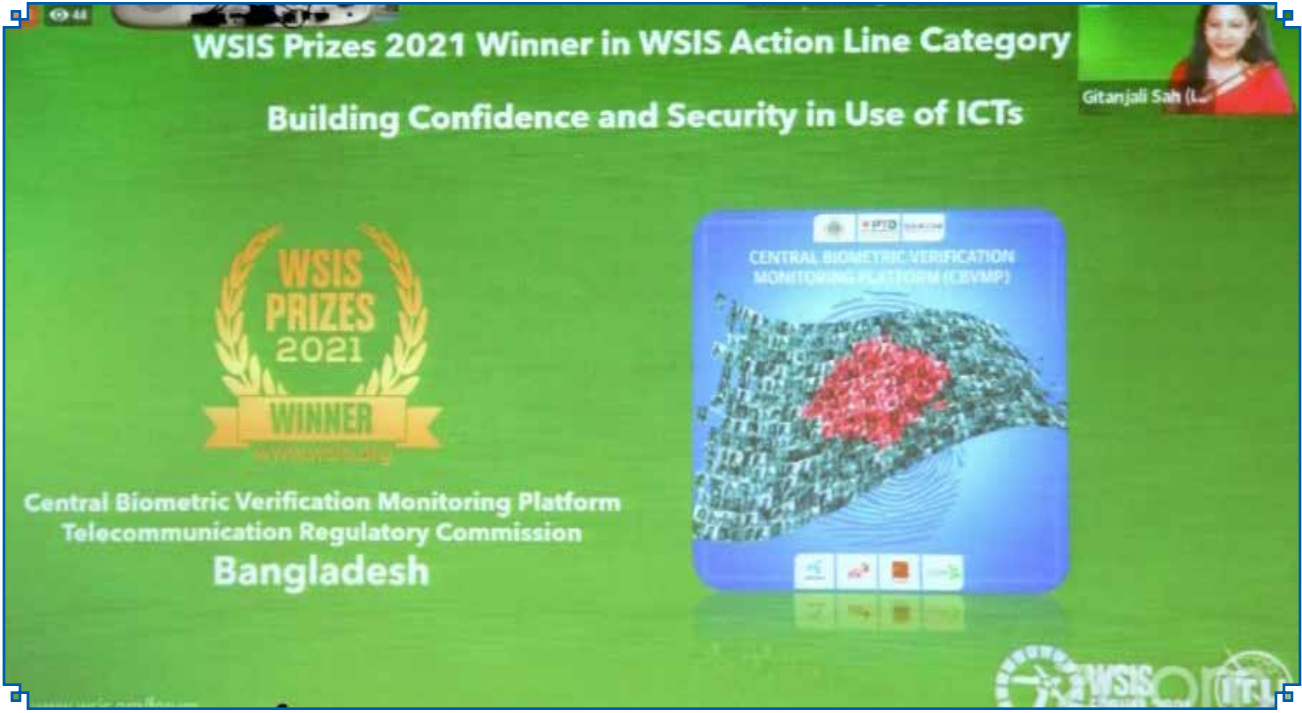


চিত্র ৭.৬ : টিআরএনবি কর্তৃক আয়োজিত 'প্রতিযোগিতা ও অংশীদারিত্বে প্রেক্ষাপট: প্রসঙ্গ এমএফএস' শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার ও বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার

১৪। বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া প্রবর্তনের জন্য WSIS Winner-২০২১ পুরস্কার অর্জন করেছে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। গত ১৮ মে, ২০২১, মঙ্গলবার বিকেলে আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন আয়োজিত ভার্সুয়াল এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্তির পর ভার্সুয়াল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এবং বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার।

পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষে বিটিআরসি'র প্রধান সম্মেলন কক্ষে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান ও কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত থেকে সংবাদ সংগ্রহ করেন। বাংলাদেশের জন্য বিটিআরসি'র আন্তর্জাতিক এ স্বীকৃতি কমিশনের মিডিয়া কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিকেশন উইংয়ের প্রচেষ্টায় গণমাধ্যমের মাধ্যমে দেশবাসীর নিকট পৌঁছানোর কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

বিটিআরসি সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম বা সিবিভিএমপি (CBVMP) প্রকল্পটি তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক পুরস্কার ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার-২০২১ প্রতিযোগিতার অ্যাকশন লাইন সি-ফাইভ (C5) ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। অ্যাকশন লাইন সি-ফাইভ এর মূল প্রতিপাদ্য হলো বিল্ডিং কনফিডেন্স এন্ড সিকিউরিটি ইন ইউজ অব আইসিটি। WSIS ফোরাম এর প্রধান লক্ষ্য হলো উন্নয়নশীল বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধি করে ধনী-দরিদ্র দেশগুলোর মাঝে ডিজিটাল বিভাজন দূর করা। একই সঙ্গে সারা বিশ্বের সৃজনশীল উদ্ভাবনগুলো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে এ ফোরাম। ২০১২ সাল থেকে এ পুরস্কার দিয়ে আসছে ডব্লিউএসআইএস কর্তৃপক্ষ। এতে এ পর্যন্ত অংশ নিয়েছে তিন লাখেরও বেশি অংশীদার।



চিত্র ৭.৭ : ওয়ার্ল্ড সামিট অন দি ইনফরমেশন সোসাইটি কর্তৃক বাংলাদেশের সিবিভিএমপি'র ডব্লিউএসআইএস পুরস্কার-২০২১ অর্জন (ওপরে), পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষে বিটিআরসিতে সংবাদ সম্মেলন (ডানে) এবং অনুষ্ঠানে যুক্ত ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার (বামে)

১৫। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী 'ইন্টারনেটের মূল্য যুক্তি সংগত পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে' এর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দেশের সকল ইউনিয়নের গ্রাহকের জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের মূল্য প্রান্তিক পর্যায়ে 'এক দেশ, এক রেট' ট্যারিফ চালু হয়েছে। উক্ত ট্যারিফ অনুযায়ী অনুযায়ী ৫ (পাঁচ) এমবিপিএস শেয়ার্ড ব্যান্ডউইথ সর্বোচ্চ প্যাকেজ মূল্য ৫০০ টাকা, ১০ (দশ) এমবিপিএস প্যাকেজের মূল্য সর্বোচ্চ ৮০০ টাকা এবং ২০ (বিশ) এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ প্যাকেজ এর মূল্য সর্বোচ্চ ১২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ০৬ জুন, ২০২১ ইং রোববার বিকেলে বিটিআরসি'র প্রধান সম্মেলনে কক্ষে কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদারের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এর উদ্বোধন করেন। প্রান্তিক পর্যায়ে সারাদেশের জন্য বিটিআরসি প্রথমবারের মত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ট্যারিফ নির্ধারণ করে, যা ইন্টারনেট সেবার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

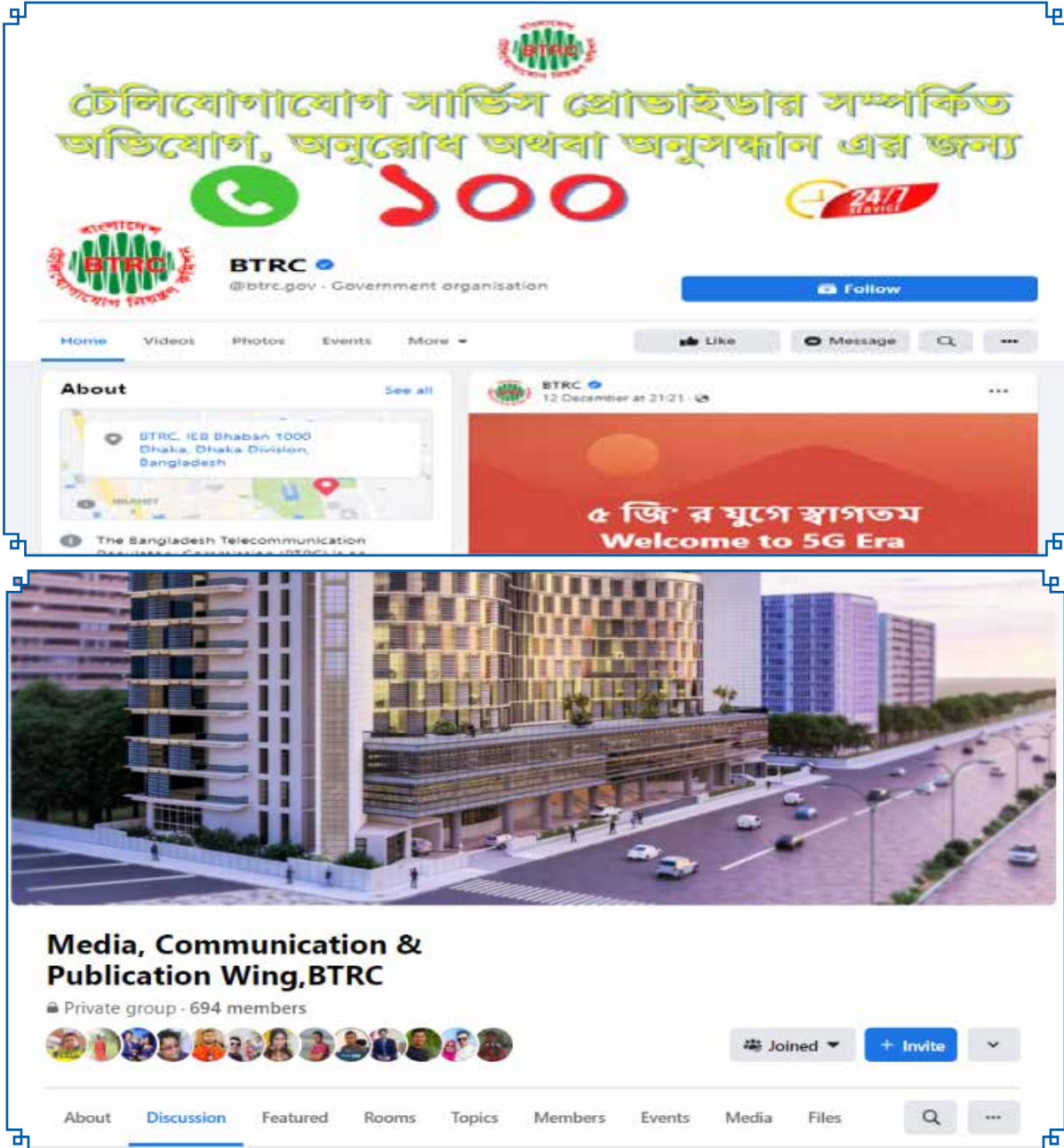


চিত্র ৭.৮ : সারাদেশের প্রান্তিক পর্যায়ে ইন্টারনেট গ্রাহকদের জন্য “এক দেশ, এক রেট” সেবার উদ্বোধন করছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার (ওপরে)। এতে বক্তব্য রাখছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আফজাল হোসেন (ডানে), অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার, কমিশনারবৃন্দসহ বিটিআরসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা

১৬। অবৈধ ও নকল হ্যান্ডসেট বন্ধে গত ২৮ জুন ২০২১ তারিখ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) এর কার্যক্রম। বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে এর উদ্বোধন করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার। এনইআইআর চালুর ফলে অবৈধ হ্যান্ডসেটের ব্যবহার বন্ধের পাশাপাশি কমবে মোবাইল ফোন চুরি সংক্রান্ত অপরাধ। দেশীয় মোবাইল ফোন শিল্পের প্রসারের পাশাপাশি বাড়বে সরকারের রাজস্ব আয়। এনইআইআর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিগত ৩০ জুন ২০২১ তারিখের মধ্যে চালু থাকা সব মোবাইল হ্যান্ডসেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধিত হওয়ায় ০১ জুলাই ২০২১ তারিখের পরে সেগুলো বন্ধ হবে না এবং কোনো গ্রাহক নতুন মোবাইল ফোন চালু করলে তা বন্ধ না করেই এনইআইআর এর মাধ্যমে যাচাই করা হবে। হ্যান্ডসেটটি বৈধ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধিত হয়ে যাবে। এনইআইআর সম্পর্কে বিটিআরসি'র হেল্পডেস্ক নম্বর ১০০ অথবা মোবাইল অপারেটরদের কাস্টমার কেয়ার নম্বর ১২১ এ ডায়াল করে জানা যাবে।

১৭। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১০) এর ধারা ২৮ এর বিধান অনুযায়ী প্রতি অর্থবছর সমাপ্তির পরবর্তী ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে কমিশন হতে পূর্ববর্তী অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলীর ভিত্তিতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবছর কমিশনের মিডিয়া কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিকেশন উইংয়ের তত্ত্বাবধানে বিগত এক অর্থবছরে বিটিআরসি কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে বাংলা ও ইংরেজি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে আসছে।

১৮। ডিজিটাল বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার, স্মার্টফোনের সহজলভ্যতা এবং প্রত্যন্ত এলাকায় ফোরজি প্রযুক্তি পৌঁছানোর ফলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ বর্তমানে জনগণের ওপর প্রভাবকের ভূমিকা পালন করছে। গ্রাহকের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকার পাশাপাশি তাদের মতামতের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে বিটিআরসি। তাই কমিশন কর্তৃক গৃহীত যে কোনো কার্যক্রম, কর্মসূচি এবং হালনাগাদ তথ্য গ্রাহকদের অবগত করতে বিটিআরসি'র ভেরিফাইড ফেইসবুক পেজে আপলোড করা হয়ে থাকে। এছাড়া, অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে গণমাধ্যমের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের তথ্য/সংবাদ বিজ্ঞপ্তি গণমাধ্যমে প্রদানের জন্য বিটিআরসি'র ফেইসবুক মিডিয়া গ্রুপ অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে।



চিত্র ৭.১০ : বিটিআরসি'র ভেরিফাইড ফেইসবুক পেজ (উপরে) এবং ফেসবুক মিডিয়া গ্রুপ (নিচে)

এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট

এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইমপেকশন (ইএন্ডআই) ডিরেক্টরেট

টেলিযোগাযোগ খাত বাংলাদেশে একটি দ্রুত সম্প্রসারণশীল এবং সম্ভাবনাময় খাত। বিটিআরসি'র দক্ষ, নিরলস এবং সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে জাতীয় রাজস্ব আহরণে টেলিযোগাযোগ খাত সর্বোচ্চ পরিমাণে রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতি সচল রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। পাশাপাশি টেলিযোগাযোগ খাতের কলেবরও বৃদ্ধি পাচ্ছে বহুগুণে। বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতে শৃংখলা ও কার্যকরী সুশাসন বজায় রাখতে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে বিটিআরসি এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইমপেকশন (ইএন্ডআই) ডিরেক্টরেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে চলেছে :

- অবৈধভাবে কল টার্মিনেশনসহ ভিওআইপি কার্যক্রম রোধ,
- অনুমোদনহীন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারীর স্থাপনা সনাক্তকরণ ও তাদের কার্যক্রম বন্ধকরণ,
- অবৈধভাবে সিম রেজিস্ট্রেশন বন্ধ ও তদারকিকরণ,
- অবৈধ মোবাইল ফোনসহ বেতার যন্ত্রপাতি বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকরণ,
- টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে বিধিবিহীন কার্যক্রমের জন্য জরিমানা আরোপসহ অন্যান্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, ইত্যাদি।

অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ডিরেক্টরেট হিসেবে এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইমপেকশন সরাসরি বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুপস্থিতি/অনুমোদনক্রমে ডিরেক্টরেট এর নিয়মিত কার্যাবলীসমূহ মহাপরিচালক (ইএন্ডও) এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। মোট ৩৮ জন অনুমোদিত জনবলের সমন্বয়ে অত্র ডিরেক্টরেটের অর্গানোগ্রামটি গঠিত থাকলেও বর্তমানে এই ডিরেক্টরেটে ২২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট প্রধান কার্যাবলী

- বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবৈধ টেলিযোগাযোগ কার্যক্রম রোধকল্পে টেলিযোগাযোগ স্থাপনা পরিদর্শন, পরীক্ষা ও সনাক্তকরণের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন রোধকল্পে অভিযান পরিচালনাসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- অবৈধ পথে আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশনসহ অবৈধ ভিওআইপি কার্যক্রম প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনবোধে অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আইনগত ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করাসহ সমন্বিতভাবে কাজ করা;
- অবৈধ ভিওআইপি কার্যক্রম রোধকল্পে মোবাইল অপারেটরগণ সেলফ রেগুলেশন সিস্টেম যথাযথ ব্যবহার করছে কি-না তা নিশ্চিত করা;
- বিটিআরসিতে স্থাপিত সিম বক্স ডিটেকশন সিস্টেম তত্ত্বাবধান করা;
- অসত্য/মিথ্যা/ত্রুটিপূর্ণ/ভুল তথ্য দিয়ে সিম রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- টেলিকম অপারেটরদের টেলিযোগাযোগ স্থাপনা পরিদর্শন ও দাখিলকৃত বিভিন্ন তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা;
- অনুমোদনবিহীন টেলিযোগাযোগ সেবা/ মোবাইল সেট জন্ম করার লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনা করা এবং তাদের কার্যক্রম বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি বিটিআরসি'র রাজস্ব পরিশোধ না করলে অথবা অবৈধভাবে টেলিযোগাযোগ কার্যক্রম সম্পাদন করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সীমিত/বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- টেলিকম অপারেটরগণ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১০) লঙ্ঘন করছে কি না, তা পরিবীক্ষণ ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

- ❑ টেলিকম অপারেটরগণ বিটিআরসি হতে ইস্যুকৃত লাইসেন্সিং শর্তাবলী এবং সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত গাইডলাইন, রেগুলেশন ও ডিরেক্টিভসমূহ মেনে চলছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ ও নিশ্চিতকরা;
- ❑ “টেলিযোগাযোগ স্থাপনা, পরিদর্শন, পরীক্ষণ, সনাক্তকরণ ও অনুসন্ধান কমিটি” নামক কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটি এবং জাতীয় পর্যায়ে গঠিত এ সংক্রান্ত কমিটির সকল প্রকার কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা;
- ❑ অবৈধভাবে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।
- ❑ টেলিকম অপারেটরদের নিকট হতে তাদের কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদনসমূহ নিয়মিতভাবে সংগ্রহ ও যাচাই করা;
- ❑ টেলিকম সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে অপারেটরদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতা করা;

ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট হতে পরিচালিত কার্যক্রমসমূহকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়ঃ

- (১) অবৈধ কল টার্মিনেশন প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম
- (২) নিয়মিত টেলিযোগাযোগ স্থাপনা পরিদর্শন এবং অবৈধ সেবা ও যন্ত্রপাতির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ

উল্লিখিত দুই (০২) টি কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো :

১। অবৈধ কল টার্মিনেশন প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

অবৈধ কল টার্মিনেশন প্রতিরোধে বিটিআরসি কর্তৃক একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে যার দ্বারা টেলিকম সেক্টরে অবৈধ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তদারকি করা হচ্ছে। বিটিআরসিসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মনোনীত কর্মকর্তাগণ এই কমিটির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। অবৈধ কল টার্মিনেশন রোধকল্পে নিম্নোলিখিত ৩টি পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

- (ক) অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ ভিওআইপি স্থাপনা সনাক্তকরণ ;
- (খ) SIMBox Detection System (SBD) এর মাধ্যমে ;
- (গ) Self Regulation Process (SRP) এর মাধ্যমে ;

(ক) অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ ভিওআইপি স্থাপনা সনাক্তকরণ

অবৈধ ভিওআইপি প্রযুক্তি ও স্থাপনা পরিচালনাকারীদের সনাক্ত করার লক্ষ্যে বিটিআরসি আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। ইতোপূর্বে একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠানের সাথে বিটিআরসি'র সম্পাদিত চুক্তির আওতায় মোট পাঁচটি পর্যায়ে জিও-লোকেশন ফাইন্ডারের মাধ্যমে অবৈধ ভিওআইপি প্রযুক্তি ও স্থাপনা পরিচালনাকারীদের সনাক্ত করা হয়েছিল, বর্তমানে উক্ত চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। উক্ত প্রযুক্তিগত সহায়তা ছাড়াও বিভিন্ন সোর্স হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। উক্ত ভিওআইপি অভিযানের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে চ্যানেল ব্লক, গেইটওয়ে, সার্ভার এবং অসত্য/ত্রুটিপূর্ণ/ভুল তথ্য দিয়ে নিবন্ধিত সিম, কল টার্মিনেশনে ব্যবহৃত সফটওয়্যার, কম্পিউটার, ল্যাপটপসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি জব্দ করা হয়। জব্দকৃত মালামাল হতে একমাত্র সিমগুলো প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে সাময়িক সময়ের জন্য বিটিআরসি'র হেফাজতে নেয়া হয় এবং জব্দকৃত অবশিষ্ট সকল মালামাল ও আসামীকে (যদি থাকে) তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ থানায় সোপর্দ করতঃ মামলা দায়ের করা হয়। মামলা রুজু করার পর সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুকূলে জব্দকৃত আলামত ন্যস্ত থাকে এবং বিটিআরসি থেকে সিমগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে ফেরত প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে চলমান প্রাণঘাতী সংক্রামক কোভিড-১৯ পরিস্থিতি এবং ধারাবাহিক লকডাউনের কারণে ০৪টি অবৈধ ভিওআইপি স্থাপনায় অভিযান পরিচালনা করে ০৩টি মামলা দায়ের করাসহ সর্বমোট ৮,৪৯০ টি সিম জব্দ করা হয়।



চিত্র ৮.১ : অবৈধ ভিওআইপি স্থাপনায় অভিযানে জব্দকৃত যন্ত্রপাতিসমূহের আলোকচিত্র



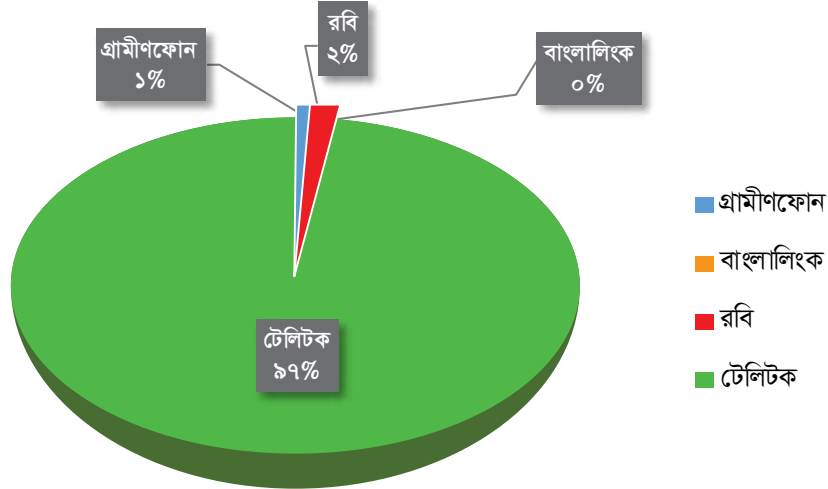
চিত্র ৮.২ : অবৈধ ভিওআইপি স্থাপনা শনাক্তকরণ অভিযানের আলোকচিত্র

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিচালিত অবৈধ ভিওআইপি কার্যক্রম শনাক্তকরণ অভিযানের একটি বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো :

অভিযানের সারসংক্ষেপ	জন্মকৃত সিম সংখ্যা	অপারেটরের নাম	প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি
পরিচালিত অভিযান সংখ্যা- ০৪ টি দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা- ০৩ টি	৬৫	গ্রামীণফোন লি.	১. জিএসএম গেটওয়ে
	০	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লি.	২. সিমকার্ড
	১৫০	রবি আজিয়াটা লি.	৩. কম্পিউটার
	৮২৭৫	টেলিটক বাংলাদেশ লি.	৪. রাউটার
			৫. মডেম
			৬. ল্যানসুইচ
			৭. মোবাইল হ্যাডসেট
			৮. ল্যাপটপ
	সর্বমোট জন্মকৃত সিম সংখ্যা ৮,৪৯০		

ছক ৮.১ : অভিযানের বিবরণ

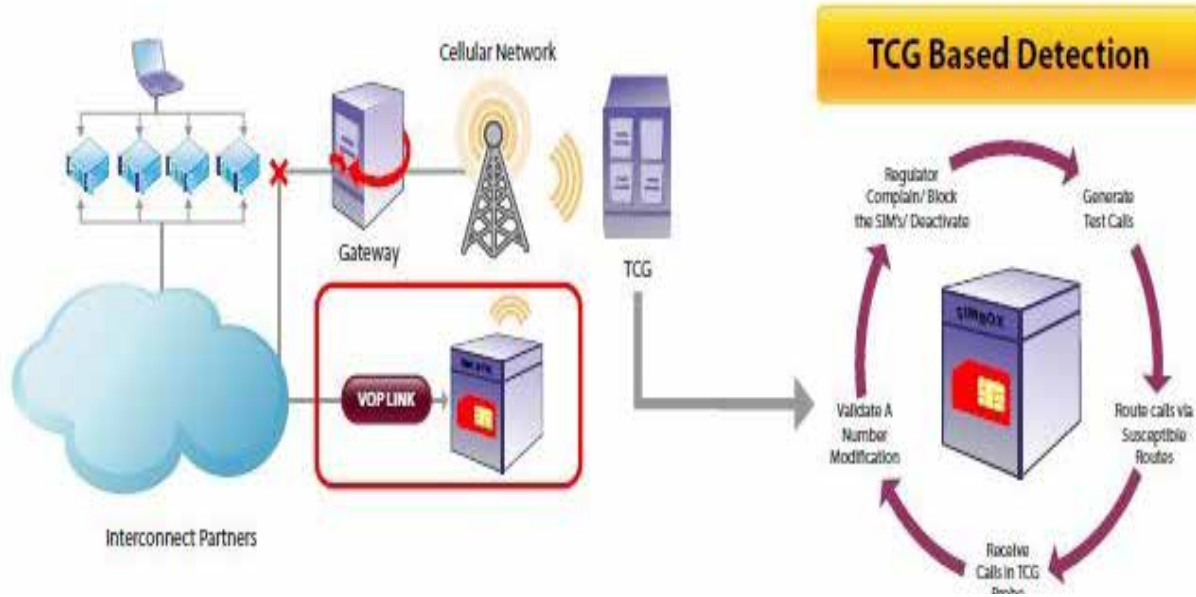
অবৈধ ভিওআইপি স্থাপনা সনাক্তকরণ অভিযানে জন্মকৃত সিমের তুলনামূলক বিবরণ :



লেখচিত্র ৮.১ : অবৈধ ভিওআইপি স্থাপনা সনাক্তকরণ অভিযানে অপারেটরভিত্তিক জন্মকৃত সিমের তুলনা

(খ) SIMBox Detection System (SBD) এর মাধ্যমে

অনেকগুলো ভার্চুয়াল সার্কিট সমন্বয়ে SIMBox Detection System (SBD) গঠিত যা Association Of Mobile Telecom Operators Of Bangladesh (AMTOB)-এর অর্থায়নে বিটিআরসিতে স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সকল মোবাইল অপারেটরের সমন্বয়ে বিটিআরসিতে স্থাপিত ফিজিক্যাল ও ভার্চুয়াল সিমের মাধ্যমে অন কল টেস্ট বেসিস মেথডে কল হিট করার মাধ্যমে illegal call termination path খুঁজে বের করা হয় এবং এতে জড়িত নম্বর শনাক্ত করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সিমবক্স ডিটেকশন সিস্টেমে ব্যবহৃত পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। বাংলাদেশে বর্তমানে টেস্ট কল জেনারেশন (টিসিজি) পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হচ্ছে।



চিত্র ৮.৩ : টেস্ট কল জেনারেশন (টিসিজি) বেজড সীমবক্স ডিটেকশন সিস্টেমের ডায়াগ্রাম

অবৈধ সিমবক্স ব্যবহারকারীদের নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিটিআরসি'র নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত SIMBox Detection System G Additional Hits (টেস্ট কল) বৃদ্ধিকরণসহ Virtual Circuit বাড়ানো হলেও সাম্প্রতিক সময়ে বর্তমান ভেভরের ব্যর্থতার কারণে সিম সনাক্তের হার ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ায় মোবাইল অপারেটরগণ এই সিস্টেমটি অর্থায়ন বন্ধ করে সিস্টেমটি আর না চালানোর প্রস্তাব করে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিমবক্স ডিটেকশন সিস্টেমের মাধ্যমে শনাক্ত ও বন্ধকৃত সিম এর সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্রমিক নং	অপারেটরের নাম	সিম এর সংখ্যা
১	গ্রামীণফোন	০
২	রবি (এয়ারটেলসহ)	১
৩	বাংলালিংক	০
৪	টেলিটক	১৮১৭
মোট		১৮১৮

ছক ৮.২ : সিমবক্স ডিটেকশন সিস্টেমের মাধ্যমে শনাক্তকরণ ও বন্ধকৃত সিম এর সংখ্যা

SIMBox Detection System সরবরাহকৃত ভেভরের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ গত ৩১/০৫/২০২১ তারিখে শেষ হয় এবং AMTOB চুক্তির মেয়াদ বর্ধিতকরণ অথবা নবায়ন না করায় বর্তমানে সিস্টেমটি বন্ধ আছে। ফলে অবৈধ ভিওআইপি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত illegal call termination path খুঁজে বের করা এবং এতে জড়িত নম্বর শনাক্ত করার কার্যক্রমটি সার্বিকভাবে ব্যহত হচ্ছে। তদপ্রেক্ষিতে বিটিআরসি নিজস্ব অর্থায়নে সিস্টেমটি পুনরায় পরিচালনা করার নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহন করেছে এবং একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি এ বিষয়ে কাজ করেছে।

(গ) Self Regulation Process (SRP) এর মাধ্যমে

সেফ রেগুলেশন প্রসেস হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি, যাতে বিটিআরসি'র ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট নির্ধারিত কিছু লজিক সমন্বয়ে একটি প্রোগ্রামিং স্ক্রিপ্ট প্রতিটি মোবাইল অপারেটর তার এমএসসিতে স্থাপনকৃত সিডিআর-এ সুনির্দিষ্ট সময় পরপর পরিচালনা করে। প্রতিটি মোবাইল অপারেটর কর্তৃক তার নেটওয়ার্কে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে উক্ত লজিকসমূহ বারংবার প্রয়োগ করে অবৈধ কল টার্মিনেশনে ব্যবহৃত সিমসমূহ শনাক্ত করা হয়। বিটিআরসি'র নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিটি মোবাইল অপারেটরের সিম শনাক্তের সাথে সাথে তাৎক্ষণিক বন্ধের ও ই-মেইলের মাধ্যমে ইএন্ডআই ডিরেক্টরেটকে অবহিত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আরোপিত লজিকসমূহ পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিটিআরসি সময় সময় পরিবর্তন/পরিবর্ধন করে থাকে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে SRP এর মাধ্যমে শনাক্ত ও বন্ধকৃত সিম-এর সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্রম	অপারেটরের নাম	সিম এর সংখ্যা
১	গ্রামীণফোন	১১,৬১৩
২	রবি (এয়ারটেলসহ)	৪৩,৫৭২
৩	বাংলালিংক	২৮,১৫৩
৪	টেলিটক	৬৬,৪৬৮
	মোট	১,৪৯,৮০৬

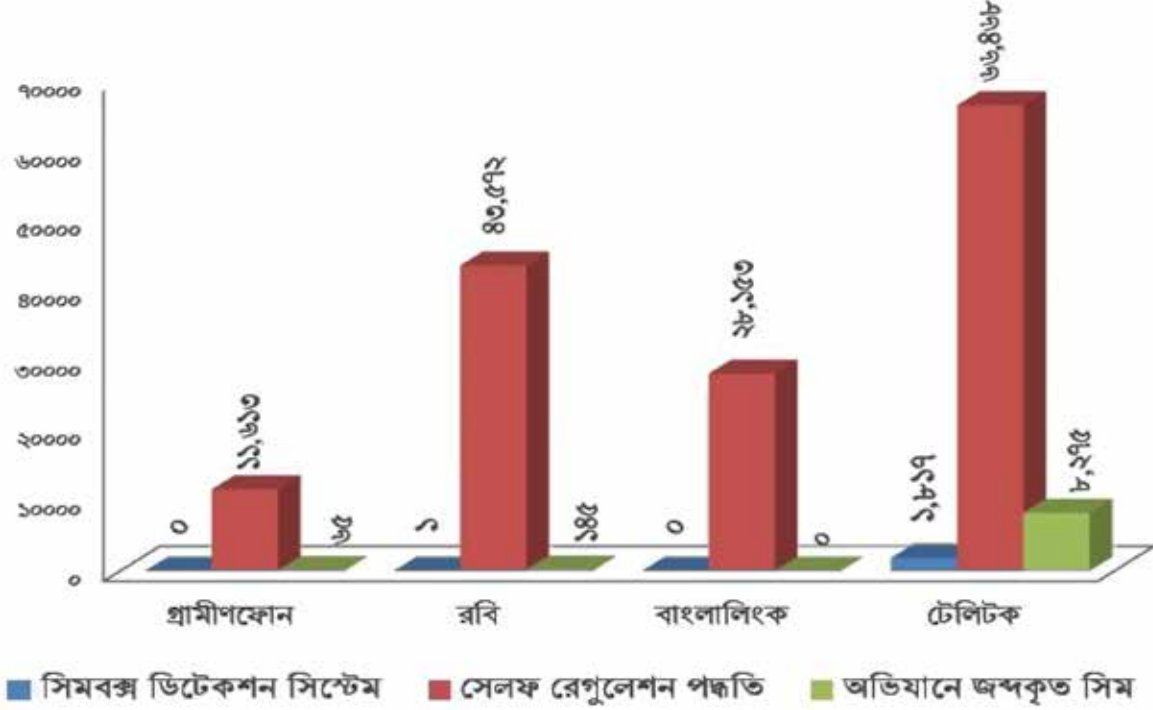
ছক ৮.৩ : SRP-এর মাধ্যমে বন্ধকৃত সিম-এর সংখ্যা

২০২০-২০২১ অর্থবছরে অবৈধ কল টার্মিনেশন শনাক্তের তিনটি পদ্ধতিতে (অবৈধ ভিওআইপি কার্যক্রমের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে জন্মকৃত, SIM Box Detection System (SBD) এবং Self-Regulation Process (SRP) শনাক্ত ও বন্ধকৃত সিম এর মোট সংখ্যা ১,৬০,১১৪ টি, যা নিম্নোক্ত টেবিলে উপস্থাপন করা হলো :

সিম জন্ম/ সনাক্তের মাধ্যম	মোবাইল ফোন অপারেটরের নাম				মোট
	গ্রামীণফোন	রবি	বাংলালিংক	টেলিটক	
অভিযানে জন্মকৃত	৬৫	১৫০	০	৮২৭৫	৮৪৯০
SBD	০	১	০	১৮১৭	১৮১৮
SRP	১১৬১৩	৪৩৫৭২	২৮১৫৩	৬৬৪৬৮	১৪৯৮০৬
মোট	১১৬৭৮	৪৩৭২৩	২৮১৫৩	৭৬৫৬০	১,৬০,১১৪

ছক ৮.৪ : অবৈধ কল টার্মিনেশন রোধকল্পে ব্যবহৃত তিনটি পদ্ধতিতে শনাক্ত এবং জন্মকৃত সিম সংখ্যা

একটি আয়তলেখ এর মাধ্যমে অবৈধ কল টার্মিনেশন রোধকল্পে শনাক্তকৃত ও জব্দকৃত সিমের মোবাইল অপারেটরভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :



লেখচিত্র ৮.২ : অবৈধ কল টার্মিনেশন রোধকল্পে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে তিনটি পদ্ধতিতে শনাক্তকৃত সিমের পরিসংখ্যান

২। নিয়মিত টেলিযোগাযোগ স্থাপনা পরিদর্শন এবং অবৈধ সেবা ও যন্ত্রপাতির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ

ইএন্ডআই ডিরেক্টরেটে কর্মরত বিটিআরসি'র পরিদর্শকগণ কর্তৃক বিভিন্ন টেলিকম সেবাপ্রদানকারী/লাইসেন্সধারীদের স্থাপনা, সেবা ও যন্ত্রপাতিসমূহ প্রতিনিয়ত পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং এর ফলে অপারেটরগণ তাদের নেটওয়ার্ক এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সচেতন হচ্ছে। ফলে কমিশন লাইসেন্স, গাইডলাইন এবং ডিরেক্টিভস্ এর সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে কিনা এবং কোন ধরনের অবৈধ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট, টেলিযোগাযোগ সেবা দাতা/গ্রহীতার অভিযোগ, বিভিন্ন সোর্স হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বৈধ/অবৈধ স্থাপনায় পরিদর্শকগণ কর্তৃক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে নিয়মিত পরিদর্শন সম্পাদিত হচ্ছে :

- অবৈধ আইএসপি সেবাপ্রদানকারী সংক্রান্ত পরিদর্শন
- অবৈধ/অননুমোদিত বেতারযন্ত্র বিক্রয়/বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত পরিদর্শন
- অবৈধ টেলিযোগাযোগ সেবা সংক্রান্ত পরিদর্শন
- টেলিযোগাযোগ সেবার মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরিদর্শন
- প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন

প্রতিটি কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(ক) অবৈধ আইএসপি সেবাপ্রদানকারী সংক্রান্ত পরিদর্শন

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট-এর নিজস্ব উদ্যোগে ও বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে অবৈধ ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় পরিদর্শনপূর্বক অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ মামলা দায়ের করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সরেজমিনে ২৩টি এবং কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে দেশব্যাপী লকডাউন চলাকালীন সময়ে অনলাইনে (Zoom Platform) ০৫টি অর্থাৎ মোট ২৮টি আইএসপি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) লাইসেন্স এবং গাইডলাইনের শর্তের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হওয়ায় পরিদর্শনকৃত ২৮ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে ২১ টি প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি বিধান অনুযায়ী দায়ে মোট ৪০,৭৩,০০০.০০ (চল্লিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার) টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়েছে।

(খ) অবৈধ/অননুমোদিত বেতারযন্ত্র বিক্রয়/বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত পরিদর্শন

অবৈধ/অনুমোদনবিহীন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বেতারযন্ত্র/মোবাইল ফোন হ্যাণ্ডসেট/ওয়াকিটকি/বেইস রিপিটার এবং ফিক্সড ওয়ারলেস ফোন/মডেমসহ বিভিন্ন বেতার যন্ত্রপাতি বাজারজাত, বিক্রয়, বিপণন ও বিতরণ বন্ধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী/র‌্যাব এবং ড্রাম্যমান আদালত এর সহায়তায় কমিশনের এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেটের পরিদর্শকগণ টাকা ও ঢাকার বাহিরে দেশব্যাপী সফলভাবে যৌথ অভিযান পরিচালনা করে আসছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বিভিন্ন সময়ে মোট ১২১ টি বেতারযন্ত্র বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত অভিযানে ১৪৪টি মোবাইল ফোন হ্যাণ্ডসেট জব্দ করা হয়েছে এবং ৯,০০,০০০/- (নয় লক্ষ) টাকা অর্থিক জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

(গ) অবৈধ টেলিযোগাযোগ সেবা সংক্রান্ত পরিদর্শন

দেশের বিভিন্ন স্থানে কলসেন্টার/সাইবার ক্যাফে সদৃশ টেলিযোগাযোগ স্থাপনা নির্মাণ করে অসাধু ব্যক্তিবর্গ অবৈধ টেলিযোগাযোগ সেবা (অনৈতিক ও অন্ত্রীল কনটেন্টযুক্ত ওয়েবসাইট ও সেবা) পরিচালনা করছে মর্মে বিটিআরসিতে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এ ধরনের অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ইএন্ডআই ডিরেক্টরেটের পরিদর্শকগণ ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করে এবং স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অপরাধীকে আইনের আওতায় নিয়ে আসে।

(ঘ) টেলিযোগাযোগ সেবার মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরিদর্শন

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৫৪ মোতাবেক টেলিযোগাযোগ সেবার মান যাচাইয়ের নিমিত্ত “টেলিযোগাযোগ স্থাপনা, পরিদর্শন, পরীক্ষণ, সনাক্তকরণ ও অনুসন্ধান কমিটি” নামক কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটির আওতায় ইএন্ডআই ডিরেক্টরেটের পরিদর্শকগণ কর্তৃক টেলিকম লাইসেন্সধারীদের বিভিন্ন স্থাপনা প্রতিনিয়ত পরিদর্শন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন সোর্স থেকে প্রাপ্ত গোপন তথ্য, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছেঃ

- (i) Telecom Value Added Service (TVAS)
- (ii) Call Center
- (iii) International Internet Gateway (IIG)
- (iv) Internet Protocol Telephony Service Provider (IPTSP)

প্রতিটি কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(i) Telecom Value Added Service (TVAS) :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে দেশব্যাপী লকডাউন চলাকালীন সময়ে সরেজমিনে মোট ১১ টি TVAS লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। TVAS গাইডলাইন ও TVAS রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের কতিপয় শর্তের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হওয়ায় ০৯টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৮ লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হয়েছে।

(ii) Call Center :

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে দেশব্যাপী লকডাউন চলাকালীন সময়ে সরেজমিনে/ভার্চুয়ালি ৪টি Call Center প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। উক্ত পরিদর্শনে অবৈধ কল টার্মিনেশনে সম্পৃক্ততা পাওয়ায় ২টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ২২,১৬,৭৬০/- (বাইশ লক্ষ ষোল হাজার সাত শত ষাট) টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হয়।

(iii) International Internet Gateway (IIG) :

লকডাউন চলাকালীন সময়ে সরেজমিনে মোট ০২টি IIG লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। উক্ত পরিদর্শনে প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম বিটিআরসি'র জারিকৃত গাইডলাইন, রেগুলেশন, ডিরেক্টিভস অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা, অবৈধ কল টার্মিনেশনে সম্পৃক্ততা আছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিছু ব্যত্যয় পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দুইটির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

(iv) Internet Protocol Telephony Service Provider (IPTSP) :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সরেজমিনে মোট ০২টি IPTSP লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। উক্ত পরিদর্শনে প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম বিটিআরসি'র জারিকৃত গাইডলাইন, রেগুলেশন, ডিরেক্টিভস অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা, অবৈধ কল টার্মিনেশনে সম্পৃক্ততা আছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হয়। পরিদর্শনকৃত ০২টি প্রতিষ্ঠানের অবৈধ কল টার্মিনেশনে সম্পৃক্ততা পাওয়ায় প্রতিষ্ঠান ০২টিকে সর্বমোট ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হয়।

(ঙ) প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন

টেলিযোগাযোগ সেবা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেবাদাতা/গ্রহীতার অসুবিধা বা অভিযোগ, বিভিন্ন সোর্স হতে প্রাপ্ত তথ্য, বিভিন্ন সময়ের পত্র-পত্রিকার টেলিযোগাযোগ সেবা সম্পর্কিত রিপোর্টের ভিত্তিতে ইএন্ডআই ডিরেক্টরেটের পরিদর্শকগণ কর্তৃক ০৩-০৫ কার্যদিবসের মধ্যে ঘটনাস্থলে অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে করোনা মহামারী চলাকালীন লকডাউনের মধ্যে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একাধিক অবৈধ আইএসপি সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও ২৪টি আইএসপি লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অবৈধ আইএসপি সেবা প্রদানে সহায়তা করায় আর্থিক জরিমানাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিটিআরসি'র ইএন্ডআই ডিরেক্টরেটের পরিদর্শকগণ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের অভিযান ও পরিদর্শনের কিছু খন্ডচিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :





চিত্র ৮.৪ : দেশব্যাপী পরিচালিত অভিযান এবং পরিদর্শন কার্যক্রমের কিছু আলোকচিত্র

অবৈধ কল টার্মিনেশন প্রতিরোধকল্পে স্বয়ংক্রিয় সেলফ রেগুলেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম এবং ডিপ প্যাকেট ইন্সপেকশন (ডিপিআই) মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম স্থাপনের বিষয়টি অত্র ডিরেক্টরেটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় রয়েছে। পাশাপাশি একটি কার্যকর সিমবন্ড ডিটেকশন সিস্টেম স্থাপন এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তির জিও-লোকেশন ফাইন্ডার ক্রয় করা হলে সার্বক্ষণিক ব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধ কল টার্মিনেশন ব্যাপক হারে রোধ করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়। এছাড়া ফাইন রেগুলেশন তৈরি করাসহ সকল টেলিকম অপারেটরদের স্থাপনা নিয়মিত পরিদর্শনের বিষয়টি পরিকল্পনায় রয়েছে। পরিশেষে এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট হতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ (যেমন- সিমবন্ড ডিটেকশন সিস্টেমস স্থাপন, সর্বাধুনিক প্রযুক্তির জিও-লোকেশন ফাইন্ডার ব্যবহার, টেলিযোগাযোগ স্থাপনাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রমে সহজতর ইত্যাদি) গ্রহণে অবৈধ কল টার্মিনেশনসহ অবৈধ টেলিযোগাযোগ কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে এবং বৈধ পথে সরকারের রাজস্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ
টেলিকমিউনিকেশন
কমিশন
BTRC
যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ



১



চিত্র : বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর শিকদার-এর সাথে মোবাইল অপারেটরদের বিশেষ বৈঠকে টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে যে কোনো চ্যালেঞ্জ গ্রহণের অঙ্গীকার (২৮ ডিসেম্বর ২০২০)

২



চিত্র : নতুন বছরে কমিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর শিকদার ও অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ (৩ জানুয়ারি ২০২১)

৩



চিত্র : বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার-এর সাথে ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে(আইআইজি), ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ(আইএসপিএবি) ও ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ (নিব্ল) অপারেটরদের বৈঠক (৭ জানুয়ারি, ২০২১)

৪



চিত্র: গ্রাহকসেবা জোরদারের লক্ষ্যে বিটিআরসি'র শার্টকোড ১০০ এর সেবাদানকারী কল সেন্টার-এর সাথে চুক্তি নবায়ন (৯ জানুয়ারি ২০২১)

৫



চিত্র : বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার-এর সাথে মোবাইল হ্যান্ডসেট উৎপাদনকারী ও আমদানিকারক প্রতিনিধিদের বৈঠক (১০ জানুয়ারি, ২০২১)

৬



চিত্র : রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিটিআরসি'র নির্মিতব্য ভবন পরিদর্শনে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার (১১ জানুয়ারি ২০২১)

৭



চিত্র : আইটিপল্লী কর্তৃক আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টে টিম বিটিআরসি'র জয় (১৯ জানুয়ারি ২০২১)

৮



চিত্র : কোয়ালিটি অব সার্ভিস নিশ্চিতকরণে বিটিআরসি'র ড্রাইভ টেস্ট-এর কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার (২১ জানুয়ারি ২০২১)

৯



চিত্র : রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকার অর্চার্ড পয়েন্ট মার্কেটে বিটিআরসি'র অভিযানে অনুমোদনবিহীন মোবাইল ফোন জব্দ
(২৮ জানুয়ারি, ২০২১)

১০



চিত্র : একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষাশহীদদের প্রতি
বিটিআরসি'র পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন (২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১)

১১



চিত্র : টেলিযোগাযোগ সেবার মানের অভিজ্ঞতা অর্জন ও মতবিনিময় সভায় যোগদানের লক্ষ্যে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার-এর শরীয়তপুর সফর (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১)

১২



চিত্র : সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে বিটিআরসি পরিবারের শ্রদ্ধাঞ্জলি (১৭ মার্চ, ২০২১)

উপসংহার

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) সরকারের গৃহীত নীতির সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২৩ সালের মধ্যেই দেশ ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হবে।

বিটিআরসি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে চলেছে, ফলে জুন, ২০২১ নাগাদ দেশে টেলিডেনসিটি ১০৩.৬৯%, ইন্টারনেট ডেনসিটি ৭০.৫৪%, মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ১৭ কোটি ৬৪ লাখে এবং ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ১২ কোটি ৯০ লাখে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া, প্রতি এমবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের মূল্যহ্রাস করে অনধিক ৩৫০ টাকা করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে কর বহির্ভূত রাজস্ব খাতে বিটিআরসি ৩,৭৯২.৫২ টাকার রাজস্ব সংগ্রহ করে প্রশংসা কুড়িয়েছে। রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মোবাইল আর্থিক সেবা বৃদ্ধি, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিটিআরসি অগ্রণী ভূমিকা রাখার পাশাপাশি টেলিযোগাযোগের আন্তর্জাতিক পরিসরে কার্যকর অবদান রেখে চলেছে।

টেলিযোগাযোগে উন্নত 4G/LTE প্রযুক্তি চালু, 5G এর প্রস্তুতি, মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটির সফল বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, টাওয়ার শেয়ারিং গাইডলাইনস প্রণয়ন, ইনফ্রাস্ট্রাকচার শেয়ারিং বা অবকাঠামো সুবিধা অংশীদারের বাধ্যবাধকতার নির্দেশনা জারি, অবৈধ ভিওআইপি দমনে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা এবং সিমবক্স ও স্বীয় নিয়ন্ত্রণে লজিক পদ্ধতির ব্যবহার, বিভিন্ন ভয়েসকল ও এসএমএস-এর মূল্য পর্যায়ক্রমে হ্রাস, ফোরজি তরঙ্গ নিলাম এবং তরঙ্গ নিরপেক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তির টেলিযোগাযোগ সেবা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল অবধি চালু, সমন্বিত লাইসেন্স পদ্ধতি চালুসহ জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা যুগোপযোগী করে প্রণয়নসহ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের জনগণ টেক্সট, ছবি, অডিও-ভিডিও আদান-প্রদান, ভিডিও কনফারেন্সিং, ই-কমার্স, মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইনে লেখাপড়া করা, বিনোদন, টিভি দেখা বা খবর পড়া অভ্যাসে পরিণত করেছে। এ সকল সেবাকে আরও গতিশীল ও সহজলভ্য করার জন্য 3G এর পাশাপাশি 4G সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিটিআরসি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর ফলে গ্রাহকগণ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দ্রুত গতির ইন্টারনেট ব্যবহার করে ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং, ই-এডুকেশন, ই-কৃষি, ই-হেলথ, ই-গভর্নেন্স এবং টেলিকনফারেন্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা দ্রুততার সঙ্গে ও সহজে গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে; যা জনগণের কল্যাণের পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বিটিআরসি টেলিযোগাযোগ খাতে আরও বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সবার জন্য উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা ও মোবাইল ব্রডব্যান্ড প্রদান, মানসম্মত ও আরও সুলভমূল্যে মোবাইল সেবা প্রদান, উদ্ভাবিত নতুন সেবা প্রচলন, বৈশ্বিক সাইবার নিরাপত্তা জোরদার, শিশু অনলাইন সুরক্ষা, পরিবেশবান্ধব টেলিকম প্রযুক্তি বাস্তবায়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু, জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসহ (SDGs) ২০১৫ পরবর্তী সকল বৈশ্বিক এজেন্ডায় টেলিযোগাযোগকে অগ্রাধিকার প্রদানসহ বিভিন্ন ইস্যুতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে বিটিআরসি'র বিগত বছরের অভিজ্ঞতা, অর্জন ও সাফল্য এবং সর্বোৎকৃষ্ট চর্চা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বিটিআরসি'র চ্যালেঞ্জপূর্ণ চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে। সবার সহযোগিতা নিয়ে বিটিআরসি দৃষ্ট পায়ে সামনে এগিয়ে যাবে।



cyber security

INTERNET OF THINGS

BIG DATA
STORAGE
SYSTEMS
MANAGEMENT
PETABYTES
PARALLEL
GROW



Satellite

VSAT Remote Sites



বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮ ০২ ৯৬১১১১১, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯৫৫ ৬৬৭৭

www.btrc.gov.bd

Hub Station

HUB Equipment